সিমিসিফিউগা (Cimicifuga)

ইহার আর একটি নাম একটিয়া রেসিমোসা। দুই জাতীয় একটিয়ার উল্লেখ দেখা যায়, একটি হইতেছে একটিয়া রেসিমোসা এবং অপরটি একটিয়া স্পাইকেটা।

একটিয়া স্পাইকেটার ব্যবহার এক সন্ধিস্থলের বাত ব্যতীত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিস্থলে যেমন হস্তের, পদের এবং মনিবন্ধের এই সমুদায় স্থানের বাত যন্ত্রণা হইলে তাহাতে উত্তম কার্য্য করে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। অক্ষিপুটের স্নায়ুশূল যন্ত্রণা ভীষণ হয়, অক্ষিগোলক ফাটিয়া যাইতে চাহে, যন্ত্রণা মস্তকোপরি, পশ্চাতে এবং পার্শ্বে বিস্তারিত হয় এবং যন্ত্রণা উপরে উঠিতে বৃদ্ধি হয়। শয়নে উপশম হয়।

২। হৃৎশূল, হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি হৃদপিণ্ডের রোগ জরায়ু এবং ডিম্বাশয়ের প্রত্যাবৃত্ত লক্ষণ স্বরূপ (Reflex symptom) উত্থিত হয়।

৩। ঋতুস্রাব অত্যন্ত অনিয়ম—সময়ের পূর্ব্বে, পরে কিংবা বিলম্বে হয় এবং প্রচুর হয় ও অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত। ঋতুস্রাব যতই প্রচুর হয় যন্ত্রণা ততই অধিক হয়।

৪। শরীরের নানাস্থানে জরায়ু এবং ডিম্বাশয়ের রোগ হেতু তীব্র বিদ্যুৎবৎ যন্ত্রণা হয়।

৫। কৃত্তিম প্রসব যন্ত্রণা—নিম্নোদরের দুই পার্শ্ব হইতে চাপিতে থাকে অথবা যন্ত্রণা দক্ষিণ হইতে বামে এবং বাম হইতে

দক্ষিণে চলাচল করে। যন্ত্রণার সমতা এবং স্থানের নির্দ্দিষ্টতা নাই। তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাব হইয়া যায়।

৬। প্রসব যন্ত্রণাকালীন প্রথমে অনেক সময় কম্প হয় (Shivers in first stage) স্নায়বীয় উত্তেজনা হেতু তড়কা হয়। জরায়ু মুখ অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত আক্ষেপযুক্ত যন্ত্রণা, সামান্য গোলমালেই বৃদ্ধি হয়।

৭। গর্ভাবস্থার শেষমাসে লক্ষণ মত সিমিসিফিউগা প্রয়োগে যন্ত্রণা হ্রাস করিয়া সুপ্রসব করিয়া থাকে (পালস, কলোফাই)।

সাধারণ লক্ষণ।

সূতিকা-উন্মাদ-রোগী মনে করে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। শীঘ্রই পাগল হইয়া যাইবে।

২। রোগী মনে করে তাহার চতুর্দ্দিক ঘোর মেঘাচ্ছন্ন এবং তাঁহাকে ঘোর মেঘে বেষ্টিত করিয়া ফেলিয়াছে। সমুদায় অন্ধকার ও বিশৃঙ্খলা বোধ হইতেছে।

৩। চেয়ারের নিম্নে ইন্দুর চলিয়া বেড়াইতেছে এই প্রকার ভ্রম দর্শন করে।

৪। বামস্তনের নিম্নে ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

৫। গ্রীবা এবং পশ্চাতের পেশীর বাত যন্ত্রণা—আড়ষ্ট এবং টান বোধ হয়। হস্ত দ্বারা সেলাই'কল চালাইতে, টাইপ রাইটিং করিতে অথবা পিয়ানো বাজাইতে মেরুদণ্ডে স্পর্শাধিক্য বোধ হয়।

৬। বাতে উদরের পেশী অধিক আক্রান্ত হয়।

শিরঃপীড়া এবং অক্ষিপুট স্নায়ুশূল—সিমিসিফিউগার কার্য্য স্নায়বীয় বিধানে এবং গতি বিধায়ক স্নায়ুতে (motor nerves) অধিক প্রকাশ পায়। ইহার কার্য্য স্নায়ুর উপর অত্যন্ত অধিক কাজে কাজেই স্নায়ুশূল রোগে ইহার যথেষ্ট প্রয়োগ রহিয়াছে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব হইতেছে Reflex nervous action অর্থাৎ প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়া—এই বিষয়ে সিমিসিফিউগা

একটি মূল্যবান ঔষধ। জরায়ু কিংবা ডিম্বাশয় রোগ জনিত উৎপন্ন স্নায়ুশূল শরীরের যে কোন স্থানে প্রত্যাবৃত্ত লক্ষণ (Reflex symptom) রূপে প্রকাশিত হইতে পারে। এই প্রকার কারণ হইতে উত্থিত একটি বিশেষ লক্ষণের প্রকাশ সিমিসিফিউগাতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে—মস্তকের তালুতে উত্তাপ বোধ (Sensation of heat on the top of the head)। উত্তাপ এবং যন্ত্রণা বোধ এত অধিক হয়—মনে হয় মস্তকের চাঁদি বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং অক্ষি গোলকে কিংবা চক্ষুর উপর দ্রুত ভীষণ কর্ত্তনবৎ স্নায়ুশূল যন্ত্রণা প্রকাশ হয়। রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। যন্ত্রণা চক্ষুর উপরে আরম্ভ হইয়া মস্তকোপরি তীরবিদ্ধবৎ ছুটিয়া যায় অথবা একই স্থানে লাগিয়া থাকে অথবা যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাতেই লাগিয়া থাকে এবং গ্রীবাদেশে বিস্তারিত হয়। সিমিসিফিউগার এই প্রকার লক্ষণ প্রায়ই জরায়ু রোগের সহিত সংশ্রব থাকে। সিমিসিফিউগা সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অধিক ব্যবহার হয়—ডাক্তার হ্যারিংটন বলেন চক্ষুর যে কোন রোগই হউক যদি উক্ত প্রকার ভীষণ যন্ত্রণা থাকে তাহা হইলে সিমিসিফিউগার বিষয় একবার চিন্তা করিতে ভুলিবে না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই শরীরের যে কোন স্থানের স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হউক এবং যদ্যপি এতদসহ জরায়ু অথবা ডিম্বাশয়ের কোন রোগ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে সিমিসিফিউগা অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং ইহাও খুব সত্য যে অক্ষিপুট স্নায়ুশূলে (Ciliary neuralgia) সিমিসিফিউগার ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক দ্বিতীয় ঔষধ অত্যন্ত বিরল।

অক্ষিপুট স্নায়ুশূলের সমগুণ ঔষধ সমূহ।

স্পাইজেলিয়া—ইহাতে যদিও সিমিসিফিউগার ন্যায় অক্ষিপুটের স্নায়ুশূল যন্ত্রণা প্রকাশ থাকে কিন্তু স্পাইজেলিয়ার যন্ত্রণা সূর্য্য উদয় এবং অস্তের সহিত উপশম ও বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ সূর্য্যের উদয়ের সহিত যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং সূর্য্যের অস্তের সহিত উপশম হইতে থাকে—ইহাই হইতেছে ইহার বিশেষত্ব। কাজে কাজেই দ্বিপ্রহরে যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয় এবং সন্ধ্যার সময় ক্রমশঃ উপশম হইয়া আইসে আর সিমিসিফিউগার যন্ত্রণা রাত্রিতে,

উপরে উঠিতে বৃদ্ধি হয় এবং শয়নাবস্থায় হ্রাস হয়। স্পাইজেলিয়ার যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাত হইতে আরম্ভ হইয়া, এক কিংবা উভয় চক্ষুতে বিস্তারিত হয়। স্পাইজেলিয়ার আর একটি লক্ষণের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে রোগী চক্ষু অস্বাভাবিকরূপ বৃহৎ বোধ করে। এই শেষোক্ত লক্ষণটি জরায়ু রোগের সহিত জড়িত থাকিলে সিমিসিফিউগাকেই তাহায় অতি উপযুক্ত ঔষধ জানিবে। স্পাইজেলিয়ায় সাধারণতঃ মস্তকের বামপার্শ্ব অথবা বা চক্ষু অধিক আক্রান্ত হয়।

মিজিরিয়াম—বাম চক্ষুর নিম্নে স্নায়ুশূল আরম্ভ হইয়া মস্তকোপরি বিস্তারিত হয়। উপদংশের সংস্রব থাকিলেই ইহা উত্তম কার্য্য করে।

সিড্রন—চক্ষুর উর্দ্ধ স্নায়ু (supra-orbital) শূল যন্ত্রণার ইহাও একটি উত্তম ঔষধ। চক্ষু অগ্নিবৎ জ্বালা করে। ইহাতেও প্রায় বাম পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয় কিন্তু সিড্রনের বিশেষত্ব হইতেছে যন্ত্রণা প্রত্যহ ঘড়ির ন্যায় একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয়।

ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া—ইহাতেও উপরিউক্তরূপ চক্ষুর শূল যন্ত্রণা থাকে কিন্তু সচরাচর দক্ষিণদিক আক্রান্ত হয়।

সচরাচর দেখা যায় সিমিসিফিউগার স্নায়ুশূল যন্ত্রণার সহিত জরায়ুর অথবা ডিম্বাশয়ের রোগ বর্ত্তমান থাকে।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় এবং প্রসব যন্ত্রণা—সিমিসিফিউগার প্রধান কার্য্যই হইতেছে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর। প্রসব যন্ত্রণা, আশঙ্কিত গর্ভস্রাব ইত্যাদিতে ইহা অধিকরূপে প্রয়োগ হয়। যন্ত্রণা নিম্নোদরে এপাশ ওপাশ চলাচল করিতে থাকে কিংবা যন্ত্রণা দুই পার্শ্ব হইতে চাপিতে থাকে (pain fly accross the abdomen from side to side or darting from side to side. Lyco—from right to left. Ipecac and Lachesis from left to right) অর্থাৎ যন্ত্রণা একস্থানে লাগিয়া থাকে না। যন্ত্রণা নানাস্থানে ছড়াইয়া পরে, কখন জরায়ুর উপর, কখন পশ্চাতে, কখন কটিদেশে এইরূপ হইতে থাকে। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়। যন্ত্রণায় রোগীর মূর্চ্ছার উপক্রম হয় এবং চেঁচাইতে থাকে। প্রসব যন্ত্রণার সমতা থাকে না। অত্যন্ত অনিয়ম ভাবে হয়, কখন প্রবলভাবে উপস্থিত হয়, আবার জুড়াইয়া যায়।

Contraction'ও অনিয়ম, একবার জরায়ুর পথ প্রসারণ হয় আবার তৎমুহূর্ত্তেই কঠিন হয়। সিমিসিফিউগা যদিও স্ত্রীলোকের ঔষধ কিন্তু স্নায়ুপ্রধান স্ত্রীলোক দিগেতে যাহাদিগের অতি অল্পতেই মানসিক অবসাদ—ভয়, বিমর্ষভাব ইত্যাদি উপস্থিত হয় তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। প্রসব যন্ত্রণায় ইহা নিম্নক্রম ১× অধিক ফলপ্রদ। সিমিসিফিউগায় প্রসব যন্ত্রণার প্রারম্ভে একটি লক্ষণ প্রায়ই প্রকাশ পাইতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে কম্প—অর্থাৎ প্রসব যন্ত্রণার প্রথম অবস্থায় রোগীর কম্প হয় (জেলসিমিয়াম) প্রসব যন্ত্রণা এক স্থানে লাগিয়া থাকে না, নানা স্থানে সরিয়া বেড়ায় সিমিসিফিউগার ইহাই হইতেছে বিশেষত্ব (cimicifuga is best indicated where the pains besides being feeble, are irregular and are not always in the same place, now on one side, now on the other, now in the front, then in the back. The os does not relax, and the woman is depressed in spirits, taciturn and has jactitation of the limbs. In cases of sudden suspension of pain and expulsive efforts due to depression of mind or nervous exhaustion—cimicifuga is specific—Dr. Rechardson.)

অন্তঃস্বত্তা অবস্থার কয়েকমাস পর নিম্নোদরে উক্তপ্রকার যন্ত্রণা হইলে সিমিসিফিউগা তাহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা ব্যতীত নিম্নোদরে টাটানি অধিক হইতে থাকিলে হেমামেলিস অমিশ্র বাহ্যিক আরক (external tincture) জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে আশু উপকার পাওয়া যায়।

পালোট অর্থাৎ কৃত্রিম প্রসব বেদনা (false pain) —পালোট বেদনায় সিমিসিফিউগা একটি অতি প্রচলিত ঔষধ। এই প্রকার যন্ত্রণায় অধিকাংশ চিকিৎসকই সিমিসিফিউগাকে উচ্চস্থান প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত যাহাদিগের সন্তান প্রসব কালীন সাধারণতঃ অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে তাহাদিগকে এই ঔষধ প্রত্যহ অন্তঃস্বত্তার শেষদিকে দুই বার করিয়া সেবন করাইলে সহজে প্রসব কার্য্য সম্পাদন হইয়া থাকে (পালসেটিলা: কালোফাইলাম)।

ভ্যাদাল ব্যথা (after pain)—ভ্যাদাল ব্যথায় সিমিসিফিউগা অনেক সময় প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয়। রোগী অত্যন্ত স্পর্শাধিকা (sensative)। যন্ত্রনায় কাতর হইয়া মাগো বাবাগো বলিয়া চিৎকার করিতে থাকে, সহ্যগুণ অত্যন্ত কম এবং যন্ত্রনা কুচকি প্রদেশে (groin) অধিক বোধ করে।

আর্নিকা—ইহাই হইতেছে ভ্যাদাল ব্যথার উৎকৃষ্ট ঔষধ। সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পর প্রয়োগ করিলে রক্তস্রাব বা যন্ত্রণা অতি অল্প সময়েই হ্রাস হইয়া যায়।

সূতিকা উন্মাদ (puerperal mania)—সূতিকা উন্মাদেও সিমিসিফিউগার প্রয়োগ দেখা যায়। রোগী বলে আমি শীঘ্র পাগল হইয়া যাইব, মস্তক খারাপ হইয়া গিয়াছে। রোগী অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চিত্ত। কথার কোন সামঞ্জস্য থাকে না; সকল সময় বকিতে থাকে। ইঁদুরের দৃশ্য দেখে, ইঁদুর যেন চলিয়া বেড়াইতেছে (ল্যাকক্যানাইনাম, ইথুজা)। মানসিক অবস্থা এমন হয় যে রোগী নিজের শরীরে নিজে আঘাত করিতে উদ্যত হয়। রোগীর চারিদিক যেন বিষাদ কালিমায় বেষ্টিত। শোক দুঃখে ম্রিয়মান। থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে—নিদ্রাশূন্য।

ল্যাকেসিস—রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে, যেন কোন বিষয়ে ভীষণ ভয় পাইয়াছে। ল্যাকেসিসের বিশেষত্বই হইতেছে নিদ্রাভঙ্গেই রোগের বৃদ্ধি।

আর্সেনিক—সময় সময় ল্যাকেসিসের পর প্রয়োগ হয়, রোগী একাকী থাকিতে ভয় পায়।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—ইঁদুরের ভ্রম দর্শন লক্ষণ যদিও ইহাতে রহিয়াছে কিন্তু উক্ত প্রকার ভ্রম দর্শন রোগী চক্ষু বুজিলেই দেখিতে পায়।

ক্ষয় কাশ (থাইসিস)—সিমিসিফিউগা যদিও ক্ষয় কাশের (phthisis) একটি বিশেষ প্রচলিত ঔষধ নয় তথাপি পার্শ্ববেদনা (pleuradynia) সহ ক্ষয় কাশিতে ইহার প্রয়োগ সময় সময় দেখা যায়। পার্শ্ববেদনার সহিত টিউবারকিউলসিসে গুয়েকামই (guaiacum) অধিক উপযুক্ত ঔষধ।

হৃৎশূল (angina pectoris)—হৃৎ শূলের সিমিসিফিউগা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যন্ত্রনা সমুদয় স্থান জুড়িয়া হইতে থাকে এবং যন্ত্রনার সহিত মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য অচৈতন্যতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। মুখ মণ্ডল রক্তিমবর্ণ হয় এবং বামহস্ত যেন শরীরের সহিত শক্তভাবে বাঁধা হইয়াছে—এইরূপ মনে হয়। সিমিসিফিউগার হৃদ্ শূলের যন্ত্রনা প্রায়ই জরায়ু কিংবা ডিম্বাশয় হইতে উত্থিত প্রত্যাবৃত্ত লক্ষণ (Reflex symptoms)। হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হইতে থাকে এবং সামান্য নড়াচড়ায় হৃৎকম্প্রন উপস্থিত হয় (ডিজিটালিস)।

কসেরুকামজ্জাগত উত্তেজনা (spinal irritation) —spinal irritation এ সিমিসিফিউগার উল্লেখ বিশেষরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীবা অস্থির (cervical vartebrae) উর্দ্ধে কিংবা নিম্নে বিশেষতঃ নিম্ন গ্রীবা অস্থির স্থানে চাপ আদৌ সহ্য হয় না। উক্ত স্থান সমূহ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয় এমনি কি রোগী চেয়ার পৃষ্ঠে লাগিবে ভয়ে হেলান দিয়া বসে না। সিমিসিফিউগার এতদ লক্ষণসমূহ জরায়ু হইতে উত্থিত প্রত্যাবৃত্ত লক্ষণ (reflex symptoms) জানিতে হইবে।

নেট্রাম মিউর—মেরুদণ্ডের অস্থির মধ্যস্থল স্পর্শাধিক্য বোধ করে কিন্তু উহাতে রোগী চিৎ হইয়া শয়নে উপশম বোধ করে। (সিমিসিফিউগায় রোগী পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করাইতে পারে না) এবং এতদসহ জরায়ুভ্রংশ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতেও পারে। নেট্রাম মিউরে আর একটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতা হেতু আংশিক পক্ষাঘাত। এই লক্ষণটী বিশেষভাবে শোক, দুঃখ, ক্রোধ ইত্যাদি হইতে উত্থিত হইলেই নেট্রাম-মিউর অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ফাইসোসটিগমা—ইহাতে মেরুদণ্ডের প্রকৃত irritatian এর লক্ষণ প্রকাশ পায়। মেরুদণ্ডে সকল প্রকার জ্বালা এবং চিরিক মারা যন্ত্রণা উৎপত্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে হস্তপদ এবং শরীরের অন্যান্য অংশ অসার হইয়া আইসে। এতদ্ব্যতীত হস্তে খিল ধরা যন্ত্রণাও হয় এবং শরীরের পশ্চাতের পেশী সমুদায় আড়ষ্ট হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় অবস্থা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা হয়।

এগারিকাস মাস্কেরিয়াস—ইহাও মেরুদণ্ডের প্রকৃত উত্তেজনার

একটি উত্তম ঔষধ। পৃষ্ঠে পিপীলিকা সঞ্চলনবৎ সুড় সুড় বোধ এবং গাত্রত্বকে শীতোপহত (frost bitten) সদৃশ জ্বলন এবং চুলকানি প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত এগারিকাসে পেশীর আকুঞ্চন যথেষ্ট থাকিলেও কিন্তু অক্ষি-পুটে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়—চক্ষুর পাতা যেন নাচিতে থাকে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানের গাত্রত্বকে যেন সুচ ফুটিতেছে এই প্রকার চিন চিন যন্ত্রণা বোধ হয়।

মেরুদণ্ডের এবম্প্রকার উত্তেজনা হইতে প্রায়ই আংশিক পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয় এবং এতদ্বিষয়ে দুইটি ঔষধ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।—

(১) **জিঙ্কাম মেটালিকাম**—ইহাতে মেরুদণ্ডের সম্পূর্ণ উত্তেজনা প্রকাশ হয়। পৃষ্ঠদেশের প্রায় শেষ অস্থিতে (dorsal vertebra) কন কন বেদনা হয়। চলাফেরা অথবা শয়ন অবস্থাপেক্ষা উপবেশনে বেদনা অধিক হয় এবং এতদ লক্ষণের সহিত পদযুগলের দুর্ব্বলতা বিশেষভাবে দ্বিপ্রহরে যখন রোগী ক্ষুধা বোধ করে তখন অধিক প্রকাশ পায়। এই বিষয়ে আর একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, মদ্যপানে জিঙ্কাম মেটালিকামে মেরুদণ্ডের উত্তেজনা বৃদ্ধি হয়।

(২) **ককুলাস ইণ্ডিকাস**—এই ঔষধটি স্ত্রীলোকদিগেতে অধিক প্রয়োগ হয় যাহাদিগের মেরুদণ্ড দুর্ব্বল (weak spine) এবং যাহাদিগের কটিদেশে (small of the back) পক্ষাঘাত সদৃশ দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। রোগী মনে করে হাটিতে পারিবে না, টলিয়া পড়িয়া যাইবে এতদলক্ষণের সহিত নিম্নোদর খালি খালি শূন্য বোধ হয়। মনে হয় নিম্নোদর যেন একটি শূন্য ভাণ্ড। পুরুষ লোকদিগেতে উপরোক্ত লক্ষণ অত্যধিক স্ত্রীসহবাস বশতঃ প্রকাশ পায় এবং স্ত্রীসহবাস হেতু এই প্রকার রোগের নাক্সভমিকাই হইতেছে উত্তম ঔষধ।

কোবেলটাম—যদিও উক্ত লক্ষণ সমূহ ইহাতেও রহিয়াছে কিন্তু কোবেলটামে রোগী উপবেশনে কটিদেশে অধিক যন্ত্রণা বোধ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পদযুগলের দুর্ব্বলতাও থাকে।

ঋতুস্রাব (menorrhagia)—সিমিসিফিউগা প্রচুর ঋতুস্রাবের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যদিও ইহা স্বল্প রজঃস্রাবেও প্রয়োগ হয় কিন্তু যন্ত্রণাযুক্ত প্রচুর রজঃস্রাবেরই ইহা অধিক উপযুক্ত ঔষধ। রজঃস্রাব অত্যন্ত অনিয়মযুক্ত কখন

স্বল্প, কখন প্রচুর কিন্তু সিমিসিফিউগার প্রয়োগ প্রচুর রজঃস্রাবে অধিক হয়, যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হয়, কটি এবং উরুদেশের নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় সঙ্গে সঙ্গে জরায়ু প্রদেশে ভার ভার বোধ হয় যেন জননেন্দ্রিয় দিয়া কিছু বাহির হইয়া পড়িবে। It is one of the best remedies in menorrhagia, when there is "severe pain in the back down the thighs and through the hips, with heavy pressing down") রজঃস্রাব কৃষ্ণবর্ণ প্রচুর, চাপ চাপ এবং নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে কিংবা পরেও হয়। ঋতুস্রাব-কালীন রক্তস্রাব যতই প্রচুর হয় যন্ত্রণাও ততই অধিক হয়। (During menstruation the more profuse the flow the greater the sufferings)

বাত—ইহাকে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয় কিন্তু জরায়ু উদর, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি স্থলের বাতে ইহা অধিক ফলপ্রদ। হৃৎপিণ্ডশূল (angina pectoris) পার্শ্ববেদনা (pleurodynia) ইত্যাদির বিষয় পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তৎসমুদায়ই এই বাত জনিত হইয়া থাকে। সিমিসিফিউগা সাধারণতঃ পেশীর বাতে অধিক কার্য্য করে। সিমিসিফিউগার বিষয় একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে জরায়ু এবং ডিম্বাশয়ের দোষ হেতু যে কোন রোগ কিংবা লক্ষণ Reflex symptom স্বরূপ প্রকাশ হউক তাহাতে ইহা অধিকতর নির্ব্বাচিত হয়। অন্যান্য বাতের ঔষধের ন্যায় ইহাতে জ্বর প্রায়ই হয় না। ডাক্তার হেম্পেল বলেন হৃৎপিণ্ডকে ইহা অত্যন্ত গভীররূপে আক্রমন করে (Actea racimosa affects the heart very powerfully—Dr. Hemple) অনেকে সিমিসিফিউগাকে উদরের পেশীর বাতেরও একটি প্রধান ঔষধ বলেন। বাতের যন্ত্রণা রাত্রিতে স্যাঁৎসেতে ঋতুতে বৃদ্ধি হয়।

বাধক বেদনা—বাধক বেদনাতেও সিমিসিফিউগার প্রয়োগ সময় সময় দেখা যায় যদিও সিমিসিফিউগা যন্ত্রণাযুক্ত প্রচুর রজঃস্রাবের উত্তম ঔষধ। এইরূপ স্থলে জরায়ুর আক্ষেপ (uterine spasm) এবং ভীষণ যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। সিমিসিফিউগার যন্ত্রণার বিশেষত্বই হইতেছে যে যন্ত্রণা নিম্নোদরের পার্শ্ব হইতে চাপ দিতে থাকে অথবা যন্ত্রণা দক্ষিণ হইতে বামে এবং বাম হইতে

দক্ষিণে চলাচল করিতে থাকে। darting from side to side or pain fly accross the hypogastrium from side to side) জরায়ুর আক্ষেপ যুক্ত যন্ত্রণার কলোফাইলমই হইতেছে একটি সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। এই প্রকার আক্ষেপযুক্ত একমাত্র যন্ত্রণায় বোধ হয় সিকেলিকরকেই ইহার পার্শ্বে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

উদরাময়—উদরাময় এবং রক্তস্রাব প্রায় এক সঙ্গেই হয়। উদরাময় রক্তমাখা জলবৎ অথবা তরল পাতলা রক্ত। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অত্যন্ত জলতৃষ্ণা থাকে।

প্রয়োগ বিধি।

ডাইলিউসন—প্রসব যন্ত্রণায় নিম্নক্রম ১×,৩×,৬× অধিক প্রয়োগ হয়, সময় সময় ৩০ যদিও ব্যবহার হয় কিন্তু খুব কম। স্নায়ুশূলযন্ত্রণা আরোগ্য করিতে ৩০ এবং ২০০ অধিক ফলপ্রদ।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—কলফাইলাম, পালসেটিলা।

রোগের বৃদ্ধি—মাসিক ঋতুস্রাবকালীন এবং যতই প্রচুর ঋতুস্রাব ততই প্রবল যন্ত্রণা (The more profuse the flow the greater the suffering)

ল্যাকেসিস (Lachesis)।

যে ভীষণ সর্পের নাম শুনিলে সমস্ত শরীর ভয়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, সেই বিষধরের বিষকে ঔষধে পরিণত করিতে ভৈষজ্যবিদগণ চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ৩।৪টি সর্পের বিষই অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে—তাহাদের মধ্যে ল্যাকেসিস, ক্রোটেলাস হোরিডাস, ন্যাজা এবং ইলাপস্ কোরেলিনাস—কিন্তু ইহাদের মধ্যে ল্যাকেসিসই সর্ব্বপ্রধান এবং অধিক প্রচলিত। প্রথমে এই ল্যাকেসিসের বিষয়েই আলোচনা করিব। কিন্তু ভৈষজ্যগুণ লিখিবার পূর্ব্বে সর্পদংশন বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

সমুদায় সর্পেরই বিষদন্ত থাকে, ইহা সূচাগ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ কিন্তু ফাঁপা—ইহার পশ্চাৎস্থিত একটি ক্ষুদ্র মাংস থলিতে বিষ সঞ্চিত থাকে আবার ঐ বিষদন্তের নিম্নে একটি ক্ষুদ্র নালী চলিয়া গিয়াছে তাহাতে ঐ উক্ত থলি অর্থাৎ Gland হইতে বিষ আসিয়া পতিত হয়। সর্প উত্তেজিত হইয়া হাঁ করিলে বিষদন্ত কিঞ্চিৎ সম্মুখ দিকে বহির্গত হইয়া পড়ে এবং তৎপর থলি হইতে বিষ উক্ত নালী দিয়া আসিয়া দংশিত স্থানে পতিত হয়। সর্প যত অধিক উত্তেজিত হয় বিষের কার্য্যও তত অধিক শক্তিশালী হয়। যদি কাপড়ের উপর দাঁত পড়ে তাহাতে কতক বিষ কাপড়ে লাগিয়া যায়। ইহা ব্যতীত জীবনী শক্তির প্রতিরোধ ক্ষমতা অনুযায়ীও বিষের কার্য্য কম বেশী হইয়া থাকে।

সর্পাঘাতকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—প্রথম অবস্থায় বজ্রপাতের সহিত সর্পদংশনের ভীষণতার তুলনা করা হইয়াছে—অর্থাৎ দংশন মাত্রই রোগী হঠাৎ চমকাইয়া উঠিয়া ভূতলে পড়িয়া যায় এবং মৃত্যু ঘটে। দ্বিতীয় অবস্থা—দংশিত স্থান ফোলে এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়। হৃৎপিণ্ডের গতির বৃদ্ধি হয় কিন্তু শক্তি হ্রাস হইয়া আইসে। রোগী নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে, সর্ব্বাঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম এবং কৃষ্ণবর্ণ ছোপ ছোপ দাগ প্রকাশ পায়—ক্রমশঃ রোগী নিস্তেজ হইয়া আইসে, মুখে ফেনা উঠিতে থাকে, এই প্রকার অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিয়া রোগীর মৃত্যু ঘটে। তৃতীয় অবস্থার কার্য্য দ্বিতীয় অবস্থা অপেক্ষা মৃদু।

ল্যাকেসিসের পরিচয়—আমরা যে সর্পের বিষয় আলোচনা করিতেছি তাহার সম্পূর্ণ নাম ল্যাকেসিস ট্রাইগোনসেফালাস (Lachesis trigonocephalus) ইহা মহাত্মা হেরিং সাহেব ৮০ বৎসর পূর্ব্বে নিজ সুস্থ শরীরে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সুস্থ দেহে নিম্নক্রমের চূ (trituration) সেবন করেন। পরীক্ষাকালীন তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন "আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলে যাহা করি কিংবা বলি তুমি তদসমুদায় লিখিয়া রাখিবে (note what I say and what I do) এবং মৃত্যুবৎ লক্ষণ দেখিলে বিষঘ্ন ঔষধ সেবন করাইবে—এতন্নিমিত্ত এলকোহল, এমোনিয়া, পারমেঙ্গানেট পটাস ইত্যাদি তিনি তাঁহার স্ত্রীর নিকট দিয়া রাখিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে হ্যানিম্যানের বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথি মতে ইহার প্রথম ১× চূর্ণ প্রস্তুত হয়। ১× চূর্ণ ফুরাইয়া যাওয়ায় ২× হইতে ৩× চূর্ণ প্রস্তুত হয়। হেরিং সাহেবের জামাতার নিকট হইতে যদিও ৩× চূর্ণ পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু তাহার গুণ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। আমরা বাজারে ৬× চূর্ণ পর্য্যন্ত পাই কিন্তু চিকিৎসায় ৬ষ্ঠ শক্তির নিম্নে কদাচিৎ ব্যবহার দেখা যায়। ল্যাকেসিস আমরা সচরাচর উচ্চক্রমই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি।

ডাক্তার হেরিং পুনরায় ৩০ শক্তি সেবন করিয়া নিজ শরীরে ইহার প্রুভিং কার্য্য সম্পাদন করেন। এখন আমরা পুস্তকে যে সমুদায় লক্ষণ সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাই তদসমুদায়ই ৩০ শক্তির প্রুভিং জানিবে। নিম্নচূর্ণ শক্তি পরীক্ষিত হইলে আরো অনেক নূতন লক্ষণ প্রকাশ পাইত এবং আরো অনেক রোগের চিকিৎসার সুবিধা হইত কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই।

মহাত্মা হেরিং যে সর্প বিষ সংগ্রহ করিয়া প্রুভিং সম্পাদন করিয়াছিলেন উহার মস্তকটি ফিলাডেলফিয়ার Academy of science গৃহে এখনও রক্ষিত রহিয়াছে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। রজোনিবৃত্তিকালে উপসর্গ—অর্শ, রক্তস্রাব, উষ্ণ আরক্তিমতা, উষ্ণ ঘর্ম্ম, মস্তকের তালুজ্বলন এবং শিরঃপীড়া ইত্যাদি

(climacteric ailments—haemorrhoids, haemorrhages, hot flushes and hot perspirations, burning vertex)

২। বামপার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়—রোগ বামপার্শ্বে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণপার্শ্বে বিস্তারিত হয়—বাম ডিম্বাশয়, বাম অণ্ডকোষ, বাম বক্ষঃস্থল। (left side principally affected—diseases begin on the left and go to the right side—left ovary, testicle, chest.

৩। অত্যন্ত স্পর্শাধিক্যতা—গলদেশ, উদর ইত্যাদি স্থান সমূহে সামান্য কাপড়ের স্পর্শ সহ্য হয় না। কাপড়ের স্পর্শে কোন প্রকার যন্ত্রণা হয় না। অস্বস্থি বোধ হয় (great sensativeness to touch—throat, stomach, abodomen cannot bear bed clothes or night dress to touch throat or abdomen.

৪। সমুদয় উপসর্গ বিশেষতঃ মানসিক লক্ষণসমুহ নিদ্রার পর বৃদ্ধি হয় অথবা বৃদ্ধিতেই নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় অথবা বৃদ্ধি অবস্থার মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়ে। নিদ্রাভঙ্গে অত্যন্ত অস্থির অসুখী, উদ্বিগ্ন, বিষন্ন মনে করে এবং সমুদায় রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (All symptoms, especially the mental worse after sleep, or the aggravation wakes him from sleep, sleeps into the aggravation, aggravated in the morning on waking.)

৫। ঋতুস্রাব নিয়মিত হয়—স্বল্প, স্বল্পক্ষণ স্থায়ী, মৃদু এবং যন্ত্রণাযুক্ত অথচ সমুদয় যন্ত্রণা স্রাবের সঙ্গে সঙ্গে উপশম হয়। স্রাব হইতে হইতে বন্ধ হইলে যন্ত্রণা পুনরায় আরম্ভ হয় (Menses at regular time—too short, scanty, feeble, pains all relieved by the flow, always better during menses)

৬। রক্তস্রাবপ্রবণতা—সামান্য ক্ষত হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয় (ফস্ফরাস, ক্রিয়োজোট)। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ. জমাট বাঁধে না (সিকেলি, ক্রোটেলাস) (Haemorrhagic diathesis, small wounds bleed easily and profusely, (Kreso, Phos, Crot), blood dark. non-coagulable—Crot, Secale)

৭। ডিফ্‌থিরিয়া এবং তালুমূল প্রদাহ—বামপার্শ্বে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয় (ল্যাকক্যা, স্যাবেডি)। তালুমূল এবং গলদেশ ঈষৎ বেগুণে আভাযুক্ত হয়। উষ্ণ তরল দ্রব্য পানে এবং নিদ্রার পর রোগ বৃদ্ধি হয়। তরল দ্রব্য পানে গলদেশে কষ্ট বোধ করে, কঠিন দ্রব্য আহারে উপশম বোধ করে (Lequids more painful than solids when swallowing)

৮। জিহ্বা বহির্গত করিতে সর্পের জিহ্বার ন্যায় কাঁপে এবং অত্যন্ত শুস্ক।

৯। মুখবিবর কিংবা নাসিকার নিকট সামান্য কোন দ্রব্য ধরিলেই শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয়। ধীরে ধীরে এবং দূর হইতে পাখার বাতাস চায় (দ্রুত পাখার বাতাস চায়—কার্ব্ব ভেজ)

১০। রোগ হইলে অত্যন্ত কথা বলে, কথার আর বিরাম নাই, অত্যন্ত বহুভাষী (স্ট্রেমো)।

১১। স্ফোটক, পৃষ্ঠব্রণ, ক্ষত, গলিত ক্ষত, অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত (টেরেণ্টুলা) ক্ষত দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ নীল আভাযুক্ত এবং ধ্বংসপ্রমুখীন।

১২। টাইফয়েড জ্বর—নিম্ন চোয়াল পড়িয়া যায়, জিহ্বা শুস্ক, কৃষ্ণবর্ণ, বহির্গত করিতে সর্পের ন্যায় কাঁপিতে থাকে কিংবা দাঁতে আটকাইয়া যায়। চক্ষু পীতবর্ণ কিংবা কমলালেবুর ন্যায় রং। ঘর্ম্ম শীতল, কাপড়ে হলদে কিংবা রক্তের দাগ লাগে।

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী বিষন্ন বিষাদযুক্ত, অলস প্রকৃতি, শীর্ণ এবং যাহাদিগের মানসিক এবং শারীরিক উভয় রোগে ভুগিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

২। গলদেশে, কটিদেশে কিংবা উদরে জোরে কিছু বাঁধিতে পারে না।

শীর:পীড়া—মস্তকের পার্শ্বে ভীষণ বিদীর্ণবৎ যন্ত্রণা হয়—সঞ্চালনে, চাপে, মস্তক অবনতে এবং নিদ্রার পর ও নিদ্রাভঙ্গে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়। রোগী নিদ্রা যাইতে ভয় পায় যেহেতু নিদ্রাভঙ্গে মস্তকের কষ্ট অধিক হয়।

৩। অত্যধিক ঠাণ্ডা এবং অত্যধিক গরমে দুর্ব্বলতা আনয়ন করে।

৪। মাতালদিগের রক্তাধিক্য—শিরঃপীড়া বিসর্প অথবা সন্ন্যাস রোগ প্রমুখীন (Prone to erysepelas or appolexy of drunkards)

৫। সংন্যাস রোগে বাম পার্শ্ব আক্রান্ত হয়।

৬। মস্তকের তালুতে ভার এবং চাপ বোধ।

৭। কোষ্ঠকাঠিন্য—মলত্যাগ পেশীর সঙ্কোচন (constriction of sphincter—Causti, Nit. Ac)। মল বহির্গত হইতে পারে না, যেন আটকাইয়া যায়, কোঁথানি থাকে না।

৮। নিদ্রায় চক্ষু বুজিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয় (এমন কার্ব্ব, ওপিয়ম, গ্রাইণ্ডেলি, ল্যককান)।

৯। মৃগী রোগ—নিদ্রাবস্থায় (বিউফো), জীবনী শক্তির অপচয়ে, হস্তমৈথুনে প্রকাশ পায়।

১০। বিষাক্ত ক্ষতে, শবব্যবচ্ছেদজনিত উপসর্গে (পাইরোজেন) নির্ব্বাচিত হয়।

১১। মূত্রাশয়ে বলের ন্যায় গোলাকার পদার্থের সঞ্চালন বোধ হয়।

১২। কুইনাইন দ্বারা আবদ্ধ হওয়ায়, জ্বর বৎসরে বৎসরে বসন্তকালে ফিরিয়া ফিরিয়া হয়।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য

১। ইহা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য উৎপন্ন করিয়া অনুভাবক স্নায়ুর (sensory nerve) কার্য্য নষ্ট করে। এবং অচৈতন্যতা উৎপন্ন করে।

২। ইহা ফুস্‌ফুস পাকাশয়িক স্নায়ুর উপর (pneumogastric nerve) ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া গলদেশের আক্ষেপ এবং পাকাশয় হইতে বমন উৎপন্ন করে।

৩। ইহা কশেরুকা মজ্জায় (spinal cord) ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া আক্ষেপ, তরকা এবং অবসন্নতা উৎপন্ন করিয়া থাকে।

৪। ইহা রক্তের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া উহাকে দ্রুত পচন অবস্থায় পরিণত করিয়া রক্তস্রাব এবং দুর্ব্বলকর জ্বর উৎপন্ন করিয়া থাকে।

৫। ইহা গাত্র ত্বকে কালশিরা, গ্যাংগ্রিন, রক্তস্রাব এবং স্রাবা উৎপন্ন করে।

৬। ইহা ডিম্বাশয়দ্বয়কে দুর্ব্বল করিয়া স্বল্প এবং বিলম্বে রজঃ স্রাব প্রকাশ করে।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—ল্যাকেসিস রোগী অন্যের প্রতি হিংসা, প্রবঞ্চনা, ঈর্ষা, ঘৃণা এবং নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করে। মনের অবস্থা উন্মাদবৎ এবং ক্লান্ত শ্রান্ত। মদ্যপানকারীদিগের ন্যায় টলিতে থাকে, কথা ভার ভার হয় মুখমণ্ডল ঈষৎ লাল বেগুনে আভাযুক্ত, মস্তক উষ্ণ। গলায় কলার দিতে কিংবা কাপড় জড়াইতে পারে না, অস্বস্থি বোধ হয় যেন শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে। এক কথা বলিতে বলিতে শেষ না করিয়া আর এক কথায় চলিয়া যায়। কোন কারণ নাই অথচ অত্যন্ত হিংসাভাব। হিংসা এবং সন্দেহভাব অত্যন্ত প্রবল। তাহাকে কেহ হত্যা করিবে অথবা তাহার ক্ষতি করিবার নিমিত্ত কেহ ষড়যন্ত্র করিতেছে এই প্রকার চিন্তা করে। কেহ কানে কানে কথা বলিতেছে দেখিলে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়। আত্মীয়স্বজন, আপনার স্বামী স্ত্রী এবং পুত্রদিগকেও বিশ্বাস করে না, ঔষধ খাইতে চায় না, মনে করে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিবে (হাইও)। সময় সময় মনের অবস্থা এক অদ্ভুত ভাব ধারণ করে, রোগী মনে করে, সে মরিয়া গিয়াছে এবং সকলে তাহাকে শ্মসানে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত করিতেছে।

রোগী মনে করে আমি সেই ব্যক্তি নয়, অন্য কোন অমানুষিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছি। সে বলে স্বপ্নের মধ্যে আমাকে খুন চুরি ইত্যাদি করিতে কেহ আদেশ করিতেছে এবং সে যাহা কখনও করে নাই তাহা তাহার দ্বারা করাইতে চাহিতেছে।

রোগী স্নায়বিক উদ্বিগ্ন বহুভাষী (Loquacious), বিষন্ন এবং অলস প্রকৃতির। স্মরণশক্তি দুর্ব্বল অনেক চেষ্টাতেও কোন বিষয় মনে রাখিতে পারে না।

ল্যাকেসিস মোটা লোক অপেক্ষা রোগা শীর্ণ লোকের প্রতি এবং যাহাদিগের রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া শারীরিক এবং মানসিক উভয়েরই অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাদিগের প্রতি অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ল্যাকেসিস রোগীর মানসিক অবস্থার অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন দেখা যায়। চিত্তচাঞ্চল্যও যেমন প্রকাশ পায় সেই প্রকার চিত্তের অবসাদও প্রকাশ পায়। কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ আর এক কথায় চলিয়া যায়—কথার আর বিরাম নাই, অত্যন্ত বহুভাষী (loquacious) এই প্রকার বহুভাষী কথন জ্বরে, চিত্তোন্মত্ততায় (mania) এবং রোগের অন্যান্য অবস্থায়ও প্রকাশ পায়।

রোগী দুর্ব্বল, মানসিক অবসাদগ্রস্ত, স্মরণশক্তিবিহীন, কথা মনে থাকে না, বলিতে বলিতেই ভুলিয়া যায়, অত্যন্ত অবসন্ন, বিষন্ন, অসুখী—এই প্রকার মানসিক অবসাদ নিদ্রাভঙ্গের পরই অধিক বোধ করে। ল্যাকেসিস রোগীর যাবতীয় রোগ নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পরই বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই অধিক হয়।

ল্যাকেসিসের রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া অত্যন্ত অনিশ্চিত বলিয়া রজোনিবৃত্তি কালে মস্তিষ্কের উষ্ণতা, সময় সময় উত্তাপের ঝলক, হৃৎস্পন্দন, মূর্চ্ছার উপক্রম, ইত্যাদি লক্ষণের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় অধিকাংশ রোগেই যেখানে ল্যাকেসিস নির্ব্বাচিত হয়, রোগীর মুখমণ্ডলের চেহারা মৃত্তিকাবৎ মলিন হয়। মুখমণ্ডল ভার ভার হয় এবং ফোলা ফোলা হয়। যদি কোন প্রকার পীড়কা (eruption) প্রকাশ পায় তাহা ঘোর লালবর্ণ অর্থাৎ বেগুনে আভাযুক্ত হয়। রোগীর মুখ দেখিলেই মনে হয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং যন্ত্রণাসূচক অর্থাৎ যেন কোন প্রকার গভীর যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছে, চক্ষুর চারিধার নীল কালিমাযুক্ত হয়, মুখমণ্ডল উষ্ণ, আরক্তিমবর্ণ এবং স্ফীত হয়।

মুখমণ্ডলের স্ফীতি (swollen face) যুক্ত চেহারায়—এপিস, বেলেডনা, আর্সেনিক, লাইকোপোডিয়াম, হাইও-

সিয়ামাস, রাসটক্স, পালসেটিলা, ষ্ট্রেমোনিয়াম, কেলিকার্ব্ব এবং ফক্ষরাস লক্ষণানুসারে ব্যবহার হইয়া থাকে।

চক্ষুর চারিধারে নীলবর্ণ রেখায়—(Blue around the eyes)—আর্সেনিক, কুপ্রাম, ফস্ফরাস, সিকেলিকর এবং ভিরেট্রাম এলবাম।

রোগযুক্ত, ফ্যাকাসে অথবা মৃত্তিকাবৎ মলিন চেহারায়—(For sickly, pale and earthy complexion— আর্সেনিক, বিউফো, লাইকোপোডিয়াম, কার্ব্বভেজ, রাসটক্স, চায়না, ফস্ফরাস, ফস্ফরিক এসিড।

Debauched চেহারায়—ব্যাপটিসিয়া, হাইওসিয়ামাস, কার্ব্বভেজ, নাক্সভমিকা, সালফার, ওপিয়ম এবং নাক্সমস্কেটা।

মুখমণ্ডলের তরকা অর্থাৎ খেচুনিতে—নাক্সভমিকা, হাইওসিয়ামাস, বেলেডনা, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, লাইকোপোডিয়াম, সাইকুটা, ক্যাম্ফর, ফাইটোলেক্কা এবং আর্সেনিক।

ল্যাকেসিসের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব হইতেছে—শরীরের অস্বাভাবিক স্পর্শাধিক্যতা। শরীরে হস্ত স্পর্শ করাই যায় না। হস্ত স্পর্শ করিলে যে কোন প্রকার যন্ত্রণা হয় তাহা নয়, অস্বস্থি বোধ করে গাত্রে কাপড় পর্য্যন্ত রাখিতে পারে না। ইহা বিশেষরূপে গলদেশ এবং উদরে অধিক বোধ করে। রোগী চুপ করিয়া ঘুমন্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, যদি তাহার শরীর স্পর্শ করা যায় কিংবা নাড়ী দেখিতে হয় স্পর্শ করিলেই বিরক্তভাব প্রকাশ করে। অথচ জোরে চাপ দিলে কিংবা শরীরে জোরে জোরে চাপ দিয়া হস্ত বুলাইলে বিশেষ কোন অস্বস্থি বোধ করে না।

মহাত্মা ডাক্তার হেরিং যিনি এই ঔষধটির ভৈষজ্যগুণ নিজ শরীরে সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং যিনি এই ঔষধের আবিষ্কার কর্ত্তা তিনি গলায় কোন প্রকার কাপড় বাঁধিতে পারিতেন না সেই হেতু তিনি সর্ব্বদা গলায় কলার আলগা করিয়া রাখিতেন। শুধু যে গ্রীবাপ্রদেশেই এইরূপ স্পর্শাধিক্যতার

লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নয়। উদর পাকস্থলী ইত্যাদি সমুদায় স্থানেও কাপড় রাখিতে অস্বস্তি বোধ করিত। স্পর্শাধিক্যতা ল্যাকেসিসের একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

দ্বিতীয় বিশেষত্ব হইতেছে—এই ঔষধে বাম পার্শ্বে অধিক আক্রান্ত হয়। রোগ বাম পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয়। বাম ডিম্বাশয়, বাম পদ, বাম কুক্ষি প্রদেশ ইত্যাদি স্থান প্রথম আক্রান্ত হয়।

তৃতীয় বিশেষত্ব হইতেছে—রোগী রোগের বৃদ্ধি অবস্থাতেই নিদ্রা যায় (sleeps into an aggravation) এবং নিদ্রার পর অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করে ও রোগের সমুদায় উপসর্গ বৃদ্ধি হয় (awakes with aggravation)। রোগী যতক্ষণ জাগরিত থাকে ততক্ষণ রোগীর বৃদ্ধি কিংবা মানসিক অস্বস্তিভাব কিছুই বুঝিতে পারা যায় না—কিন্তু নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়িলেই এবং যতই অধিক সময় নিদ্রিত থাকে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় উপসর্গের বৃদ্ধি ততই অধিকরূপ প্রকাশ পায় এবং রোগী অত্যন্ত অধিক অস্বস্তি বোধ করে। রোগী তখন অনুতাপ করে কেন নিদ্রা গিয়াছিলাম। নিদ্রাভঙ্গের পর ভীষণ শিরঃপীড়া, হৃৎস্পন্দন, মানসিক বিষন্নতা অর্থাৎ সমুদায় প্রকার উপসর্গই বৃদ্ধি হয় ;

রজোনিবৃত্তি কাল (Climacteric period)—রজোনিবৃত্তি-কালে নানা প্রকার উপসর্গ প্রকাশ পায়, যেমন অর্শ, রক্তস্রাব, মস্তকের তালুর উষ্ণতা ইত্যাদির ল্যাকেসিস্ একটি অতি মূল্যবান ঔষধ, বিশেষতঃ যে সমুদায় স্ত্রীলোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভসঞ্চার হইয়া এবং পরিশ্রমিক কার্য্য হেতু স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে কিংবা যাহাদের শরীর রজোনিবৃত্তির পর হইতে আর সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়া আইসে নাই তাহাদের পক্ষে ইহা উত্তম কার্য্য করে এবং অধিক নির্ব্বাচিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে এক অস্বাভাবিক রকমের শিরঃপীড়া মানসিক অশান্তি, মুখমণ্ডলের অস্থায়ী আরক্তিমতা (flushes) নিদ্রাভঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট এবং শয়নে অক্ষমতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। ল্যাকেসিস রোগী সাধারণতঃ ঋতুস্রাব আবদ্ধে কিংবা ঋতুস্রাব বন্ধে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করে এবং রোগের যাবতীয় উপসর্গ বৃদ্ধি পায়।

শিরঃঘূর্ণন এবং মূর্চ্ছা (Vertigo and fainting)— শিরঃঘূর্ণনে মুখমণ্ডল মৃতবৎ ফ্যাকাসে বর্ণ হয় এবং রোগী মূর্চ্ছা যায়। চক্ষু বুজিলে কিংবা উপবেশন কিংবা শয়নাবস্থায় শিরঃঘূর্ণন অধিক হয়। থেরিডিয়নেও এই প্রকার শিরঃঘূর্ণন ও মূর্চ্ছা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু থেরিডিওনে—গোলমালে মস্তক ঘূর্ণন, যন্ত্রনা এবং বমনভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। অধিকক্ষণ স্থায়ী মূর্চ্ছাতে লরসিরেসাস এবং হাইড্রোসিয়ানিক এসিডের ব্যবহার সময় সময় দেখা যায়। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে এবং নীলবর্ণ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীর শীতল হইয়া আইসে। দেখিলে মনে হয় যেন প্রতিক্রিয়া (re-action) শক্তি শূন্য। যদি কোন প্রকার দ্রব্য জোর করিয়া মুখে দেওয়া হয় তাহা গড়াইতে গড়াইতে শব্দ করিয়া পাকস্থলীতে যাইয়া পৌছায়। ডিজিটালিসেও মূর্চ্ছা আছে কিন্তু মূর্চ্ছা হইবার পূর্ব্বে দৃষ্টি অপরিষ্কার হয়। নাড়ী স্বভাবতঃই অত্যন্ত মৃদু। রোগীর বমির উদ্রেক হয় এবং কুক্ষিপ্রদেশে (epigastric region) অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে।

ক্যাম্ফর এবং ভিরেট্রাম এই উভয় ঔষধেই সর্ব্বাঙ্গ শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত হয়। কিন্তু ভিরেট্রামে ঘর্ম্ম কপালেই অধিক হয়। শয়ন করিলে মুখমণ্ডল সময় সময় লালবর্ণ হয়, আবার উঠিয়া বসিলেই ফ্যাকাসে হইয়া যায় ও রোগী মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ অবস্থায় নাড়ীর গতি অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়।

ক্যাম্ফরে সর্ব্বশরীর বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হয় এবং লরসিরেসাসের ন্যায় হঠাৎ জীবনী শক্তি মগ্ন হইয়া আইসে। শরীর বরফবৎ শীতল হওয়া সত্ত্বেও সামান্য শক্তির সঞ্চার হইলেই রোগী অজ্ঞান অবস্থাতেও গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেয়। সূর্য্যোত্তাপের দরুণ মস্তিষ্কের কষ্টে কিংবা সর্দ্দি গর্ম্মিতে আমরা গ্লোনয়ন, বেলেডোনা এবং থেরিডিওনের ব্যবহার দেখিতে পাই। থেরিডিওনের লক্ষণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গ্লোনয়ন এবং বেলেডোনাতে মুখমণ্ডল অত্যন্ত লালবর্ণ হয়। অচৈতন্যতা এবং অসারবৎ দুর্ব্বলতাও বর্ত্তমান থাকে। এইরূপ লক্ষণ আমরা ল্যাকেসিসেও দেখিতে পাই কিন্তু ল্যাকসিস (already exhausted) যাহারা অত্যন্ত ক্লান্তশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। ophidians (সর্পজাতীয়)

ঔষধগুলি উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না সেই হেতু আমরা গ্রীষ্মের প্রারম্ভে কিংবা গ্রীষ্মতে ল্যাকেসিস রোগীতে নানা প্রকার উপদ্রবের প্রকাশ দেখিতে পাই এতদ্বিষয়ে ল্যাকেসিস একটি অতি মহৎ ঔষধ। সূর্য্যের উত্তাপে রোগী অবসন্ন বোধ করে। মস্তক ঘুড়ায় এবং মূর্চ্ছা যায়। যদি মস্তকে রক্তাধিক্য হয়, তাহা হইলে মুখমণ্ডল ঘোর লালবর্ণ ও হস্তপদাদি শীতল এবং মুখের চেহারা অত্যন্ত খারাপ হয়। এইরূপ অবস্থায় ক্যাম্ফরের কথা মনে আসিতে পারে কিন্তু যদ্যপি দেখা যায় জীবনী শক্তি ক্রমশঃ মগ্ন হইয়া আসিতেছে, মূর্চ্ছা অধিকতর হইতেছে এবং সর্ব্বশরীর শীতল ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়াছে তাহা হইলে ক্যাম্ফরকেই সেইরূপ স্থলে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

শিরঃপীড়া—ল্যাকেসিসে কপালের বামপার্শ্বে এবং চক্ষুর উপর ব্যাথা হয় মুখ ফ্যাকাসে হয়, এবং শিরঃপীড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগী ঘুমাইয়া পড়ে। সর্দ্দি নিঃসৃত হইতে আরম্ভ হইলেই মাথার কষ্টও হ্রাস হইয়া আইসে। ল্যাকেসিসের ইহা একটি সার্ব্বজনীন লক্ষণ যে কোন স্রাব হউক, স্রাব নিঃসরণ হইতে আরম্ভ হইলেই রোগী কষ্ট যন্ত্রণা উপশম বোধ করে। রৌদ্রের উত্তাপে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়। ল্যাকেসিস রোগী রৌদ্র একেবারেই সহ্য করিতে পারে না। উষ্ণ জলে স্নান করিতে পারে না। এমন কি কোন প্রদাহযুক্ত স্থানে উষ্ণ জলের প্রলেপ পর্য্যন্ত দিতে পারে না, রোগের উপসর্গ বৃদ্ধি হয়। এমন কি উষ্ণ জলে স্নানে মূর্চ্ছার উপক্রম পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা হয়। মাসিক ঋতু বন্ধ হইয়াও শিরঃপীড়া হয় আবার ঋতুস্রাব হইতে আরম্ভ হইলেই যন্ত্রণা উপশম হইতে থাকে। রজোনিবৃত্তিতে মস্তকের তালুতে অত্যন্ত জ্বালা হয়। (সালফারেও মাথার তালু উষ্ণ হয় কিন্তু রজোনিবৃত্তির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই) সর্দ্দিজনিত শিরঃপীড়ায় মার্কিউরিয়াস; চায়না, পালসেটিলা, ব্রাইওনিয়া এবং জেলসিমিয়ামও ব্যবহার হইয়া থাকে।

মার্কিউরিয়াস—সর্দ্দি বন্ধ জনিত শিরঃপীড়া। নাসিকার উপর দিকে চাপ বোধ, শয্যার উত্তাপে এবং শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি।

চায়না—সামান্য বায়ুর ঝাপ্‌টা লাগিলেই শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়।

ব্রাইওনিয়া এবং পালসেটিলা—যখন আবদ্ধ সর্দ্দি ঘন পীত এবং সবুজবর্ণ হয়।

জেলসিমিয়াম—রোগী তন্দ্রাযুক্ত অর্থাৎ চক্ষু যেন বুজিয়াই আছে এবং স্নায়ুশূল যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া সম্মুখে ও মুখে বিস্তারিত হয়।

অনেক সময় পেটের গোলযোগে কিংবা zymotic origin হেতুও শিরঃপীড়া হয় এবং সঙ্গে জ্বর থাকিতেও পারে। গ্লোনয়ন সূর্য্যের উত্তাপে হঠাৎ ভীষণ শিরঃপীড়া কিংবা সর্দ্দিগর্ম্মি প্রকাশ পাইলে অধিক নির্ব্বাচিত হয় (Glonoine for the immediate effects of sun-stroke, Lachesis comes in well after the first effects are overcome by that remedy)। ল্যাকেসিসকে এত অধিক তরুণ অবস্থায় প্রাধান্য দেওয়া হয় না, রোগ কিঞ্চিৎ পুরাতন হইলে। ল্যাকেসিস রোগী রৌদ্রে গেলেই শিরঃপীড়া বোধ করে। পুরাতন অবস্থায় নেট্রামকার্ব্বকে চিন্তা করিবে কিন্তু ল্যাকেসিসে সূর্যের উত্তাপেই মস্তকের কষ্ট অধিক হয়। গ্লোনয়নও এই বিষয়ের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বটে, কিন্তু ল্যাকেসিসকে তাহার নিম্নেই স্থান দেওয়া যাইতে পারে। রক্তের গতি উর্দ্ধদিকে ধাবিত হয়, মস্তকে দপদপানি যন্ত্রণা, মুখমণ্ডল গভীর লালবর্ণ এবং থমথমে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মানসিক গোলমাল ও তন্দ্রাভাব বর্ত্তমান থাকে, হৃৎস্পন্দন, মূর্চ্ছা, দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতাও প্রকাশ পায়। ল্যাকেসিসের মস্তকের যন্ত্রণা তীক্ষ্ণ তীরবিদ্ধবৎ এবং নাসিকার মূলদেশে যেন সমুদয় যন্ত্রণা কেন্দ্রীভূত (cencentrate) হয়। এক এক সময় যন্ত্রণা কর্ণের পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। ল্যাকেসিসের শিরঃপীড়ায় দুইটি লক্ষণকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—শিরঃপীড়ার সহিত ফ্যাকাসে মুখমণ্ডল এবং রোগী শিরঃপীড়ার প্রবলতার মধ্যেই নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে ও নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি বোধ (with the headache very pale face and the patient sleeps into the headache.) করে।

মস্তিষ্ক ঝিল্লিপ্রদাহ—(meningitis) মস্তিষ্কের ঝিল্লিপ্রদাহে বেলেডনার সহিত ল্যাকেসিসের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তকে অত্যন্ত

তীব্র যন্ত্রণা হয়, রোগী চীৎকার দিয়া কাঁদিয়া ওঠে, মস্তক এপাশ ওপাশ চালিতে থাকে এবং বালিসে মাথা গুঁজিতে থাকে। বিশেষতঃ কোনপ্রকার পীড়কা—বিসর্প, স্কার্লেটিনা ইত্যাদি ভালরূপে প্রকাশ না হইলে কিংবা লাট খাইয়া গেলে তাহাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। রোগী প্রথমতঃ অত্যন্ত তন্দ্রাযুক্ত হয় তৎপর গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া পড়ে। বেলেডনার সহিত ল্যাকেসিসের প্রভেদ কেবল বাড়াবাড়ি লইয়া—উভয় ঔষধেই মস্তিষ্কের ঝিল্লিপ্রদাহ—বিসর্প কিংবা স্কার্লেটিনা কিংবা সংন্যাস হইতে সম্ভূত হয়। বেলেডনায় রোগী হঠাৎ ঘোর নিদ্রা হইতে চমকাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে, দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে, মস্তক উষ্ণ থাকে। মুখ মণ্ডল আরক্তিম বর্ণ হয় নাড়ীর গতি স্বভাবতঃই সতেজ, রক্তাধিক্য স্থান অত্যন্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ কিংবা ঘোর লাল হয়। এইরূপ অবস্থায় বেলেডনা ব্যবহার করা সত্ত্বেও মস্তিষ্কের অবসন্নতা কিংবা রক্ত-বিষাক্ত (Blood poisoning) লক্ষণ কিংবা পক্ষাঘাতের আশঙ্কা দেখা দিলে তখন ল্যাকেসিসের প্রয়োগ মনে হইতে পারে। রোগী তখনও চীৎকার দিয়া কাঁদিয়া ওঠে, ভয় পাইয়া নিদ্রা হইতে জাগিয়া ওঠে, মানসিক লক্ষণসমূহ অবসন্ন হইয়া আইসে, রোগী তন্দ্রা অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রদাহিত স্থান কিংবা পীড়কা সমূহ (যদি কোন পীড়িকা থাকে) ক্রমশঃ ঘোর লাল বর্ণ অর্থাৎ বেগুনে রংএর ন্যায় হইয়া আইসে। এইরূপ লক্ষণে ল্যাকেসিসের প্রয়োগ প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ল্যাকেসিসকে পীড়কা অবরুদ্ধ হওয়ায় কিংবা ভালমত প্রকাশ না হওয়ায় রক্ত বিষাক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং প্রদাহযুক্ত স্থান লাল হইতে বেগুণে রং ধরিলে প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

চক্ষুপ্রদাহ—স্ক্রফিউলাস চক্ষুপ্রদাহেও ল্যাকেসিস নির্ব্বাচিত হয়। চক্ষুপ্রদাহ নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। আলোকাতঙ্ক এবং জ্বালা যন্ত্রণা হয়—যন্ত্রণা মস্তকোপরি তালুতে এবং পশ্চাতে বিস্তারিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ও অপরিষ্কার হয়।

চক্ষু-রোগ—নিদ্রাভঙ্গের পর দৃষ্টি অপরিষ্কার হয়। রোগী পরিষ্কার দেখিতে পারে না চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ দৃষ্টি হ্রাস হয়, সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দন এবং মূর্চ্ছার আশঙ্কা

হয়। ল্যাকেসিসকে হৃৎপিণ্ডের রোগ এবং শিরঃঘূর্ণনের দুর্ব্বলতাবশতঃ দৃষ্টির অস্পষ্টতার একটি বৃহৎ ঔষধ বলা হয়। ইহা ব্যতীত retinal apoplexyর ল্যাকেসিস একটি উত্তম ঔষধ ইহা প্রয়োগে রক্ত অতি অল্প সময়ে শোসণ হইয়া যায়। (We may also use it with good effect for what we term retinal apoplexy. There it acts very well in causing an absorption of the blood.)

কর্ণ-রোগ—কানের মধ্যে গুণ গুণ এবং গীতবাদ্যবৎ শব্দ হয়, অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিলে শব্দ হ্রাস হয়। কানে যে খোল হয় তাহারও পরিবর্ত্তন হয়—দুর্গন্ধ এবং আঠা আঠা হয়। কর্ণপ্রদাহ হইয়া ফুলিয়া ওঠে। ইলাপ্সেও ল্যাকেসিসের মতন কর্ণ রসযুক্ত হয়। কর্ণ গুণ গুণ করে এবং খোলের রং কৃষ্ণবর্ণ হয়, ইলাপ্সের কর্ণস্রাব—তরল রক্তমাখা পীতাভ সবুজ বর্ণের। মনে হয় কেবলমাত্র ল্যাকেসিসেই কানে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া নাড়াইলে কান বন্ধ উপশম বোধ হয়। অন্য কোন ঔষধে আমরা এই লক্ষণটি ততবেশী দেখিতে পাই না।

বিসর্প—(**Erysepelas**)—মুখমণ্ডলের বিসর্পে ল্যাকেসিসের প্রয়োগ অনেক সময় দেখিতে পাই কিন্তু ইহার বিশেষত্ব যে বাম দিক অধিক আক্রান্ত হয়। প্রথমতঃ মুখমণ্ডল লালবর্ণ হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নীলবর্ণ রং ধারণ করে এবং আক্রান্ত পার্শ্বের চক্ষুও ফুলিয়া ওঠে। প্রদাহ স্থান নীলবর্ণ হওয়া ল্যাকেসিসের একটী প্রধান বিশেষত্ব—এবং যখন এই প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন বুঝিতে হইবে ইহা জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতার পরিচয়। এমন কি প্রথমেই যখন চর্ম্ম আরক্তিম বর্ণ হয় নাড়ীর গতি যদিও দ্রুত হয় কিন্তু দুর্ব্বলতা কাটে না, পদদ্বয় শীতল হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মস্তক আক্রান্ত হইয়া রোগী তন্দ্রাবস্থা প্রাপ্ত হয়, বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকে অথবা উত্তেজিত হইয়া ওঠে ও এলোমেলো কথা বলিতে থাকে।

ল্যাকেসিসের সহিত বেলেডনার সাদৃশ্য কিছু থাকিলেও পার্থক্য ও অত্যন্ত গভীর। প্রদাহের প্রারম্ভেই ল্যাকেসিসের পরিচয় পাওয়া যায় না। রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়া প্রদাহ এত ভীষণ হয় যে মুখের

থমথমে ফোলা ফোলা ভাব লাল অবস্থা হইতে নীলাভ হইয়া গলিত ক্ষতে (gangrene) পরিণত হইবার আশঙ্কা হয়। ল্যাকেসিস এবং বেলেডনা উভয় ঔষধেই মস্তক উষ্ণ, পদদ্বয় শীতল, জিহ্বা শুষ্ক এবং প্রলাপ ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু বেলেডনা প্রায়োগে মস্তিষ্কের উপসর্গের হ্রাস না হইলে ল্যাকেসিসের বিষয় চিন্তা করিবে। রোগী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকিতে থাকে। জীবনীশক্তি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া আইসে, নাড়ীর গতি দ্রুত হয় অথচ দুর্ব্বল।

এপিস—স্ফীত স্থান তরল পদার্থের সমাবেশের ন্যায় বোধ হয়। চক্ষুর পাতা ফুলিয়া জলপূর্ণবৎ থলির ন্যায় আকার ধারণ করে। আক্রান্ত স্থান গোলাপি আভাযুক্ত কিংবা ঘোর লাল বর্ণ হয়। কিন্তু এপিসের প্রদাহে কিংবা স্ফীতিতে ল্যাকেসিসের ন্যায় ঘোর নীলবর্ণ কখনই হয় না। এপিসে তৃষ্ণা থাকে না। প্রস্রাব স্বল্প এবং যন্ত্রণা হুলবিদ্ধবৎ হয়।

রাসটক্স—ইহা ফোস্কাযুক্ত বিসর্পে বিশেষ উপযুক্ত, রোগী ল্যাকেসিসের ন্যায় তন্দ্রাযুক্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলফোস্কা মুখমণ্ডলে প্রকাশ পায়, মুখমণ্ডলের রং ঘোর লাল বর্ণ হয়। ল্যাকেসিসের নীলাভা কিংবা এপিসের গোলাপী রং ভাব রাসটক্সের বিসর্পে বর্ত্তমান থাকে না। ল্যাকেসিসের বিসর্পে যদি ফোস্কা হয় তাহা হইলে তাহাতে শীঘ্রই পূঁজের সঞ্চার হয় রাসটকসের বিসর্প অধিকরূপ ফোস্কাযুক্ত হয়। জ্বালা, হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা এবং চুলকানি ও তদসহিত গাত্র বেদনা এবং অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে। ল্যাকেসিসের বিসর্প অত্যন্ত নীলবর্ণ এবং গ্যাংগ্রিন প্রমুখীন হয়। এই দুইটি ঔষধে ইহাই পার্থক্য।

ইউফোরবিয়াম—বিসর্পের সহিত গ্যাংগ্রিন বর্ত্তমান থাকে। দক্ষিণ গণ্ডপ্রদেশ ঘোর লাল বর্ণ হয়। মটর দানার ন্যায় এক একটি ফোস্কা হয় এবং পীতবর্ণ রস দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। যন্ত্রণা অত্যন্ত খোঁচানি বিদ্ধবৎ এবং মনে হয় যেন ছিদ্র করিয়া ফেলিতেছে। দাঁতের মাড়ি হইতে কান পর্য্যন্ত যন্ত্রণা বিস্তৃতি হয়। আবার যখন যন্ত্রণা উপশম হয় তখন আক্রান্ত স্থান চুলকায় এবং পীপিলিকার ন্যায় সুড়সুড় করে।

স্নায়ুশূল—মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলেও ল্যাকেসিসের ব্যবহার দেখা যায় যখন যন্ত্রণা বামদিকে এবং অক্ষি কোটরের উপরে অত্যন্ত অধিক হয় এবং

যন্ত্রণা বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয়। চক্ষু বন্ধ করিলেই রোগী প্রলাপ বকে।

দন্তশূল এবং দন্তরোগ—মার্কিউরিয়াসের সহিত ল্যাকেসিসের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ল্যাকেসিসে দাঁতের মাড়ির প্রদাহ হয়, ফোলে, দাঁত ক্ষয় হইয়া ভাঙ্গিয়া যায় একং দাঁতের গোড়ালিতে পুঁজ জন্মে। যন্ত্রণা দপ্‌দপানি এবং কর্ত্তনবৎ, কর্ণে পর্য্যন্ত যন্ত্রণা বিস্তারিত হয়। মার্কিউরিয়াসে শয্যার উত্তাপে অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, ইহা এই ঔষধের একটি বিশেষত্ব। ল্যাকেসিসের দাঁতের মাড়ি ঘোর লাল নীল আভাযুক্ত হয়। ল্যাকেসিস মাকিউরিয়াসের পর প্রায়ই ব্যবহার হয়। দাঁতের মাড়ির অপরিষ্কারে (ধারগুলি শ্বেতবর্ণে) মাকিউরিয়াসকে সকল চিকিৎসকগণ অতি উচ্চস্থান দেন এবং অনেকে ইহাকে একমাত্র ঔষধ বলেন।

ক্রিয়োজোট—দাঁত খুব শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় হইয়া যায়। মাড়ি হইতে রক্ত নিস্থত হয় এবং রক্তের রং ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখে জলন যন্ত্রণা থাকে। আক্রান্ত দন্ত হইতে যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া বাম দিকে বিস্তারিত হইলে ক্রিয়োজোট প্রয়োগে প্রায়ই আরোগ্য হয়।

থুজা—দাঁতের মাড়ির ধার ক্ষয় হইয়া যায় কিন্তু দাঁতের উপরিভাগ পরিষ্কার থাকে। মাড়িতে লালবর্ণের রেখা প্রকাশ পায় ত্রবং দন্তসমূহের বর্ণ পীতবর্ণ হয় এবং ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

মুখক্ষত (**stomacace**)—মুখের ঘায়ে ল্যাকেসিসের সহিত ব্যাপ্টিসিয়া, নাইট্রিক এসিড, মিউরেটিক এসিড, আর্সেনিক এবং এপিসের আর মার্কিউরিয়াসের সহিত কার্ব্বভেজ, ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া, কেলিক্লোর, আইওডিন, সালফিউরিক এসিড এবং নাইট্রিক এসিডের অনেক সাদৃশ্য আছে। ব্যাপ্টিসিয়াতে দাঁতের মাড়ি হইতে রক্তস্রাব হয় তাহা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ অথবা নীল আভাযুক্ত, মুখ হইতে নিস্থত লালা এবং ভেদ ল্যাকেসিসের ন্যায় অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ইহা ব্যতীত উভয় ঔষধই থাইসিসের (Phthisis) শেষ অবস্থার মুখক্ষতে ব্যবহার হয়।

নাইট্রিক এসিড—ইহাও মুখক্ষতের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ নাইট্রিক এসিডে যে লালা নিস্থত হয় তাহা ক্ষতকারক এবং স্পর্শে স্থান

হাজিয়া যায়। মুখে পেড়েক কিংবা ভগ্ন কাঁচের কুচি বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। মুখের ক্ষত এবং দাঁতের মাড়ী প্রায় সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ, ওষ্ঠদ্বয়ের সঙ্গমস্থল চিড় খাইয়া ফাটিয়া যায়।

মিউরেটিক এসিড—ক্ষত গভীর এবং নীল আভাযুক্ত, ক্ষতের ধার কৃষ্ণবর্ণ।

আর্সেনিক—দন্তের মাড়ি অনেকটা ল্যাকেসিসের ক্ষতের ন্যায় এবং নীল আভাযুক্ত। মাড়ি হইতে সহজে রক্ত স্রাব হয়। জিহ্বার পার্শ্ব ফোস্কাযুক্ত। কিন্তু আর্সেনিকে অগ্নির ন্যায় জ্বলন এবং অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে। মুখের গলিত ক্ষতে (gangrene) আর্সেনিক এবং ল্যাকেসিস উভয় ঔষধেই অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং উষ্ণতা থাকে। উভয়েই নীল আভাযুক্ত কিংবা কৃষ্ণবর্ণ গলিত ক্ষত হয় কিন্তু আর্সেনিকে মানসিক অস্থিরতা অত্যন্ত অধিক।

এপিস—ইহাতেও জিহ্বার ধারে ধারে কিংবা এক জায়গায় গুচ্ছাকার ভাবে ফোস্কা হয়। রং সাধারণতঃ গোলাপী লালবর্ণ স্ফীত এবং হুলবদ্ধবৎ যন্ত্রণাযুক্ত। জিহ্বার ধার দেখিলে মনে হয় যেন গরমজলে ঝলসিয়া গিয়াছে।

কার্ব্বভেজ, ষ্ট্যাফিসাইগ্রিয়া এবং **সালফিউরিক এসিড**—এই তিনটি ঔষধের সহিত মার্কিউরিয়াসের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ব্বেভেজ—দাঁতের মাড়ি বরং সাদা, কালবর্ণ নয়, শিথিল এবং ক্ষতযুক্ত। ষ্টাফিসাইগ্রিয়া—পারদের অপব্যবহার জনিত কিংবা উপদংশ ক্ষতের দরুন, শরীর নষ্ট হওয়ায় মাড়ির ঘায়ে উত্তম কার্য্য করে। দাঁতের মাড়ির রং নীল আভাযুক্ত লালবর্ণ কিংবা পীতবর্ণ। সালফিউরিক এসিডে—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় দাঁতের মাড়ির রং অনেকটা পীতাভ কিংবা নীল আভাযুক্ত লালবর্ণ। সাহফিউরিক এসিড রোগী অত্যন্ত ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন প্রকৃতির এবং শরীরের মধ্যে কম্পন অনুভব করে অথচ কম্পন বাহিরে কিছুমাত্র প্রকাশ থাকে না।

সিলিসিলিক এসিড—মুখের পচা ক্ষতের একটি উত্তম ঔষধ। ক্ষত জ্বালা করে এবং শ্বাস প্রশ্বাসও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

লাইকোপোডিয়ামেও—উপরিউক্ত প্রকার ক্ষত দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু লাইকোপোডিয়ামে জিহ্বার বন্ধাতে (fraenum) ক্ষত হয়। ল্যাকসিসে জিহ্বার অগ্রভাগে আর নাইট্রিক এসিড এবং ফাইটোলেক্কায় গালের ভিতর দিকে ক্ষত প্রকাশ পায়।

ফাইটোলেক্কার সহিত ল্যাকেসিসের মুখের ঘায়ে অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে, উভয় ঔষধের রোগীই অত্যন্ত দুর্ব্বল। মুখমণ্ডল চোপসান, চক্ষু কোঠরাবিষ্ট, দৃষ্টি অপরিষ্কার, চক্ষুর চারিপার্শ্ব কালিমাযুক্ত, জিহ্বার ধার ফোস্কাযুক্ত লালবর্ণ মুখের টাকরা ক্ষত এবং প্রচুর লালস্রাবযুক্ত। কিন্তু ফাইটোলেকায় গলাধঃকরণকালীন জিহ্বার মূলদেশে (root of the tongue) অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হয়, ল্যাকেসিসে ইহা বোধ হয় না ইহাই পার্থক্য।

সর্দ্দি এবং পিনাস (ozaena)—সর্দ্দি জলের ন্যায় তরল সঙ্গে সঙ্গে মস্তকে যন্ত্রণাও হয়, বাম পার্শ্বেই অপেক্ষকৃত অধিক কষ্ট হয়। সর্দ্দি যদি বন্ধ হয় তাহা হইলে মস্তকের যন্ত্রণাও বৃদ্ধি হয় এবং সর্দ্দি নিঃসরণের সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া হ্রাস হয় ল্যাকেসিসের ইহা বিশেষত্ব। পারদ কিংবা উপদংশজনিত পুরাতন পিনাসে (ozaena) ল্যাকেসিসের ব্যবহার আমরা দেখিতে পাই। এইরূপস্থলে ক্যালিবাইক্রমিকামও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু ল্যাকেসিসের পর ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় ইহা ব্যতীত অরামমেটালিকম, নাইট্রিক এসিড, মার্কিউরিয়াস এবং ল্যাকক্যানিনামও চিন্তা করিবে। ল্যাকক্যানিমাম উপদংশ জনিত পিনাসের একটি উপযুক্ত ঔষধ, যখন ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগস্থল এবং নাকের পাতার ধার চির খাইয়া ফাটিয়া যায়।

তালুমুল প্রদাহ—তালুমূল প্রদাহ (tonsilitis) এবং বৃদ্ধি হয় বিশেষভাবে বাম পার্শ্বে অধিক হয় কিংবা প্রদাহ বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে

(দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে বিস্তারিত হয়—লাইকোপোডিয়াম) বিস্তারিত হয়। স্যাবেডিলাতেও এই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু স্যাবেডিলাতে উষ্ণ জল পান করিলে উপশম হয় আর ল্যাকেসিসে বৃদ্ধি হয়।

গলদেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায়—গলমধ্যস্থ স্থানের রং নীল আভাযুক্ত। রোগী মনে করে গলায় যেন কিছু জিনিষ আটকাইয়া রহিয়াছে। গলদেশ সঙ্কোচিত হইয়া আইসে এবং রোগী তদহেতু পুনঃ পুনঃ

গলাধঃকরণ করিতে থাকে। গলার বহির্ভাগ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয় তালুমূল পাকিবার সম্ভাবনা না থাকিলে ল্যাকেসিসে রোগী শক্ত জিনিষ গলাধঃকরণে গলার ব্যাথার উপশম বোধ করে অথচ তরল দ্রব্য পানে কিংবা শুধু গলাধঃকরণে অধিক কষ্ট হয়। ইহা ল্যাকেসিসের একটি বিশেষ লক্ষণ এবং ল্যাকসিসে সমস্ত কষ্টই নিদ্রার পর অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ল্যাকেসিস গলদেশের গলিত ক্ষতেরও একটি অতি মহৎ ঔষধ।

কাশি—কাশি শুষ্ক খুসখুসে। গলদেশ কিংবা কণ্ঠনালী স্পর্শেই এবং নিদ্রিত অবস্থায় কিংবা নিদ্রায় চক্ষু বুজিলেই কাশি বৃদ্ধি হয় এবং নিদ্রাভঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে মনেকরে। ল্যাকেসিস রোগী কোনপ্রকার কাপড় গলায় জড়াইতে পারে না এমন কি গলদেশ স্পর্শ করিতে দিতেই চায় না। ল্যাকেসিসের সমুদয় উপসর্গই নিদ্রায় চক্ষু বুজিলে এবং নিদ্রাভঙ্গে বৃদ্ধি হয় ইহা এই ঔষধের বিশেষ পরিচারক লক্ষণ। রোগী ঘুমের ঘোরে কাশিতে থাকে অথচ নিদ্রা ভঙ্গ হয় না কিংবা রোগী জানিতে পারে না। ক্যামোমিলায় এই প্রকার লক্ষণ রহিয়াছে, ক্যামোমিলায় উপকার না হইলে ল্যাকেসিসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ডিফ্‌থিরিয়া—নাকে হইতে যে স্রাব হয় তাহা পাতলা জলের ন্যায় রসানিমত, ক্ষতকারক এবং স্পর্শে স্থান হাজিয়া যায়। গলায় অভ্যন্তর প্রদেশ অত্যন্ত অধিক ঘোর লালবর্ণ হয়। যে কৃত্রিম ঝিল্লি (false membrane) গ্রীবার অভ্যন্তর প্রদেশে প্রকাশ পায় তাহা বাম পার্শ্বেই অধিক হয় কিংবা বাম পার্শ্বে হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয়—শীঘ্রই উক্ত ঝিল্লি গলিত ক্ষতে (gangrenous) পরিণত হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্গন্ধ হয়। গ্রীবার গ্রন্থি-সমূহ অত্যন্ত প্রদাহ এবং স্ফীত হয় এমন কি ফুলিয়া চিবুক ও গলা সমান হইয়া যায়। প্রদাহিত স্থান লাল না হইয়া নীল আভাযুক্ত হয় এবং শীঘ্রই পাকিয়া ওঠে কিন্তু পুঁজ অধিক হয় না। শিশু তন্দ্রাবস্থায় পড়িয়া থাকে, জ্বর ও সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প হয়। এইরূপ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের গতি যদিও অত্যন্ত দ্রুত হয় কিন্তু রোগী শীঘ্রই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং হস্তপদাদিও শীতল হইয়া আইসে এই প্রকার ডিফথিরিয়াতে ল্যাকেসিস ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

ক্রোটেলাস এবং ন্যাজাও ল্যাকেসিসের ন্যায় ডিফথিরিয়াতে অনেক সময় নির্ব্বাচিত হয় কিন্তু যখন ডিফথিরিয়ার সঙ্গে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব এবং মুখ হইতে রক্ত ওঠে তখন ক্রোটেলাসকে উচ্চস্থান দিবে।

ল্যাক ক্যানাইনাম—ডিফথিরিয়ায় ল্যাকেসিসের সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব যে পর্য্যায়ক্রমে একবার এ পার্শ্বে আর একবার আর এক পার্শ্বে আক্রমণ করে। প্রায়ই বাম পার্শ্বেই প্রথমতঃ হয়। যন্ত্রণা, ফোলা এবং এমন কি কৃত্রিম ঝিল্লিও হঠাৎ এক দিকে চলিয়া যায় আবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পূর্ব্বের স্থানে ফিরিয়া আইসে, আমরা এই প্রকার অস্বাভাবিক লক্ষণ অন্য কোন ঔষধে বিশেষ দেখিতে পাই না। ঝিল্লির বর্ণ পীতাভ কটা বর্ণ, দধির ন্যায় (curdy)। যদি ক্ষত হয় তাহা রৌপ্যের ন্যায় চক্‌চকে দেখিতে হয়।

লাইকোপডিয়াম—ইহার বৃদ্ধির সময় ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত। দক্ষিণ পার্শ্বই অধিক আক্রান্ত হয়। শিশু যেন ভয় পাইয়াছে এইরূপ ভাবে নিদ্রা হইতে উঠিয়া পড়ে, কিংবা অত্যন্ত খিটখিটে ভাবাপন্ন হয় কিংবা রাগান্বিত হয়।

এপিস—গলদেশে জলপূর্ণবৎ স্ফীতি এবং হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়। জিহ্বার পার্শ্বগুলিতেও ফোস্কা দেখা দেয়।

হাঁপানি—হাঁপানিতে ল্যাকেসিসের প্রয়োগ দেখা যায়। রোগী হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিয়াপড়ে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, বক্ষঃস্থলে কিংবা গলদেশে কাপড়ের সামান্য চাপ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। জলের মত তরল শ্লেষ্মা ওঠে এবং শ্লেষ্মা উঠিলে পরে রোগী উপশম বোধ করে।

নিউমোনিয়া—নিউমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় ল্যাকেসিসের কার্য্য বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা শেষ অবস্থায় বিশেষতঃ যখন নিউমোনিয়ার সহিত টাইফয়েড লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন ফুসফুসে স্ফোটক হয়, মস্তিষ্কের বিকৃতি দেখা দেয়, রোগী বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ বকে, ফেনা ফেনা রক্ত মিশ্রিত দেখিতে পুঁজের ন্যায় গয়ের উঠে তখন

ল্যাকেসিস উত্তম কার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত প্রচুর শীতল ঘর্ম্ম হয় সমস্ত শরীর ভিজিয়া যায়। (Lachesis is one of our best remedies in Typhoid pneumonia or typhoid fever with lung complications)। জিহ্বা ইহার একটী প্রধান পরিচারক লক্ষণ। জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক ন্যাকড়ার ন্যায়, বহির্গত করিতে পারে না, বহির্গত করিতে সর্পের জিহ্বায় ন্যায় কাঁপে কিংবা দাঁতে জিহ্বা আটকাইয়া যায়।

ইলাপস্—ইহাতে বাম অপেক্ষা দক্ষিণ ফুসফুস অধিক আক্রান্ত হয়। প্রাতে দক্ষিণ বক্ষঃস্থলে এত যন্ত্রণা হয় যে রোগী উঠিতেই পারে না। জল পান করিলে বক্ষঃস্থল যেন একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যায় রোগীর এইরূপ মনে হয়। কাশের সহিত দক্ষিণ apexএ অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে এবং যে গয়ের ওঠে তাহা কালরক্ত মিশ্রিত।

পরিপাকক্রিয়া—পারদের অপব্যবহার কিংবা কুইনাইন কিংবা মদ্যপান হেতু পাকস্থলী এত দুর্ব্বল অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে সামান্য খাদ্যদ্রব্য পর্য্যন্ত সহ্য হয় না। বিশেষতঃ এসিডযুক্ত খাদ্য দ্রব্য একেবারেই সহ্য হয় না বরং তাহাতে পাকস্থলীর উপদ্রব বৃদ্ধি হয় এবং উদরাময় হয়। এই প্রকার লোকের পরিপাকক্রিয়ার গোলযোগে ল্যাকেসিস উত্তম কার্য্য করে। কখন কখন পেট কামরায় কিন্তু আহার করিবামাত্রই সাময়িক উপশম হয় আবার কিছুক্ষণ পর পেট খুব ভার হয় মনে হয় যেন চাপ ধরিয়া রহিয়াছে।

ন্যাবা (Jaundice)—ল্যাকেসিসের যকৃতের উপরও যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। যকৃৎ আক্রান্ত হইয়া ন্যাবা উৎপন্ন হয়। যকৃতে স্ফোটক হইলেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়—পেটে হাতের কিংবা কাপড়ের চাপ দিতে দেয় না —রোগী অত্যন্ত অস্বস্থি বোধ করে। ল্যাকেসিসের ইহা সার্ব্বজনীন লক্ষণ। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ কুক্ষিতে দপদপানি যন্ত্রণা বোধ করে।

উদরাময় এবং আমাশয়—উদারময়ে ল্যাকেসিসের বিশেষ ব্যবহার আমরা দেখিতে পাই না। যখন রোগ নূতন অবস্থা হইতে পুরাতন অবস্থায় পরিণত হয় তখন কিংবা ঋতুবন্ধ কালীন কিংবা মদ্য পান হেতু পুরাতন অজীর্ণ রোগে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। মল ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত

জলের মত তরল, রং chocolate অথবা পোড়া কয়লার ন্যায়। নিদ্রার অব্যবহিত পরই বৃদ্ধি হয়, রোগী কটিদেশে কাপড় রাখিতে পারে না। সকল সময় আলগা করিয়া রাখে এবং মলদ্বারে কোঁতানি ও অনেক সময় মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বারে যন্ত্রণা অনুভব করে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মল শক্ত অনেকটা ছাগলের নাদির ন্যায় এবং দুর্গন্ধ, মলত্যাগকালীন জোর দিতে হয় কিন্তু অধিক কোঁথ দিতে পারে না কারণ মলদ্বারে যন্ত্রণা বোধ করে মনে হয় যেন মলদ্বার সঙ্কোচিত হইয়া রহিয়াছে।

আমাশয়—আমাশয়ে যখন পচন আরম্ভ হয় তখন ল্যাকেসিস এবং চায়নাতে প্রভেদ নিরূপণ করা অনেক সময় কঠিন হইয়া উঠে কারণ উভয় ঔষধেই মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ, এবং রং চকলেটের ন্যায় হয়, দুর্ব্বলতা এবং শীতলতাও বর্ত্তমান থাকে। এইরূপ অবস্থায় যদি ম্যালেরিয়া হইয়াছে জানিতে পারা যায় তাহা হইলে চায়নাকেই উচ্চস্থান দেওয়া হয়। কিন্তু ল্যাকেসিসে আমরা চায়নার রক্তহীনতা দেখিতে পাই না। যখন কোন রোগ জনিত কিংবা পুনঃ পুনঃ মলত্যাগহেতু রোগী অত্যন্ত অবসন্ন এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কান ভোঁ ভোঁ করে, অল্পতেই মূর্চ্ছার উপক্রম হয় তখন চায়নাই তাহার প্রকৃত ঔষধ। ইহা সকল সময় স্মরণ রাখিবে যে, ল্যাকেসিস রোগের প্রথম অবস্থায় প্রায়ই ব্যবহার হয় না রোগের বাড়াবাড়িতে যখন প্রচলিত ঔষধে ফল হইতেছে না তখন ইহা লক্ষণ দেখিয়া প্রয়োগ করা উচিৎ।

অন্ত্রের প্রদাহ (typhlitis)—ল্যাকেসিসের সহিত মার্কিউরিয়াসের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায় এবং ল্যাকেসিস অনেক সময় মার্কিউরিয়াসের পর ব্যবহার হইয়া থাকে। অন্ত্রের প্রদাহে যেমন typhlitis এ যখন পুঁজোৎপাদন হইবার সম্ভাবনা হয় তখন উভয় ঔষধই অত্যন্ত উপকারী। মার্কিউরিয়াসে সর্ব্বদা ঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে কিন্তু রোগী ঘর্ম্মে কোনপ্রকার রোগের উপশম বোধ করে না, মল চট চটে শ্লেষ্মাযুক্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে মলত্যাগকালীন কুন্থন বর্ত্তমান থাকে। যখন এইরূপ অবস্থা হইতে টাইফয়েড ধারণ করে, তখন ল্যাকেসিসই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

এইরূপ হইলে রোগী কেবল হাটু গুটাইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে। বাম দিকে পাশ ফিরাইলেই তলপেটে গোলাকার বলের স্থায় একটি পদার্থ গড়াইতে থাকে, এইরূপ অনুভব করে।

মলদ্বারের সঙ্কোচন (Constriction of anus)—মার্কিউরিয়াসের কোঁথানি (tenesmus) অত্যন্ত অধিক, রোগী সর্ব্বদা জাগিয়া থাকে কোঁথ দিতে অনেক সময় সরলান্ত্র বহির্গত হইয়া পড়ে, দেখিলে প্রদাহিত বলিয়া মনে হয় এবং কালচে রং। ল্যাকেসিসে সঙ্কোচন (constriction) ভাব অধিক থাকে এবং ল্যাকেসিসের কোথানি বরং আক্ষেপ বিশিষ্ট (spasmodic) এবং যে বলি নির্গত হয় তাহা অত্যন্ত শক্ত ভাবে মলদ্বার কর্ত্তৃক সঙ্কোচিত হয়। এই প্রকার সঙ্কোচন ভাব থাকা হেতুতেই ল্যাকেসিসে মল ত্যাগ কালীন মল যেন আটকাইয়া যায়, এবং এই জন্যই রোগীকে পুনঃ পুনঃ নাক্সভমিকার স্থায় বৃথা মলত্যাগের চেষ্টা করিতে হয়। ল্যাকেসিসের আর একটি বিশেষত্ব যে মল শক্তই হউক আর তরলই হউক কিন্তু অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত।

আর্সেনিকেও মলদ্বারের সঙ্কোচন ভাব আমরা দেখিতে পাই কিন্তু আর্সেনিকে যে কোঁথানি থাকে তাহা অত্যন্ত যন্ত্রণা দায়ক ও জ্বালা জনক। ল্যাকেসিসে কোঁথানি বেশী হয় না সঙ্কোচন ভাবই অধিক। ইহা ব্যতীত আর্সেনিকের ক্ষতে মলদ্বার হাজিয়া যায়।

মলদ্বারের সঙ্কোচনে—কষ্টিকাম, নাইট্রিক এসিড, নেট্রাম মিউর, ওপিয়ম এবং প্লাম্বাম চিন্তা করিবে।

কষ্টিকাম—মুখমণ্ডল আরক্তিমাভাযুক্ত এবং উদ্বিগ্ন। মলত্যাগের চেষ্টা হয়, অথচ মল বহির্গত হয় না।

নাইট্রিক এসিড—মলদ্বারে পেড়েক অথবা খোঁচা বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা। মলত্যাগকালীন মলদ্বার সঙ্কুচিত হয় এবং মলত্যাগান্তেও সঙ্কোচন এবং যন্ত্রণা অনেকক্ষণ থাকে। মলদ্বার মনে হয় চিড়িয়া গিয়াছে।

নেট্রাম মিউর—মলত্যাগ কালীন মলদ্বার সঙ্কুচিত মনে হয়। মল অত্যন্ত শক্ত কঠিন, মলদ্বার চিড়িয়া যায় এবং পুনঃ পুনঃ বৃথা মলত্যাগের চেষ্টা হয়।

ওপিয়ম এবং প্লাম্বাম—ইহাদের সঙ্কোচন প্রায়ই একই প্রকারের আক্ষেপ বিশিষ্ট (Spasmodic)। ভয়ানক কোষ্ঠকাঠিন্য—কেবল মল বিভিন্ন প্রকারের ইহাই প্রভেদ।

কলেরা—কলেরায় ল্যাকেসিস কদাচিত ব্যবহার হয়, কিন্তু যখন সামান্য নড়াচরাতেই বমনের বৃদ্ধি হয় এবং বমনেচ্ছার সহিত প্রচুর লালা নিঃসৃত থাকে তখন ল্যাকেসিসেকে চিন্তা করা যাইতে পারে। কলচিকমেও এই প্রকার লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু অন্যান্য লক্ষণে ইহারা অত্যন্ত পার্থক্য।

অন্ত্রাবরণ প্রদাহ—(**Peritonitis**) ল্যাকেসিস রোগের শেষ দিকে এবং জ্বর যখন শীঘ্র যাইতেছে না ও ১টার পর এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় তখন ইহা প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়। শরীরে সামান্য হস্তের স্পর্শ সহ্য হয় না এবং ক্রমশঃ টাইফয়েড লক্ষণ উপস্থিত হয়। কোমর হইতে জঙ্ঘা প্রদেশে আরম্ভ বেদনা হয়। ইহা typhlitis এ পূজ সঞ্চার হইলেও ব্যবহার হয় বিশেষতঃ বেলেডনা, ব্রাইওনিয়া এবং মার্কিউরিয়াসকরের পর প্রায়ই প্রয়োগ হইয়া থাকে।

রাসটকস—রোগী তন্দ্রাযুক্ত, প্রবল জ্বর, অস্থির, জিহ্বা শুষ্ক ত্রিকোণকৃতি লাল দাগযুক্ত, উদরাময় মল জলবৎ কটাবর্ণ, দুর্গন্ধ এবং শ্লেষ্মাযুক্ত তন্দ্রাবস্থায় অসারে নির্গত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মলত্যাগকালীন জঙ্ঘাদ্বয় হইতে পদদ্বয়ের নিম্নদিকে অত্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় ভীষণ যন্ত্রণা হয়।

বেলেডনা—তলপেট অত্যন্ত উষ্ণ এবং বেদনাযুক্ত, সামান্য নড়াচড়া গোলমাল এবং আলো সহ্য করিতে পারে না। যন্ত্রণা হঠাৎ আসে হঠাৎ চলিয়া যায়। মস্তক চক্ষু ও মুখমণ্ডল আরক্তিম বর্ণ হয়।

পুংজননেন্দ্রিয়—ল্যাকেসিসে কাম প্রবৃত্তির উত্তেজনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার ক্ষমতা অধিক থাকে না। মন সকল সময় নানা প্রকার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া থাকে অথচ লিঙ্গোদ্রেক এবং রেতঃস্খলন অসম্পূর্ণ হয়।

ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশূল যন্ত্রণা (ovaralgia)—স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ে ল্যাকেসিসের কার্য্য অত্যন্ত অধিক। ডিম্বাশয়ে বিশেষতঃ বাম ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশূল যন্ত্রণা, বেদনা, অর্ব্বুদে (tumour) ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে এবং উত্তম কার্য্য করে যদ্যপি ল্যাকেসিসের সার্ব্বজনীন লক্ষণ হস্ত কিম্বা কাপড়ের সামান্য চাপে যন্ত্রণা অথবা অস্বস্থি বোধ বৃদ্ধি এবং যন্ত্রণা বাম পার্শ্বে হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তৃতি এই দুইটি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। অনেক সময় আমরা কেবল বাম ডিম্বাশয়ের রোগ শুনিলেও ল্যাকেসিসকে চিন্তা করিয়া থাকি।

ঋতুস্রাব—ঋতুস্বল্প, রক্ত কাল এবং দুর্গন্ধযুক্ত। জরায়ু এবং বাম ডিম্বাশয়ের যন্ত্রণা হয়, ঋতুস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা উপশম হইয়া আইসে আবার ঋতুস্রাবের বন্ধের সহিত সমুদায় উপসর্গ ফিরিয়া আইসে। জরায়ু প্রদেশে সামান্য কাপড়ের কিংবা হস্তের স্পর্শ সহ্য হয় না।

অর্ব্বুদ—ল্যাকেসিস ওভারিয়ান টিউমারে প্রায়ই ব্যবহার হয় যখন রোগ বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তারিত হয়। পুঁজ সঞ্চার হইলেও ল্যাকেসিস প্রয়োগ হইতে পারে এবং বিশেষতঃ হেপার সালফার, মার্কিউরিয়াসের পর রোগী যখন অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—

প্ল্যাটিনা—ঋতু অত্যন্ত প্রচুর ও ল্যাকেসিসের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু রোগী অত্যন্ত অহঙ্কারী এবং আত্মম্ভরী প্রকৃতির। কাম প্রবৃত্তি অত্যন্ত অধিক সঙ্গে সঙ্গে যোনিদেশে সুড়সুড় বোধ করে।

ল্যাকেসিসে ঋতুস্রাবের সহিত যন্ত্রণার উপশম হয়, কিন্তু প্ল্যাটিনাতে তাহা হয় না বরং ঋতুস্রাবের সহিত যন্ত্রণা অধিক হয়।

এপিস—ল্যাকেসিসের অতি নিকট সম্বন্ধ ঔষধ কিন্তু ইহার কার্য্য বাম অপেক্ষা দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে অধিক প্রকাশ পায়। যন্ত্রণা হুলবিদ্ধবৎ চিড়িক মারা এবং টাটানিযুক্ত আবার কখন কখন কাটিয়া ফেলার ন্যায়ও হয় উভয় ঔষধের মানসিক লক্ষণ প্রায় একপ্রকার—অধিক কথা বলে, অতিরিক্ত কাম-প্রবৃত্তি, অস্থির এবং ঈর্ষাপরায়ণ।

আর্সেনিক—আর্সেনিকেরও ডিম্বাশয় এবং জরায়ুর উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। জরায়ুর রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ এবং সঙ্গম ইচ্ছা অত্যন্ত অধিক। আর্সেনিকে দক্ষিণ ডিম্বাশয় অধিক আক্রান্ত হয়। অত্যন্ত জ্বালা এবং অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে কিন্তু জ্বলন এবং যন্ত্রণা অনবরত পদদ্বয়ের সঞ্চালনে এবং গরম উত্তাপে উপশম হয়।

লাইকোপোডিয়ম—ইহা ঠিক ল্যাকেসিসের বিপরীত ইহাতে দক্ষিণ ডিম্বাশয় আক্রান্ত হয় এবং যন্ত্রণা দক্ষিণ হইতে বামদিকে বিস্তারিত হয়। লাইকোপোডিয়ামে পাকাশয়ের উপসর্গ থাকা উচিৎ।

গ্র্যাফাইটিস—যদিও ইহাতে বাম ডিম্বাশয় অধিক আক্রান্ত হয় কিন্তু দক্ষিণ ডিম্বাশয়ের যন্ত্রণাও ল্যাকেসিসের ন্যায় যোনিদেশ হইতে রক্তস্রাবে উপশম হয়। এই দুইটি ঔষধের শারিরীক ধাতু প্রকৃতির পার্থক্য অত্যন্ত অধিক।

মস্কাস—ঋতুর প্রারম্ভে টানিয়া এবং খেঁচিয়া ধরার মত যন্ত্রণা হয় কিন্তু ঋতুস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে এতদ যন্ত্রণাসমূহ উপশম হইয়া আইসে।

সিমিসিফিউগা—ঋতুস্রাব যতই প্রচুর হইতে থাকে যন্ত্রণাও ততই অধিক বৃদ্ধি হয়।

উপদংশ ক্ষত এবং পচন (**mortification**)—উপদংশ ক্ষত গ্যাংগ্রিনের আকার ধারণ করে। ক্ষতের চারি ধার নীলবর্ণ হয়, রাত্রিতে অস্থিরতা, যন্ত্রণা বৃদ্ধি এবং ভীষণ শিরঃপীড়া হয়। পায়ের উপদংশ ক্ষতের আকার চেপ্টা (flat), ধারগুলি নীল আভাযুক্ত এবং অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। ল্যাকেসিস পারদের একটি বিষঘ্ন (antidote) ঔষধ সুতরাং পারদের অপব্যবহারজনিত রোগ হইলে লক্ষণানুযায়ী প্রয়োগে আশু-উপকার পাওয়া যায়।

ক্ষত নীল আভাযুক্ত—হেপার, এসাফিটিডা, লাইকোপোডিয়ম সাইলিসিয়া এবং আর্সেনিক!

ক্ষতের চারিপার্শ্বে জ্বলন—আর্সেনিক, লাইকোপোডিয়াম, মার্কিউরিয়াস এবং সাইলিসিয়া।

ক্ষতের পুঁজ দুর্গন্ধযুক্ত—আর্সেনিক, অ্যাসাফিটিডা, লাইকো-পোডিয়াম, সাইলিসিয়া, সালফার এবং হেপার।

ক্ষত চেপ্টা (Flat)—আর্সেনিক, এসাফিটিডা, লাইকোপোডিয়াম, মার্কিউরিয়াস, সাইলিসিয়া এবং এসিডফস।

ক্ষত কৃষ্ণবর্ণ এবং গেংগ্রিনাস—আর্সেনিক, সিকেলি, সাইলিসিয়া, প্লাম্বাম, কার্ব্বভেজ, ইউফোরবিয়াম, মিউরেটিক এসিড।

ল্যাকেসিসের ক্ষত অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, স্পর্শ করা যায় না। স্পর্শে জ্বালা করে, ক্ষতের চারি পার্শ্বের চর্ম্ম ছোপ ছোপ কাল দাগযুক্ত হয়। পায়ের ক্ষত বিশেষ গভীর হয় না—উপরে উপরে প্রসারিত হয় এবং স্রাবও অধিক হয় না, কিন্তু রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কৃষ্ণবর্ণ ফোস্কাযুক্ত ফুস্করি ক্ষতের চারিধার ঘেরিয়া ফেলে এবং তদনিকটবর্ত্তী চতুর্দ্দিকের চর্ম্মগুলি অসার অর্থাৎ মরিয়া যায়—সময় সময় স্রাব বন্ধ হইয়া অক্রান্ত পদে তরলদ্রব্যের সমাবেশবৎ স্ফীত হয় এবং শিরাও নীলবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং শিরার প্রদাহ উপস্থিত হয়। ল্যাকেসিসের সহিত কার্ব্বভেজের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায় কিন্তু কার্ব্বভেজের অবসন্নতা ল্যাকেসিস অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। শ্বাস প্রশ্বাস, গাত্রত্বক ইত্যাদি সমুদায় শীতল অর্থাৎ হিমাঙ্গবৎ হয়। ল্যাকেসিসের ক্ষতও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। ল্যাকেসিস রোগী কার্ব্বভেজের ন্যায় তত দুর্ব্বল হয় না।

ল্যাকেসিস রোগীতে রক্তস্রাব অতি অল্পতেই অধিক হয়। সামান্য ক্ষত হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয় (ফস্ফরাস, ক্রিয়োজোট)। একটি পিনের খোঁচা হইতেও অধিক রক্ত নির্গত হয়, Small wounds bleed much)। রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ এবং শীঘ্রই জমাট বাঁধিয়া পোড়া বিছালি খড়ের ন্যায় দেখায় (looks like charred straw) ক্ষতের ধারগুলির শিরাসমূহ স্ফীত হইয়া মোটা মোটা হয় (The veins become varicose, enlargement of veins is a prominent condition of Lachesis)

হেপার সালফার—পারদের অপব্যবহারজনিত দোষে হেপার সালফার একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্ষতের ধারগুলি ল্যাকেসিসের ন্যায় অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এবং থেঁতলান মত যন্ত্রণা থাকে ও অত্যন্ত বোধাধিক্য

(hyperesthesia)। যদিও ক্ষত পুঁজযুক্ত নীলবর্ণ হয় কিন্তু তথাপি রোগী ল্যাকেসিসের ন্যায় তত দুর্ব্বল হয় না।

নাইট্রিক এসিড—গলিত উপদংশ ক্ষতের এবং পায়ের অস্থির (tibia) ক্ষতের একটি মহৎ ঔষধ কিন্তু নাইট্রিক এসিডের ক্ষতের ধারগুলি ছেঁড়া ছেঁড়া অসমান (irregular edges) অতিরিক্ত দানাদার (granulations) এবং অত্যন্ত রক্তস্রাবী। এতদ্ব্যতীত রোগীর ওষ্ঠদ্বয়ের সংযোগস্থল চিড়িয়া যায় এবং গলদেশে মাছের কাঁটা বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়।

গলিত এবং দূষিত ক্ষত (Gangrene and Septecaemia)—গলিত এবং দূষিত ক্ষতে ল্যাকেসিসের যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে এবম্বিধ ক্ষতের একটি প্রধান এবং অব্যর্থ ঔষধ বলা হইয়াছে এবং আঘাতজনিত গলিত ক্ষতে ইহা অধিক উপকার করে। সৈন্যবিভাগের ডাক্তার ফ্র্যাঙ্কলিন সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন যে তিনি ল্যাকেসিসের গ্যাংগ্রিণে অর্থাৎ গলিত ক্ষতে কার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। তিনি অনেক রোগী মাত্র এই ঔষধ আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক ব্যবহার করিয়া অতি সত্বর আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—In a case of compound comminuted leg fracture terminating in gangrene and threatening speedy destruction of the limb, the gangrene was quickly checked by the internal and external use of Lachesis, the inflammation subsiding and the healing process moving on to a complete cure. I cannot recommend too highly the use of this agent for gangrene and am confident that the observations of all who have employed or may employ it will bear me out in the assertion that it is eminently curative of gangrenous affections."

রক্ত দূষিত ক্ষতেও (septicaemia) ল্যাকেসিসের কার্য্য অব্যর্থ—ডাক্তার ক্যারোল ডানহাম ইহাকে এতদ রোগে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে শবব্যবচ্ছেদ জনিত আক্রান্ত, এই প্রকার ক্ষতের অনেক

আরোগ্য সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—(He begins with a case of septicaemia occuring in his own persons as the result of a wound incurred during the post-mortem examination of a case of puerperal peritonitis. Both the local and general symptoms were severe but they rapidly yielded to Lacasis 12, three times a day. Next he relates an epidemic of malignant pustule, in which he treated eight cases with Lacasis alone. It relieved the pain within a few hours after the first dose was given, and the patients all recovered very speedily. Then he speaks of three cases of phlebitis supervening upon ulcers (probably syphilitic) of the lower extremities. There was a great and sudden prostration of strength, low muttering delirium and general typhoid symptoms, indicating pyaemic infection. The effect of Lachesis was all that could be desired.

পচনযুক্ত ক্ষতের ল্যাকেসিস একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আঘাতের পর ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়। আক্রান্ত স্থান পচিতে আরম্ভ হয় এবং ঐ স্থান কাল কিংবা ধূসর বর্ণ হয়। রোগীর জ্বর অত্যন্ত অধিক হইয়া বিকার অবস্থা উপস্থিত হয় এবং পচন স্থানে অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে।

আর্সেনিক—পচনযুক্ত ক্ষতের ইহাকে অনেকে একমাত্র ঔষধ বলেন। ইহাতে জ্বালা অত্যন্ত অধিক থাকে এবং রোগ হঠাৎ আরম্ভ হয় ও রোগী অতি অল্প সময়ে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বৃদ্ধদিগের পীড়ায় এই ঔষধ অধিক উপযোগী। উষ্ণ প্রলেপে, উষ্ণ জলে ধৌতে যন্ত্রণা উপশম হয়। ল্যাকেসিসে উষ্ণ জলে, উষ্ণ প্রলেপে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

কার্ব্বভেজ—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শরীর হিমাঙ্গবৎ হইয়া যায়। ক্ষত অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাংগ্রিন। পচন স্থান হইতে ভুট্‌ভাট্ করিয়া বায়ু নির্গত হইতে থাকে। এই সঙ্গে তিসির সহিত কাঠ কয়লার পুলটিস দেওয়া কর্ত্তব্য।

সিকেলিকর—শুষ্ক গ্যাংগ্রিণে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয়, হস্ত পদে

অধিক হয়। জ্বালা খুব বেশী থাকে না, আহত স্থানের চর্ম্ম শুষ্ক কৃষ্ণবর্ণ হইয়া কুঞ্চিত আকার ধারণ করে। নিম্নক্রম অধিক উপযোগী। আক্রান্ত স্থান অসাড় হইয়া যায়।

রক্তঃ প্রস্রাব (Haematuria) এবং শোথ (Dropsy)— ল্যাকেসিস রক্ত প্রস্রাবে ক্রোটেলাস হোরিডাসের সমকক্ষ ঔষধ। যখন রক্তের অপকর্ষতা (blood degeneration) হেতু উদ্ভূত হইয়া থাকে—কাজেকাজেই প্রস্রাবে যে তলানি পরে তাহা দেখিতে পোড়া বিচালি খড়ের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং প্রস্রাব দেখিতেও অনেকটা কৃষ্ণবর্ণ কিংবা কৃষ্ণবর্ণ দানা দানাযুক্ত (হেলিবোরাস্)।

কৃষ্ণবর্ণ প্রস্রাব—কলচিকম, নেট্রাম মিউর, কার্ব্বলিক এসিড এবং ডিজিটালিস।

ঘোলা প্রস্রাব—এপিস, এমোনিয়াম, আর্সেনিক, বেঞ্জোয়িক এসিড, আর্ণিকা, ওপিয়ম, কার্ব্বভেজ, ক্যালিকার্ব্ব এবং টেরিবিন্থিনা। একমাত্র ল্যাকেসিসেই অত্যন্ত ফেনাযুক্ত প্রস্রাব দেখিতে পাওয়া যায়।

শোথ (dropsy)—শোথেও ল্যাকেসিসের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রস্রাব কৃষ্ণবর্ণ এবং এলবিউমেন যুক্ত। স্ফীত স্থানের চর্ম্ম গাঢ় নীলাভাযুক্ত দেখিতে অনেকটা কৃষ্ণবর্ণ। ল্যাকেসিস বিশেষভাবে স্কার্লেটিনার পর শোথে কিংবা মাতালদিগের শোথে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

হেলিবোরাস—শোথরোগে ইহার প্রয়োগ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় ইহাতে মস্তিষ্কের অবসাদ অত্যন্ত অধিকরূপ বর্ত্তমান থাকে। মুখমণ্ডল রক্তহীন মলিন এবং স্ফীত। সাদা শ্লেষ্মাযুক্ত উদরাময়, রোগী উপবেশন কিংবা দণ্ডায়মান অবস্থা অপেক্ষা শয়ন অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাস সহজে লইতে পারে, কষ্ট বোধ করে না। (ল্যাকেসিস এবং আর্সেনিক ঠিক ইহার বিপরীত।)

ডিজিটালিস—প্রস্রাব স্বল্প, কাল এবং ঘোলা। হৃৎপিণ্ড এত দুর্ব্বল যে সামান্যতেই মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হয়; মুখমণ্ডল ল্যাকেসিসের ন্যায় নীল আভাযুক্ত হয় কিন্তু ল্যাকেসিসে কণ্ঠনালীতে অধিক সঙ্কোচন হয় এবং বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ করে। ডিজিটালিসে যে শ্বাস রোধ হওয়ার মত

সঙ্কোচন উপস্থিত হয় তাহা বক্ষঃস্থলের অন্তর প্রদেশ বৃদ্ধি হইয়াছে এইরূপ কারণ বলিয়া মনে হয়।

টেরিবিন্থিনা—রক্ত প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাব দেখিতে ধোঁয়ার মত ঘোলা এবং কফি গুড়ার মত কাল কাল তলানি পড়ে, ইহা রক্তেরই বিভক্ত দানা। টেরিবিন্থিনা প্রায়ই স্কার্লেটিনার পর শোথে ব্যবহার হয়। শ্বাস-কষ্ট হয় রোগী শুইয়া থাকিতে পারে না। জিহ্বা শুষ্ক এবং চক্‌চকে পালিস। সকল সময় তন্দ্রাযুক্ত। অভিজ্ঞতায় দেখিতে পাওয়া যায়—মূত্র কোষের (kidney) ব্যাধির প্রথম অবস্থায় যখনই রক্তাধিক্য প্রবল হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়—অর্থাৎ প্রচুর renal cast দেখা দিবার পূর্ব্বে টেরিবিন্থিনা উত্তম কার্য্য করে। ইহাতে ল্যাকেসিস অপেক্ষা জলন ও কটিদেশে বেদনা অত্যন্ত অধিক হয় এবং প্রস্রাব ভাইওলেট গন্ধযুক্ত। টেরিবিন্থিনা রোগীর পেট ফাঁপা থাকে ইহা ল্যাকেসিসে দেখা যায় না এবং টেরিবিন্থিনা রোগীর জিহ্বা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ জিহ্বা এত পরিষ্কার যেন জিহ্বা কণ্টক শূন্য। টাইফয়েড রোগের রক্তস্রাবে ইহার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, পেট হইতে রক্তস্রাব, রক্ত প্রস্রাব সমুদায় কৃষ্ণবর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

এপিস—স্কার্লেটিনা রোগের পর শোথে এপিসও একটি ল্যাকেসিসের সমকক্ষ ঔষধ। উভয় ঔষধেরই প্রস্রাব এলবিউমেন যুক্ত, পরিমাণ স্বল্প ও কৃষ্ণবর্ণ এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস কষ্ট বর্ত্তমান থাকে কিন্তু এপিসে জল পিপাসা থাকে না, স্ফীত স্থানের চর্ম্ম রক্তহীন ফ্যাকাসে মোমের ন্যায় হয় (ল্যাকেসিসে নীল আভাযুক্ত বর্ণ) এবং মশক দংশনের ন্যায় শরীরের স্থানে স্থানে লাল লাল ফুস্করি প্রকাশ পয়, অথবা শোথযুক্ত স্থানের অবস্থা বিসর্প রোগের ন্যায় গোলাপি আভাযুক্ত হয়।

আর্সেনিক—মূত্র স্বল্প ও এলবিউমেনযুক্ত ও তদসহ আর্সেনিকের প্রকৃতি মানসিক অস্থিরতা, পুনঃ পুনঃ জল পিপাসা এবং জলন ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে। প্রস্রাব কৃষ্ণবর্ণ, ঘোলা, রক্ত মিশ্রিত কফি গুঁড়ার ন্যায় তলানিযুক্ত, ব্রোঙ্কাইটিস, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, গয়ের উত্তোলনে উপশম ইত্যাদি থাকিলে অন্য ঔষধের সহিত ইহার সাদৃশ্য আসিয়া পড়ে কিন্তু মূত্র কোষের ব্যাধিতে প্রস্রাব যখন ঘোলা কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং প্রস্রাবে প্রচুর Renal cast প্রকায় পায়,

শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট সন্ধ্যায় নিদ্রা যাইবার সময় কিংবা রাত্রি ১২।১ টায় বৃদ্ধি হয় এবং গয়ের উত্তোলনে উপশম পায়, তখন আর্সেনিকই হইতেছে তাহার উৎকৃষ্ট অব্যর্থ মহৌষধ। ল্যাকেসিসের শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট রোগী নিদ্রা যাইবার জন্য শয়ন করিলে যখন নিদ্রায় চক্ষু বুজিয়া আইসে তখনই বৃদ্ধি হয়, তরল গয়ের উত্তোলনে ল্যাকেসিস রোগীও উপশম বোধ করে কিন্তু ল্যাকেসিসের গলদেশে কাপড়ের স্পর্শ সহ্য হয় না, অস্বস্থি বোধ করে, আর্সেনিকে এই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কলচিকম—ইহাতে মূত্র কোষে (Kidney) রক্তাধিক্য হয়। প্রস্রাব কৃষ্ণবর্ণ, ঘোলা এলবিউমেন সংযুক্ত রক্তমিশ্রিত কিংবা কালীর মত কাল। শোথ বর্ত্তমান থাকে। কলচিকমে মূত্র ত্যাগের পর মূত্রাশয়ের কোঁথানি লক্ষণ থাকে ইহা ল্যাকেসিসে দেখিতে পাওয়া যায় না, এতদ্ব্যতীত কলচিকম গেঁটে বাত গ্রস্থ লোকদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে এবং কলচিকম রোগী খাদ্য দ্রব্যের সামান্য গন্ধ সহ্য করিতে পারে না, বমনোদ্বেগ হয়। পেটে বায়ু জন্মে এবং পেট ফাঁপে হস্তের চাপ দিতে দেয় না, অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়। কলচিকমে একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, যদি প্রচুর লালা নিঃসরণ অথবা প্রচুর প্রস্রাব হয়, তাহা হইলে মল স্বল্প এবং মলত্যাগ কালীন কোঁতানি হয় আর যদি মল বেশী হয় এবং কোঁতানি অধিক না থাকে তাহা হইলে লালা নিঃসরণ এবং প্রস্রাব স্বল্প হয়।

পৃষ্ঠব্রণ (Carbuncle)—পৃষ্ঠ ব্রণের ল্যাকেসিস একটি অতি মহৎ ঔষধ, ক্ষতের চারি ধার ফুলিয়া কৃষ্ণবর্ণ অথবা নীল আভাযুক্ত হয় এবং পূঁজ সঞ্চার অত্যন্ত ধীরে ধীরে হইতে থাকে এই অবস্থায় ল্যাকেসিস প্রয়োগে পূঁজোৎপাদন শীঘ্র করিয়া রোগের অবস্থা পরিবর্ত্তন করাইয়া দেয় এবং রোগীর দুর্ব্বলতা হ্রাস করিয়া বল আনয়ন করে।

টাইফয়েড ফিবার—ল্যাকেসিসে আমরা যে প্রকারের লক্ষণ প্রকাশ দেখিতে পাই তাহা যে অনেকটা টাইফয়েড কিংবা টাইফয়েড জাতীয় তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ল্যাকেসিসের প্রলাপ বেলেডনার ন্যায় ভীষণ হয় না, রোগী বিড় বিড় করিয়া অনবরত বক বক করিতে থাকে, অত্যন্ত

বহুভাষী (loquacity) সময়ে সময়ে রোগী এত অবসাদপূর্ণ হয় যে হস্ত পদ শীতল হইয়া আইসে এবং সর্ব্বশরীর ও হস্তদ্বয় কাঁপিতে থাকে। জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক, বহির্গত করিতে বলিলে কষ্টের সহিত বহির্গত করে এবং জিহ্বা সর্পের জিহ্বার ন্যায় কাঁপিতে থাকে কিংবা দাঁতে জিহ্বা লাগিয়া যায়। টাইফয়েডে জেলসিয়ামে জিহ্বার এই প্রকার কম্পন রোগের প্রথম অবস্থায় প্রকাশ পায় আর ল্যাকেসিসে শেষ অবস্থায় প্রকাশ পায়। ল্যাকেসিসের জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক হয় কিন্তু জেলসিমিয়ামের জিহ্বা তত শুষ্ক নয়, ওষ্ঠদ্বয় চিড়িয়া যায় এবং কৃষ্ণবর্ণ রক্ত নির্গত হয়। ল্যাকেসিস রোগী বহুভাষী সকল সময় কথা বলিতে থাকে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কিন্তু টাইফয়েড অবস্থায় রোগী ক্রমশঃ অবসাদ গ্রস্থ হইয়া আইসে অথচ প্রলাপ তখনও বকে। বহু কথন (Loquacity) ল্যাকেসিস রোগীর একটি বিশেষ লক্ষণ। ল্যাকেসিসে টাইফয়েড অবস্থায় আর একটি মানসিক লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে—রোগী মনে করে সে যেন কোন একটি অমানুসিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। টাইফয়েডে উদরাময় বর্ত্তমান থাকে এবং মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত থাকে। ল্যাকেসিসের মল শক্ত হইলেও দুর্গন্ধ কাটে না।

ল্যাকেসিস টাইফয়েড রোগের শেষ অবস্থায়ও প্রয়োগ হয়—রোগী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে, নিম্ন চুয়াল পড়িয় যায় এবং মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অধিক কথা বলা অর্থাৎ বহুভাষী (Loquacity) সম্বন্ধে— ল্যাকেসিসের সহিত ষ্ট্র্যামোনিয়াম, এগারিকাস, মিফাইটিস এবং সিমিসিফিউগার সাদৃশ্য থাকিলেও আমরা নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখিতে পাই—

ষ্ট্র্যামোনিয়াম—মুখমণ্ডল আরক্তিম বর্ণ হয় এবং মস্তিষ্কের চাঞ্চল্য লক্ষণ থাকে। ল্যাকেসিসে ইহা থাকে না।

এগারিকাস—অত্যন্ত অধিক এলোমেলো কথা বলে কিন্তু এতৎসহ মুখমণ্ডলের এবং গ্রীবা প্রদেশের নানা প্রকার খেঁচুনি (Convulsion) বর্ত্তমান থাকে।

মিফাইটিস—মনে হয় যেন মদ্য পান করিয়াছে।

সিমিসিফিউগা—বহু বাক্য কথন এলোমেলো বকা (Loquacity)—মাসিক ঋতু স্রাব আবদ্ধ কিংবা সুতিকা উন্মাদ হইতে হয়। ল্যাকেসিসেও মাসিক ঋতু বন্ধ হওয়ার দরুণ হয়। সিমিসিফিউগা রোগী এক অস্বাভাবিক কল্পনা সৃষ্টি করে ও চিন্তা করে যে ইঁদুর চলিয়া বেড়াইতেছে, অনবরতই কথা বলে, এক বিষয় বলিতে বলিতে আর এক বিষয়ে চলিয়া যায় এবং বলিতে বলিতে এদিক ওদিক চলাফেরা করে। ল্যাকেসিসে হস্ত কম্পনই অধিক হয়। এবং এলোমেলো অধিক কথা বলার সহিত উদরাময় এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে।

টাইফয়েড জ্বরে মস্তিষ্ক অধিক আক্রান্ত হইলে—ওপিয়ম, হাইওসিয়মাস, আর্ণিকা, লাইকোপোডিয়ামের বিষয় চিন্তা করা উচিৎ—

ওপিয়ম—চোয়াল ধরিয়া যায়, রোগী অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে, নাসিকা ধ্বনি হইতে থাকে, (Stertorous breathing) এবং মুখমণ্ডল গাঢ় লাল বর্ণ হয়। মুখের বর্ণ যত অধিক গভীর লাল বর্ণ হয় ততই ওপিয়ম উত্তম কার্য্য করে (...The darker red the face the more is opium indicated)

হাইওসিয়ামাস—ইহাতেও নিম্ন চোয়াল পড়িয়া যায়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, কাঁপিতে থাকে পেশীর আকুঞ্চন (twitching) হয় এবং রোগী শয্যা খুঁটে, হাইওসিয়ামাসের ইহা একটি বিশেষ বিশেষত্ব। হাইওসিয়ামাসেও ওপিয়মের ন্যায় নাসিকা ধ্বনি হয় এবং আসারে রোগী মলত্যাগ করে।

আর্ণিকা—মস্তিষ্ক অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয়, রোগী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে। ইহাতেও নিম্ন চুয়াল পড়িয়া যায়, অসারে মলমূত্র ত্যাগ করে, চক্ষু স্থির হইয়া থাকে। কিন্তু আর্ণিকার বিশেষত্ব হইতেছে যে সর্ব্বশরীরের স্থানে স্থানে নীল আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ ছোপ ছোপ কালশিরা দাগ প্রকাশ পায়।

লাইকোপোডিয়ম—ইহা অধিকাংশ স্থানেই ল্যাকেসিসের অনুপূরক রূপে কার্য্য করে। রোগী অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে, নিম্ন চোয়াল ধরিয়া যায়, শ্বাসপ্রশ্বাসে গলায় শ্লেষ্মার ঘড়-ঘড়ানি শব্দ হয়, চক্ষু এক দৃষ্টিতে স্থির হইয়া থাকে নড়ে না এবং পিচুটিতে পূর্ণ হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের

পক্ষাঘাতের উপক্রমে লাইকোপোডিয়ম উত্তম কার্য্য করে এবং এই বিষয়ের ইহা একটি মহৎ এবং প্রচলিত ঔষধ।. চক্ষুতে অধিক পিঁচুটি হওয়া মস্তিষ্ক রোগের একটি লক্ষণ।

জ্বর

সময়—ইহার Periodicity একটি বিশেষ বিশেষত্ব। বৎসরান্তে রোগ ফিরিয়া হয়, প্রায়ই প্রত্যেক বসন্ত কালে। রাত্রে কিংবা দিনে ১২টা হইতে ২টার মধ্যে জ্বর আইসে।

শীত—তৃষ্ণা থাকে না। কোমর হইতে শীত আরম্ভ হইয়া মস্তকের পশ্চাৎ পর্য্যন্ত ওঠে। সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত অধিক শীত অনুভব করে। শীতে গা হাত কাঁপিতে থাকে এবং আগুনের উত্তাপের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে, ইচ্ছা করে আগুনের পার্শ্বে ঘুমাইয়া থাকে কারণ উত্তাপে আরাম বোধ করে। শীতে এত কম্প হয় যে জোরে চাপিয়া ধরিতে হয়।

দাহ—তৃষ্ণা থাকে। ভীষণ মাথা ধরে—মুখের চেহারা নীলবর্ণ হয়। অত্যন্ত কথা বলে এবং বুকে চাপ বোধ করে।

ঘর্ম্ম—প্রচুর ঘাম হয় এবং ঘামে রোগী উপশম বোধ করে। বগলে রসুনের ন্যায় তীক্ষ্ণ গন্ধযুক্ত ঘাম হয়।

জিহ্বা—যখন বহির্গত করে কাঁপিতে থাকে কিংবা দাঁতে জিহ্বা লাগিয়া যায়। আস্বাদ টক এবং সমস্ত জিনিষই টক স্বাদ হয়।

ল্যাকেসিসের জ্বরের সাময়িকতা (Periodicity) একটী বিশেষ লক্ষণ প্রত্যেক বসন্তকালে জ্বর ফিরিয়া আইসে। রোগী বুকে এবং গলায় কোন প্রকার চাপ সহ্য করিতে পারে না।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ল্যাকেসিস সচরাচর উচ্চ ক্রম ৩০, ২০০ শক্তি অধিক ব্যবহার হয় এবং পুনঃ পুনঃ দেওয়া হয় না। অত্যন্ত গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। এক মাত্রা ২০০ শক্তি দিয়া ৪৫ দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে ;

অনুপূরক—(**Complementary**)—হেপার, লাইকো, নাইট্রিক এসিড।

রোগের বৃদ্ধি—নিদ্রার পর, স্পর্শে, অত্যধিক শীত এবং উত্তাপে। পারদ ঔষধে, সূর্যের তাপে, গ্রীষ্মকালে। বামপার্শ্বে।

রোগের উপশম—স্রাব নিঃসরণে।

রোগীর বিবরণ

১। এক বিবাহিতা স্ত্রীলোক প্রতিদিন প্রাতঃকালে এবং দিবসে নিদ্রা ভঙ্গের পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করিত সে মনে করিত তাহার বন্ধু বান্ধব কেহ নাই, সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া থাকিত। ক্ষুধাও বেশী হইত না এবং কোষ্ঠ কাঠিন্য ছিল। মলদ্বার সঙ্কোচিত হইয়া থাকিত। প্রস্রাব কৃষ্ণবর্ণ এবং স্বল্প। ডাক্তার গারেন্সি তাহাকে উচ্চক্রমের ল্যাকেসিস দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন।

২। এক স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর প্রায় আড়াই মাস নিদ্রা হয় নাই। মন অত্যন্ত বিষণ্ণ, উদাসীন, নিরুৎসাহ এবং নৈরাশ্য ছিল; কিন্তু নিম্নোদর অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য ছিল—এমন কি সামন্য কাপড়ের স্পর্শ পর্যন্ত সহ্য হইত না এবং বাম ডিম্বাশয় প্রদেশে যন্ত্রণাও ছিল। ডাক্তার ব্রিগহাম তাহাকে ল্যাকেসিস ৩০ ক্রম প্রয়োগে সুনিদ্রা আনয়ন করেন এবং অন্যান্য যাবতীয় লক্ষণসমূহ সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন।

৩। একজন ভদ্রলোক ২৯ বৎসর বয়স হইবে। একদিন দেখা গেল যে, সে খাটে বসিয়া রহিয়াছে কিন্তু তাহার মস্তক সম্মুখ দিকে ঝুঁকিতেছে। নিম্ন চোয়াল ঝুলিয়া পড়িয়াছে; মুখ হইতে ক্রমাগত লালা ঝরিতেছে। বিড় বিড় করিয়া বকিতেছে ও অস্থির হইতেছে। উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, দাঁড়াইলে শরীর বাম পার্শ্বে বাঁকিয়া যাইতেছে। কেহ না ধরিলে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। পা টানিয়া চলিতেছে এবং বাম পার্শ্বে কেবল হেলিতেছে। বাম বাহু ও পদ দক্ষিণদিকের অপেক্ষা অকর্ম্মণ্য হইয়াছে,

কেহ শত্রুতা করিতেছে এইরূপ মনে করিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেছে, যেন কোন অমানুসিক শক্তি তাহাকে পরিচালিত করিতেছে। তাহার কোষ্ঠ কাঠিন্য এবং ভগন্দর ছিল। ভগন্দর অস্ত্র করিবার পর এই প্রকার মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। ল্যাকেসিস ২০০ শক্তি প্রয়োগে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। ডাক্তার—ওয়েসিলহিপ্ট।

৪। এক দুর্ব্বল স্ত্রীলোক, স্নায়ুশূল রোগে ভুগিতেছিল। বহু এলো-প্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কোন প্রকার উপকার পায় নাই। স্ত্রীলোকটি ৩ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। স্নায়ুশূল যন্ত্রণা অত্যন্ত ভীষণ হইত এবং অত্যন্ত অস্থির বোধ করিত, লম্ফ দিয়া নিদ্রা হইতে উঠিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইত। ডাক্তার আসিলে সে বলিত যেন আমাকে নিদ্রার ঔষধ না দেওয়া হয়। কারণ সে প্রত্যেক বার নিদ্রার চেষ্টা করিলেই চমকিয়া উঠিয়া বলিত আমি মারা যাইব। তাহার সমস্ত বাম পার্শ্বে বেদনা হইয়াছিল। ডাক্তার ম্যাকনিল তাহাকে ল্যাকেসিস ২০০ শক্তি সেবন করিতে দেন এবং তাহাতেই রোগী সুস্থ হইয়া ওঠে এবং ৭ মাসে এক পুত্র সন্তান প্রসব করে—সন্তান নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু প্রসুতির আর স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয় নাই।

৫। এক ব্যক্তির বাম তালুমুল পাকিয়া তৎপর উহাতে ও কোমল তালুতে পচা ক্ষত হইয়াছিল। সাইলিসিয়া ঔষধে কোন উপকার না হওয়ায় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাহাকে ল্যাকেসিস ব্যবস্থা দেন এবং উহাতেই রোগীর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

৬। একজন স্ত্রীলোক আহারের সময় ৫ মাস বড়ই কষ্ট পাইতেছিল। আহার গলাধঃকরণ কালীন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিত সে কেবল তরল পদার্থ আহার করিতে পারিত, কঠিন পদার্থ উত্তমরূপে চর্ব্বন করিতে ও গিলিতে পারিত না, যাহা গলাধঃকরণ করিত উহা যেন অন্য পথ দিয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ হইত। ডাক্তার বার্টলেট তাহাকে ল্যাকেসিস ৩০ শক্তি ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। দুইবার ঔষধ সেবন করার পর তাহার শরীর অত্যন্ত হালকা বোধ হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ রোগী আরোগ্য লাভ করে।

৭। একটি দুইমাসের শিশুর মস্তক হইতে পদ পর্যন্ত এবং সমুদায় গাত্র বিবিধবর্ণে রঞ্জিত হইত। শিশুর ক্রন্দন কালীন তাহার শরীর কাল ও নীল বর্ণ মিশ্রিত অর্থাৎ নীলধাতুর ন্যায় বর্ণযুক্ত হইয়া পড়িত। শিশুকে নাড়াইতে কিংবা তুলিতে হইলে বেদনাবশতঃ কাঁদিবার কালীন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিত। ডাক্তার ভন টেগন তাহাকে উচ্চক্রমের ল্যাকেসিস দ্বারা আরোগ্য করেন।

৮। একজন মাতাল একটি লোকের অঙ্গুলিতে কামড়াইয়া ছিল এবং তজ্জন্য তাহার সেই অঙ্গুলিতে ক্ষত হয়। অঙ্গুলি ক্রমশঃ ফুলিয়া উঠিয়া দেখিতে ঈষৎ নীলবর্ণ হইয়াছিল এবং তাহাতে ২।৩টি নালী হইয়াছিল। নালী ঘা হইতে কুচো হাড় বাহির হইয়াছিল। আর্ণিকা বেলেডোনা, আর্সনিক এবং সাইলিসিয়া প্রয়োগ করিয়া তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। অবশেষে ডাক্তার ষ্টীন্স দেড় মাস কাল প্রত্যহ ২বার ল্যাকেসিস ৩০ সেবন করাইয়া আরোগ্য করিরাছিল।

৯। একজন লোকের পায়ের অঙ্গুলিতে সর্প দংশন করে, তাহাতে তাহার পা ফুলিয়া উঠে এবং বেদনাযুক্ত হয়। ১৮ ঘণ্টার পর তাহার পায়ের অঙ্গুলি হইতে গুলফ সন্ধি পর্যন্ত ত্বক ফাটিয়া যায়। আক্রান্ত পদ অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ হয়। উগ্র কার্ব্বলিক এসিড লোসন লাগান হইয়াছিল এবং ল্যাকেসিস ১২ সেবন করান হয়। ইহার অর্দ্ধঘণ্টা পর হইতে ফুলা কমিতে থাকে এবং ৩ ঘণ্টার মধ্যে পা পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। দশদিনে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

কষ্টিকম্ (Causticum)

কষ্টিকামের প্রকৃত রাসায়ণিক সংযোগ (composition) কি যদিও তাহা আমাদিগের বিদিত নাই কিন্তু ইহা যে একটি পটাস (potass) জাতীয় ঔষধ তাহার কোন সন্দেহ নাই। হ্যানিমানও এই বিষয়ে (উপাদান) বিশেষ কিছুই বলিতে পারেন নাই এবং তদানীন্তনকালীন রাসায়নিকগণও (chemists) ইহার মিশ্রণ (composition) এর ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। কিন্তু যাহাই হউক ইহা হ্যানিমানের আবিষ্কৃত একটি অদ্বিতীয় ঔষধ এবং মহাত্মা হ্যানিমান ইহাকে antipsoric ঔষধেরভুক্ত করিয়াছেন। ইহা এত বড় antipsoric ওষধ যে, ইহাকে সালফার, সোরিনামের পরেই স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ

১। কাঁচা কাঁচা অথবা টাটানি বোধ (Rawness or soreness) মস্তকের খুলির ত্বকে, গলদেশে, শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রে, মলদ্বারে, মূত্রমার্গে, যোনিপথে এবং জরায়ু ইত্যাদি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত স্থানে প্রকাশ পায়। (গাত্র বেদনা যেন আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে—আর্ণিকা। যেন মচকাইয়া গিয়াছে—রাসটক্স)

২। কাশি, হাঁচি ইত্যাদিতে অসারে মূত্র নির্গত হইয়া পড়ে।

৩। স্বরভঙ্গসহ গলদেশে কাঁচা কাঁচা বোধ থাকে। স্বর বসিয়া যায়, স্বরভঙ্গ প্রাতে বৃদ্ধি হয়, শীতল জল পানে অথবা গলদেশ সিক্ত করিলে স্বরভঙ্গ সাময়িক উপশম হয় এবং কথা সহজে বাহির হয় ও পরিষ্কার হয়। (সন্ধ্যায় স্বরভঙ্গ বৃদ্ধি হয়—কার্ব্ব ভেজ, ফসফরাস।)

৪। স্থান বিশেষে পক্ষাঘাত হয় (Paralysis of single parts)—বাক্‌যন্ত্র, জিহ্বা, অক্ষিপুট, মুখমণ্ডল, শরীরের প্রান্তদেশ, মূত্রাশয়,—সাধারণতঃ শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়। শীতল বায়ুর ঝাপ্‌টা লাগিয়া, টাইফয়েড অথবা ডিফথিরিয়া ইত্যাদি কারণেও হয় এবং ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে।

৫। উর্দ্ধ অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত হয়, রোগী চক্ষু খুলিয়া রাখিতে পারে না (কলফাইলাম, জেলসিমিয়াম, গ্র্যাফাইটীস। (উভয় অক্ষিপুট—সিপিয়া।)

৬। বাত রোগ। প্রসারণ অর্থাৎ flexor পেশীসমূহ সঙ্কুচিত হয় এবং সন্ধিস্থল আড়ষ্ট হইয়া থাকে, মনে হয় যেন পেশীসমূহ সঙ্কুচিত হইয়া ক্ষুদ্র হইয়া টানিয়া ধরিয়া আছে—উক্ত স্থানসমূহ রোগী প্রসারণ করিতে পারে না (এমন মিউর, সাইমেক্স, গুয়েইকাম) (Rheumatic affections, with contraction of the flexors and stiffness of the joints—Ammon Mur, Cimex and Guaica.)

৭। কাশি—বক্ষঃস্থলে কাঁচা কাঁচা এবং টাটানি বোধ হয় (with rawness and soreness of chest)। শ্লেষ্মা উত্তোলন করিতে পারে না, গিলিয়া ফেলে। শীতল জল পানে এবং নিশ্বাস ত্যাগে কাশির কিঞ্চিৎ উপশম হয় (একোনাইট)।

৮। কোষ্ঠ কাঠিন্য—পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল চেষ্টা হয় (নাক্স)। উপবেশন অবস্থাপেক্ষা দণ্ডায়মান অবস্থায় সহজে মল নির্গত হয়। মল শক্ত চট্‌চটে চর্ব্বিযুক্ত, চক্‌চকে।

সাধারণ লক্ষণ

১। কৃষ্ণবর্ণ কেশযুক্ত, চর্ম্মরোগ গ্রস্থ শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র এবং মূত্রমার্গের রোগপ্রবণ ব্যক্তির প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

২। বিসাদগ্রস্থ, হতাশ ভাবাপন্ন, শোক দুঃখে আঘাত প্রাপ্ত মনের অবস্থা।

৩। শিশুর হাঁটিতে বিলম্ব হয় (ক্যাল ফস্)। হাঁটিতে হাঁটিতে পড়িয়া যায়।

৪। অন্যের শোক দুঃখে সহানুভূতির উদ্রেক হয়।

৫। অগ্নিদাহ—ক্ষত শুষ্ক হইয়াও পুনরায় প্রকাশ পায়। পুরাতন ক্ষত নূতন হইয়া উঠে।

৬। ঋতুস্রাব সময়ের পূর্ব্বে এবং কেবল দিবসে হয়, শয়ন করিলে স্রাব বন্ধ হইয়া যায়।

৭। আঁচিল—বৃহদাকারের হয়, খস্‌খসে, বোঁটার ন্যায়, রক্তস্রাবী অথবা রসযুক্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রও হয়, সমুদায় গাত্রময় প্রকাশ পায়, অক্ষিপুটে, মুখমণ্ডলে এবং নাসিকাতেও হয়।

৮। রোগ আংশিক আরোগ্য হইয়া আর হয় না, উন্নতি স্থগিত হইয়া যায়।

ফিজিওলজিক্যাল কার্য্য—কষ্টিকম শরীরের তিনটি প্রধান স্থানে কার্য্য প্রকাশ করে—

১। ইহা গতিবিধায়ক স্নায়ুর পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে।

২। ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির দুর্ব্বলতা এবং প্রদাহ উৎপন্ন করে।

৩। ইহা পরিপাক ক্রিয়ার যন্ত্রের দুর্ব্বলতা আনয়ন করিয়া অজীর্ণ এবং উদরাময় উৎপন্ন করে।

মানসিক লক্ষণ

কষ্টিকম বিশেষভাবে ভীরু স্নায়বিক এবং উদ্বিগ্ন প্রকৃতির লোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে, যাহারা সকল সময় ভয়ের বিষয় কল্পনা করে। মনের এই প্রকার অবস্থা বিশেষভাবে সন্ধ্যার সময় অধিক বৃদ্ধি হয়। শিশু সন্ধ্যার সময় নিদ্রার জন্য শয্যায় কিংবা অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিতে চায় না ভয় পায়। বয়োজ্যেষ্ঠ লোক হইলে সে সন্ধ্যার সময় ভয়েই আকুল হয়, মনে

করে যেন কি এক দুর্গটনা ঘটিবে কিংবা মনে করে সে কোন দোষযুক্ত কার্য্য করিয়াছে, অত্যন্ত ভীত হইয়া চিন্তা করিতে থাকে। চক্ষু বুজিলেই ভয়জনক দৃশ্য সমুদয় দেখে। স্ত্রীলোক ক্রন্দনভাবাপন্ন এবং বিষাদযুক্ত হয়। দুঃখিত মনে বসিয়া থাকে। সর্ব্বদা হতাশ, নিরুৎসাহ। এই প্রকার মানসিক অবস্থা শোকদুঃখ হেতুও হয় (ইগ্নেসিয়া, ফস্ফরিক এসিড, নেট্রাম মিউর)। মুখমণ্ডল শুষ্ক ফ্যাকাসে এবং রোগযুক্ত দেখায়। রোগী উদাসীনের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে কিংবা ক্রুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া বকিতে থাকে। (ফস্ফরাস)। স্মরণশক্তি হ্রাস হয় কোন কথা মনে রাখিতে পারে না। কোন মানসিক পরিশ্রম যেমন লেখাপড়া ইত্যাদি করিতে হইলে কপালের দুই পার্শ্বে যন্ত্রণা হয়। মস্তকে এবং শিরঃত্বকে টান পরে। কপালে এবং কপালের পার্শ্বে অধিক অনুভব হয় এবং সন্ধ্যার সময় ও নিদ্রায় বৃদ্ধি হয় (ফসফরাসেও এইরূপ মস্তকে টান লক্ষণ আছে)। আর একটি অদ্ভুত লক্ষণ কষ্টিকমে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সর্ব্বদা হয় না কদাচিৎ হয়—তাহা হইতেছে রোগী মনে করে—মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্ক আবরণোস্থি এই দুইয়ের মধ্যস্থল শূন্য হইয়া গিয়াছে। ইহা একটি অনুভূতি মাত্র। উষ্ণ উত্তাপে ইহার অনেকটা উপশম হয়।

কষ্টিকমকে চিনিবার সুবিধার জন্য মুখমণ্ডল, জিহ্বা এবং গলদেশের লক্ষণ সমূহ একস্থানে একত্র করিয়া দিলাম :—

১। মুখমণ্ডলের পাণ্ডু রোগসদৃশ বর্ণ অথচ পাণ্ডু রোগ নয় (yellow-ness of the face, sickly yellow (not jaundice).

২। মুখমণ্ডলে ঠাণ্ডা অথবা চর্ম্ম রোগের কারণবশতঃ পক্ষাঘাত (Paralysis of a rheumtic or psoric origin).

৩। মুখমণ্ডলের উক্ত কারণবশতঃ স্নায়ুশূল। (Prosopalgia of the same origin).

৪। চুয়ালের আড়ষ্টতা, তদ্‌কারণবশতঃ হাঁ করিতে অক্ষম (stiffness of the jaws, could not open the mouth).

৫। জিহ্বার পক্ষাঘাত তদহেতু কথার অস্পষ্টতা (Paralysis or in-distinct speech without complete paralysis (Gels).

৬। জিহ্বার পার্শ্ব শ্বেত লেপাবৃত এবং মধ্যস্থল লাল অথচ ভিরেট্রাম ভিরেডির ন্যায় নয় (Tongue coated white on the sides, red in the middle, but not like Veratrum Veride).

৭। গলদেশে জ্বলনসদৃশ যন্ত্রণা (Burning pain in throat).

৮। গলদেশে কাঁচা কাঁচা টাটানি এবং সুড় সুড় বোধসহ শুষ্ক কাশি এবং অনেকক্ষণ কাশির পর সামান্য গয়ের উত্তোলন (Rawness and tickling in throat with dry cough and some experctoration after long coughing.)

পক্ষাঘাত—কষ্টিকমের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ হইতেছে—পক্ষাঘাতসদৃশ দুর্ব্বলতা এবং পক্ষাঘাত (Paralytic weakness)। পটাস জাতীয় ঔষধগুলির ইহা একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম। ইহাতে এত অধিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় যে শেষে তাহা প্রকৃত পক্ষাঘাতেই পরিণত হয়, কষ্টিকমের পক্ষাঘাত একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ এবং সাধারণতঃ বাম অপেক্ষা দক্ষিণপার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয় (বাম পার্শ্ব—ল্যাকেসিস্)। এতদ্ব্যতীত কষ্টিকমে "মূর্চ্ছাবৎ দুর্ব্বলতা অথবা কম্পনযুক্ত শক্তিহীনতা" লক্ষণ প্রকাশ পায় (It is with Causticum "faint like weakness or sinking of strength with trembling.") এই লক্ষণটী অনেকটা জেলসিমিয়ামে দেখিতে পাওয়া যায় এবং কষ্টিকমে সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতাসহ আর একটি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাও জেলসিমিয়ামে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা হইতেছে 'অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত' (drooping of the eyelids)। সিপিয়া, কষ্টিকম এবং জেলসিমিয়ম এই তিনটি ঔষধেও এই লক্ষণটী অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে প্রকাশ রহিয়াছে। কষ্টিকাম যদিও পক্ষাঘাতের একটি বৃহৎ ঔষধ কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন পক্ষাঘাতে ইহার প্রয়োগ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। স্থানবিশেষের অর্থাৎ বিশেষ একটী যন্ত্রের যেমন বাক্‌যন্ত্র, জিহ্বা, অক্ষিপুট, মুখমণ্ডল, মূত্রাশয় ইত্যাদির পক্ষাঘাতের ইহা অমোঘ এবং অত্যন্ত প্রচলিত ওষধ। কাজেকাজেই মুখমণ্ডলের স্নায়ুর পক্ষাঘাতে বিশেষতঃ শুষ্ক কিংবা শীতল বায়ু লাগিয়া উদ্রেক হইলেই কষ্টিকমই প্রয়োগ হইয়া থাকে। উক্ত কারণবশতঃ চক্ষুর পাতার পক্ষাঘাত হইলেও কষ্টিকমই প্রয়োগ হয়। জিহ্বার পক্ষাঘাতে যখন রোগীর গলাধঃকরণ এবং বাক্‌শক্তির

ক্ষমতা লোপ পায় তাহারও কষ্টিকমই উপযুক্ত ঔষধ। Glosso-pharyngeal অর্থাৎ জিহ্বা ও গলকোষ সংক্রান্ত পক্ষাঘাতে যদিও কোন ঔষধেই বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না তথাপি কষ্টিকম প্রয়োগের ব্যবস্থাই দেওয়া হইয়া থাকে। এই প্রকার পক্ষাঘাত কোন প্রকার গভীর (deep seated) স্নায়বিক রোগবশতঃ কিংবা শীতল বায়ু বিশেষতঃ শীতকালের অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিয়া উৎপন্ন হয় এবং অধিকাংশ স্থলে বাত ধাতুগ্রস্থ লোকদিগেরই এই প্রকার পক্ষাঘাত অধিক হইতে দেখা যায়। কষ্টিকম সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত অপেক্ষা পক্ষাঘাত সদৃশ দুর্ব্বলতায় অর্থাৎ আংশিক পক্ষাঘাতে অধিক কার্য্য করে। কষ্টিকমের পক্ষাঘাত প্রায়ই হঠাৎ উৎপন্ন হয়, খুব কম স্থানেই অসারতা শীতলতা কিংবা খেচুনি ই প্রকাশ যাদি হইয়াপায় (comes on with a sudden and immediate loss of the motion but in a few instance it is preceded by a numbness, coldness and paleness).

জিহ্বার পক্ষাঘাতে কষ্টিকমকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয় Dr. Bahaer একস্থানে বলিতেছেন—In paralysis of the tongue it is undoubtedly a prominent remedy, although we do not mean to say that every case of this kind can be cured with it. As a general rule Causticum is more efficient in the paralysis of single trunks than in general paralysis, more efficient in paresis than in complete paralysis, for where causticum is indicated the sensibility generally unimpaired.

একোনাইট—ঠাণ্ডা বিশেষতঃ শুষ্ক ঠাণ্ডা বায়ু লাগিয়া পক্ষাঘাত হইলে তরুণ অবস্থায় ইহাতে বেশ ফল পাওয়া যায়। রোগ পুরাতন হইলে এবং যখন একোনাইটে বিশেষ উপকার হয় না, সেই অবস্থায় কষ্টিকমকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

রাসটক্স এবং ডালকামারা—বাতধাতুবিশিষ্ট লোকদিগের শীতল এবং স্যাঁৎসেতে বায়ু (exposure) লাগিয়া কিংবা জলে ভিজিয়া পক্ষাঘাত হইলে, নূতন অবস্থায় ডালকামারাই প্রথমতঃ ব্যবহার হয়। পুরাতন হইলে রাসটক্স উত্তম কার্য্য করে।

তোতলামি (Stammering)—জিহ্বার পেশীর দুর্ব্বলতা অর্থাৎ জিহ্বার কার্য্যকারি ক্ষমতার দুর্ব্বলতা হেতু (stammering) কষ্টিকম অনেক সময় প্রয়োগ হয়। কিন্তু জিহ্বার পক্ষাঘাতে ষ্ট্রেমোনিয়াম, মিউরেটিক এসিড, এবং ব্যারাইটা কার্ব্ব ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিবে।

সংন্যাস রোগ—সংন্যাস রোগ (apoplexy) হেতু উদ্ভূত পক্ষাঘাতেও কষ্টিকমের প্রয়োগ হয়। কিন্তু সংন্যাস রোগ আক্রমণের তন্মুহূর্ত্ত অবস্থা হইতে উদ্ভূত পক্ষাঘাতে অথবা রক্তাধিক্য অবস্থায় ইহা ব্যবহার হয় না। it is not called for, for the immediate results of the stroke nor for the congestion, nor for the-exudation (effused blood) ক্ষরিত রক্ত শোষন হওয়ার পরও যখন শরীরের বিপরীত পার্শ্বের পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়, তখন কষ্টিকম প্রয়োগ হইয়া থাকে অর্থাৎ কষ্টিকামের প্রয়োগ সংন্যাস রোগের পরবর্ত্তী অবস্থায় প্রয়োগ হয়।

স্ক্রফিউলাস—স্ক্রফিউলাস (scrofulous) ধাতু বিশিষ্ট বিশেষতঃ শিশুদিগের রোগে কষ্টিকম একটি উপযুক্ত ঔষধ। শিশু যদিও সর্ব্বাঙ্গীন কৃশ হইতে থাকে কিন্তু কৃশতা বিশেষভাবে পদযুগলেই অধিক প্রকাশ পায়। পদদ্বয় অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া আইসে এবং নিম্নোদর বৃহৎ হইয়া ফুলিয়া উঠে। এই প্রকার শিশুদিগের হাটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব হয়। শীঘ্র হাঁটিতে কিংবা কথা বলিতে শিক্ষা করিতে পারে না (slow in learning to talk or walk)। হাঁটিতে গেলে হোচট্ খাইয়া পড়িয়া যায়। এইরূপ অবস্থা মস্তিষ্ক কিংবা মেরুদণ্ডের রোগবশতঃ উৎপন্ন হয় এবং সমুদয় স্নায়বীয় বিধানের পরিপোষণ ক্রিয়ার দোষ বর্ত্তমান থাকে, এই প্রকার রোগ শীঘ্র আরোগ্যও হয় না। সালফিউরিক এসিড, সালফার এবং সাইলিসিয়া ইহাদিগেতেও অনেকটা এইরূপ লক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে কিন্তু সালফিউরিক এসিড গুল্ফ-সন্ধির (ankle joints) দুর্ব্বলতার একটি উত্তম ঔষধ। উপরোক্ত লক্ষণ ব্যতীত scrofulous শিশুদিগেতে যখম নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায় তাহাতেও কষ্টিকম নির্ব্বাচিত হয়—চক্ষু প্রদাহ হয়, অক্ষিপুটে মামড়ি পড়ে, চক্ষুর শুক্লমণ্ডল লালবর্ণ হয় ও সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছা-বরক (cornea) যন্ত্রণাযুক্ত হয়—চক্ষুর পাতার নিম্নে বালুকণা প্রবেশ

করিয়াছে সর্ব্বদা এইরূপ মনে হয়, মস্তকের চর্ম্মোপরি বিশেষতঃ কর্ণের পার্শ্বে ফুস্কুরি (eruption) উৎপন্ন হয় এবং তদ্ধেতু সেই স্থানের চর্ম্ম হাজিয়া ক্ষতযুক্ত হয় ও অল্প অল্প স্রাব নির্গত হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত কর্ণে পুঁজ প্রকাশ পায়।

শিরঃঘূর্ণন—কষ্টিকমের শিরঃঘূর্ণন মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের উত্তেজনা হইতেই উৎপন্ন হয়। পক্ষাঘাতের প্রারম্ভ অবস্থায় এবং এমন কি locomotor ataxia তে প্রায়ই প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। মস্তক ঘূর্ণনকালীন রোগী সম্মুখে কিংবা পার্শ্বে টলিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। এইপ্রকার মস্তক ঘূর্ণনকালীন সর্ব্বদা মানসিক উদ্বিগ্নতা এবং মস্তকের দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে। উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিবার সময় কিংবা মনকে কোন বিষয়ে নিবিষ্ট করিতে হইলেই শিরঃঘূর্ণন বৃদ্ধি হয়, ইহার দ্বারা মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার যে দুর্ব্বলতা তাহাই প্রতীয়মান হয়। দৃষ্টি অপরিষ্কার হয় সব ধোঁয়া ধোঁয়া দেখে। মস্তিষ্কের উক্ত প্রকার লক্ষণের সহিত গাত্র চর্ম্মের উষ্ণতা, শুষ্কতা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন।

কোষ্ঠ কাঠিন্য---কোষ্ঠ কাঠিন্যে অত্যন্ত বেগ দিতে হয়। সহজে মল নির্গত হয় না। পেশীর দুর্ব্বলতাই ইহার বিশেষ কারণ মলত্যাগকালীন মুখমণ্ডল লাল আভাযুক্ত হয়। পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের চেষ্টা হয় কিন্তু পরিষ্কার হয় না (নাক্স ভমিকা)। উপবেশন অবস্থা অপেক্ষা দণ্ডায়মান অবস্থায় মলত্যাগ সহজে হয়। মল চর্ব্বির ন্যায় মসৃণ এবং চটচটে (tough)। শিশুদিগেতে কোষ্ঠ কাঠিন্যের সহিত রাত্রিকালীন অসারে প্রস্রাব বর্ত্তমান থাকে।

অর্শ—অর্শবশতঃ মল নির্গত হইতে কষ্ট হয়। অর্শ অত্যন্ত চুলকায়, 'জ্বালা করে, টাটায়, চলা ফেরায়, রোগের বিষয় চিন্তায় এবং জোরে কথা বলায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। (itching, smarting, rawness, moist, stinging burning, raw and sore, aggravate when walking, when thinking of them, from preaching or straining the voice).

কাশি—কণ্ঠনালীর পক্ষাঘাত কাশিতে অধিক পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পায়। রোগী কাশিতে গয়ের উত্তোলন করিতে পারে না, গয়ের অনেকটা

দূরে আসিয়া পুনরায় নিম্নে চলিয়া যায়, গিলিয়া ফেলিতে হয়। (সিপিয়া ক্যালিকার্ব্ব, ড্রসেরা, আর্ণিকা ইত্যাদি ঔষধেও এই লক্ষণটি বর্ত্তমান রহিয়াছে)। কাশি শুষ্ক ফাঁপা ও ঘং ঘং শব্দযুক্ত। গলদেশে এবং বায়ুনলীতে টাটানি যন্ত্রণা ও কাঁচা কাঁচা ভাব বর্ত্তমান থাকে (sore and raw sensation in a streak down along the trachea)। এতদ্ব্যতীত গলদেশে এবং কণ্ঠ-নালীতে সকল সময়ই শ্লেষ্মা জমিয়া থাকে। রোগী অধিক কাশিতে পারে না। কাশি কালীন জানুতে (hip) এবং বুকে যন্ত্রণা হয় ও কাশির ঝোঁকে প্রস্রাব বহির্গত হইয়া পড়ে। কাশি প্রাতে এবং প্রশ্বাস ত্যাগকালীন (expiration) বৃদ্ধি হয়, শীতল বিশেষতঃ বরফবৎ শীতল জল পানে উপশম হয়। গয়েরের আস্বাদ চর্ব্বি কিংবা সাবানের ন্যায় বোধ হয়। কষ্টিকমের কাশি কালীন জানুতে যন্ত্রণা, অসারে মূত্র নিঃসরণ, গলদেশে টাটানি এবং rawness এই লক্ষণসমূহ বিশেষ পরিচায়ক জানিবে। নেট্রাম মিউর, এপিস, ফসফরাস, পালসেটিলা এবং সিলাতেও উক্তরূপ অসারে মূত্র নিঃসরণ লক্ষণ যদিও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কষ্টিকমই উক্ত বিষয়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ঔষধ। শুধু কাশিকালীন যে এইরূপ হয় তাহা নয়, হাঁচিতেও প্রস্রাব নির্গত হইয়া পড়ে। বৃদ্ধ লোকদিগের উক্তরূপ অবস্থায় মূত্র নিঃসরণের সিলা (sciila) একটি প্রচলিত ঔষধ। যখন কোন কাশি রোগ অনেকটা উপশম হইয়া আর উপশম কিংবা বৃদ্ধি কিছুই হয় না সেই অবস্থাতেও কষ্টিকম প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায়।

স্বরভঙ্গ—স্বরভঙ্গের কষ্টিকম, ফসফরাস এবং কার্ব্ব ভেজ এই তিনটিই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঔষধ। ইহাদের বিষয় পর পর লিখিব—এক্ষণে উক্ত বিষয়ে কষ্টিকমের বিষয়ই লিখিতেছি—কষ্টিকমে যে স্বরভঙ্গ হয় তাহা কণ্ঠনালীর পেশীর দুর্ব্বলতাজনিতই উৎপন্ন হয়। কণ্ঠনালীর পেশী যেন কাজ করিতে চায় না রোগী জোরে কথা বলিতে যায়, কথা পরিষ্কার বাহির হয় না। কষ্টিকমের স্বরভঙ্গের এইরূপ অবস্থা সর্দ্দিজনিত হইলেও হইতে পারে কিন্তু কণ্ঠনালীর শ্লেষ্মাস্রাবী স্নায়ুর কার্য্যকারিতা ক্ষমতার হ্রাস হেতুই এইরূপ হয়, ইহাই হইতেছে ইহার ইহার প্রধান কারণ। স্বরভঙ্গ প্রাতেই বৃদ্ধি হয় রোগীর অবস্থা এমন হয় যে কথা বাহির হয় না,

কণ্ঠনালীতে বল প্রয়োগ করিতে হয়। শীতল জল পানে গলার শব্দ কিঞ্চিৎ সাময়িক পরিষ্কার হয়। স্বরভঙ্গের সহিত গলদেশ যেন চিরিয়া গিয়াছে এইরূপ কাঁচা কাঁচা বোধ হয় এবং হঠাৎ গলার শব্দ হ্রাস হয় (with rawness and sudden loss of voice) তরুণ কণ্ঠনালীর প্রদাহের পর স্বরভঙ্গ উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃই তাহা পুরাতন অবস্থায় পরিণত হয়। গলার শব্দ ঘস্ ঘস্ করে (ভ্রুসেরা) শ্বাসপ্রশ্বাস নলীর নিম্নদেশ অর্থাৎ trachea তে অত্যন্ত rawness and irritations হয় এই rawness এবং soreness কষ্টিকমের বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। ইহা গলদেশ, trachea ইত্যাদি স্থানে অধিক প্রকাশ পায়। কেহ কেহ ইহাকে জ্বলন সদৃশ যন্ত্রণা (burning) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা জ্বলন সদৃশ যন্ত্রণা নয়।

কণ্ঠনালীর আংশিক পক্ষাঘাত সম্বন্ধে ডাক্তার মেহপার বলেন—কষ্টিকমে স্বর সম্বন্ধীয় স্নায়ুর কার্য্যের অসামঞ্জস্যতা কণ্ঠানালীর সর্দ্দি-স্রাবী স্নায়ুমণ্ডলের কার্য্যের দোষ হেতু উদ্ভূত লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নাই। তিনি আরো বলেন যে রোগী একবার এই স্বরভঙ্গ রোগ হইতে আরোগ্য হইলেও এবং স্বর যন্ত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ীর স্ফীতি হ্রাস হইলেও ২।৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্বর যন্ত্রের তেমন সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করিতে পারে না, যদি করা হয় তাহা হইলে রোগ এক প্রকার চিরস্থায়ী হইয়া যায়। আমরা স্বর যন্ত্রের এই প্রকার দুর্ব্বলতা সঙ্গীত গায়ক এবং বক্তাদিগের মধ্যে অধিক দেখিতে পাই। স্বর যন্ত্রের এইরূপ যান্ত্রিক কার্য্যের দুর্ব্বলতার কষ্টিকাম অপেক্ষা ক্যালি কষ্টিকামই অধিক উপযুক্ত ঔষধ এবং ক্যালিকষ্টিকমকে ইহার অব্যর্থ ঔষধ বলা হয়।

Dr. Meyhoffer writes—The absence of harmonions co-operation of the vocal cords is one of the most permanent and preserving symptoms of deficient innervation in laryngeal catarrh, persons recovering from the affection cannot exert the vocal organs to the full compass of the voice for atleast 2 or 3 weeks after every time of capillary turgescence has subsided, and any overstrained exercise of the

vocal apparatus or oratorical display at this period tends or perpetuate the defect. This kind of diminished vitality is naturally of great consequence to singers and public speakers, fortunately a specific remedy is at hand what Hahneman introduced into medical practice is Kali causticum which often in a single dose removes this functional weakness."

স্বর ভঙ্গের সমগুণ ঔষধসমূহ

ফসফরাস—স্বর ভঙ্গ সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি হয়। স্বর যন্ত্র অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয়। রোগী ভয়ে কাশিতে কিংবা কথা বলিতে চায় না, কারণ ইহাতে কণ্ঠনালীতে আঘাত লাগে। ফসফরাস রোগী সাধারণতঃ লম্বা শীর্ণ এবং সর্ব্বদা শীতল জল পান করিতে ইচ্ছা করে।

কার্ব্ব ভেজ—কষ্টিকমের অনেক লক্ষণ ইহাতে রহিয়াছে এবং এই দুইটী ঔষধ পরস্পর পর পর প্রয়োগ হয় (follow each other well)। উভয়েতেই গলার নিম্নদেশ পর্য্যন্ত টাটানি এবং rawness থাকে। উভয়েতেই স্বর ভঙ্গ থাকে, কার্ব্ব ভেজে সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয় এবং কষ্টিকমে প্রাতে বৃদ্ধি হয়। যাহাদিগের পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ থাকে এবং উদরে বায়ুর সমাবেশ হয় তাহাদিগেতেই ইহা উত্তম কার্য্য করে।

ইউপেটোরিয়াম পারফলিয়েটাম—ইহা প্রাতঃকালের স্বরভঙ্গে কষ্টিকামের খুব নিকট সদৃশ ঔষধ। এই উভয় ঔষধই ইনফ্লুয়েঞ্জা (influenza) রোগে গাত্র বেদনায় প্রয়োগ হয় কিন্তু ইউপেটোরিয়ামে গাত্র বেদনা অধিক থাকে, আর কষ্টিকমে বক্ষঃস্থলে rawness এবং জ্বলন অধিক থাকে।

হেপার সালফার—প্রাতে এবং সন্ধ্যায় স্বর-ভঙ্গ বৃদ্ধি হয়। রোগী অত্যন্ত শীত কাতুরে এবং খিটখিটে। পারদের দোষ থাকিলে উত্তম কার্য্য করে। পুরাতন স্বরভঙ্গ যখন প্রাতঃকালে কিংবা সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয় এবং কষ্টিকাম প্রয়োগে উপকার না দর্শিলে সালফার উত্তম কার্য্য করে।

এমন কষ্টিকাম—গলদেশের জ্বলনযুক্ত কাঁচা কাঁচা (burning rawness) বোধ সহ স্বরভঙ্গের ইহা একটি অতি উত্তম ঔষধ।

জেলসিমিয়াম—ইহা হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্থ স্ত্রীলোকে উত্তম কার্য্য করে। কণ্ঠনালীর পেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ গলার স্বর একপ্রকার বহির্গতই হয় না। শোক দুঃখের অনুভূতি হইতে হইলে ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় (**especially after emotion of depressing character**).

গ্র্যাফাইটিস—গায়কদিগেতে অধিক ব্যবহার হয়, সঙ্গীত গাহিতে হইলেই গলার স্বর বসিয়া যায় কিংবা বিকৃতি প্রাপ্ত হয়।

সিলিনিয়াম—ইহা অনেকটা গ্র্যাফাইটিসের ন্যায় সঙ্গীত গাহিতে না গাহিতেই কিংবা সঙ্গীত গাহিতে গাহিতেই গলার স্বর অল্প সময়ে বসিয়া যায় এবং সঙ্গীত গাহিবার কালীন মধ্যে মধ্যে পুনঃ পুনঃ গলা পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়, গলদেশে শ্লেষ্মার সমাবেশ হয়।

অরম ট্রিফিলিনাম—ইহাও গায়ক এবং বক্তাদিগেতে অধিক প্রয়োগ হয়। বক্তৃতা কিংবা গান গাহিতে গাহিতে হঠাৎ গলার স্বর বসিয়া যায় (**when the voice suddenly gives out during use**).

বধিরতা—কর্ণে গুণ গুণ ভন ভন শব্দ হয়। এই প্রকার শব্দসহ কর্ণ বধিরতার কষ্টিকাম একটি উত্তম ঔষধ। কর্ণে বিশেষতঃ রোগীর নিজের শব্দের প্রতিধ্বনি অধিক হয় (**Reverberation of sounds especially the patients own voice**) এবং স্বাভাবিক শব্দ জোরে শুনায়। গলদেশে শ্লেষ্মা বর্ত্তমান থাকে এবং শ্লেষ্মা কর্ণে পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। কর্ণের বহির্ভাগ জ্বালা করে এবং অত্যন্ত লাল হয় (সালফার)। কর্ণে প্রচুর **ear wax** সমাবেশ হয় এবং শ্লেষ্মাজনিতই কষ্টিকামে কর্ণ বধিরতা প্রকাশ পায়।

অসারে মুত্রত্যাগ (Enureses)—অসারে মূত্রস্রাবের বিশেষতঃ শিশুদিগের কষ্টিকাম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রাত্রির প্রথম দিকে হইলেই ইহা ব্যবস্থায় বিশেষ ফল পাওয়া যায়; শীতকালে বৃদ্ধি হয়। গ্রীষ্মকালে বরং এত অধিক প্রস্রাব হয় না। এমন কি শীতকালে অনেক সময় প্রস্রাব অসারে নির্গত হইতে থাকে। রোগী নিজে টেরই পায় না, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া না দেখিলে মূত্র যে নির্গত হইতেছে তাহা বিশ্বাস হয় না, অতি সামান্যতেই প্রস্রাব বহির্গত হইয়া পড়ে। (**He urinates so easily that he is not**

sensible of the stream and scarcely believes in the dark that he is urinating at all, until he makes sure by sense of touch. আর কোন ঔষধে মূত্রাধারের গ্রীবা এত অধিক দুর্ব্বল অবস্থা প্রাপ্ত হয় কি না আমার সন্দেহ, অর্থাৎ মূত্র অবরোধ করিবার ক্ষমতা যেন অসার হইয়া গিয়াছে, কাশি দিতে, হাঁচি দিতে, চলাফেরাতে ইত্যাদি সামান্য কারণেই প্রস্রাব নির্গত হয়। কষ্টিকম ব্যতীত নিম্নলিখিত ঔষধগুলিতেও অসারে মূত্রস্রাব দেখিতে পাওয়া যায়।

প্ল্যান্টাগো মেজর এবং ক্রিয়োজোট—প্রচুর ফ্যাকাসে বর্ণ মূত্র স্রাব অসারে হয়।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—ইহার প্রয়োগ সাধারণতঃ স্থূলকায় শিশুদিগেতে অধিক হয়।

সিপিয়া—অল্প বয়স্ক বালিকাদিগেতে হয় এবং রাত্রির প্রথমদিকেই হয়।

বেলেডনা—স্নায়বিক শিশুদিগেতে অসারে মূত্রস্রাব হইলেই ইহা প্রয়োগ হয়।

ফেরাম ফস্—দিবসে হইলে।

মূত্র যন্ত্রের পীড়া—কষ্টিকমের মূত্র যন্ত্রের উপর যথেষ্ট কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। মূত্রপথ অত্যন্ত চুলকায় (itching of the orifice of the urethra) সর্ব্বদা প্রস্রাবের নিষ্ফল চেষ্টা হয় কিন্তু প্রস্রাব বিশেষ কিছুই হয় না। যদিও বার বার ইচ্ছা হয় কিন্তু কেবল কয়েক ফোঁটা মাত্র হয়। (Retention of urine with frequent and urgent desire occasionally a few drops dribble away) ইহার সঙ্গে সঙ্গে মলদ্বারের আক্ষেপ (spasm) এবং কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে। ডাক্তার ন্যাস সাহেব প্রস্রাবের এই প্রকার লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া একটি বিবাহিতা স্ত্রীলোকের বহু পুরাতন মূত্রাশয় প্রদাহ (cystitis) আরোগ্য করিয়াছিলেন।

কষ্টিকমে প্রস্রাবে লিথিক এসিড (Lithic acid) প্রচুর থাকে এবং শুক্র তলানি পড়ে।

মূত্র অবরোধ—সন্তান প্রসব হইবার পর যদি প্রসূতীর প্রস্রাব অবরোধ হয়—কষ্টিকম তাহার অতি উপযুক্ত ঔষধ। ঔষধ প্রয়োগের ২।১

ঘণ্টা পরই প্রস্থতির প্রস্রাব হইবার সম্ভাবনা প্রসবের পর সন্তানের এইরূপ অবস্থা প্রকাশ পাইলে একোনাইট তাহার অতি উপযুক্ত ঔষধ।

মৃগী রোগ (Epilepsy)—মৃগী রোগেও কষ্টিকামের প্রয়োগ দেখা যায়। খোলা বাতাসে ভ্রমণ করিতে করিতে রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায় কিন্তু শীঘ্রই আবার জ্ঞান সঞ্চার হয়। অজ্ঞানাবস্থায় রোগী অসারে মূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে। মাসিক ঋতুস্রাবকালীন এবং প্রতি প্রতিপদে (new moon) ইহা বৃদ্ধি হয়।

তাণ্ডব রোগ (Chorea)—কষ্টিকম তাণ্ডব রোগেও (chorea) ব্যবহার হয়, যখন বাম অপেক্ষা দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয় রোগীর মুখমণ্ডলের পেশী, জিহ্বা, বাহু এবং পদ ইত্যাদি সমুদায়ের খেচুনি হইয়া থাকে। কথা বলিতে গেলেই কথা যেন মুখ হইতে হঠাৎ ছিটকাইয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে (seems to be jerked out of the mouth)। রাত্রিতে শয্যায় রোগী অত্যন্ত অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়, এক অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না মস্তক এপাশ ওপাশ ছোড়াছুড়ি করিতে থাকে, অবশেষে ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পরে নিদ্রাতেও রোগীর হস্তপদ অনবরত সঞ্চালিত হইয়া থাকে। শিশুদিগের চর্ম্মরোগ আবদ্ধ হেতু তাণ্ডব রোগ হইলেই কষ্টিকম উত্তম কার্য্য করে। বয়স্ক ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাণ্ডব রোগ প্রকাশ না পাইয়া কম্পন, পক্ষাঘাতসদৃশ দুর্ব্বলতা, মানসিক গোলমাল এবং সময় সময় স্নায়ুশূল যন্ত্রণা প্রকাশ পায়। মুখমণ্ডলের চর্ম্মরোগ আবদ্ধ হেতু মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত হইতে দেখা যায়।

বাত (Rheumatism)—বাত রোগে বিশেষতঃ যখন সন্ধিস্থল আড়ষ্ট (stiff) এবং পেশী বন্ধনী (tendons) সমূহ সঙ্কুচিত হয় (contracted) হয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খেঁচিয়া টানিয়া ধরে, মনে হয় ছোট হইয়া গিয়াছে। সঙ্কোচক পেশীসমুদায় যেন সোজা হইতে চায় না, এই প্রকার অবস্থাতেই কষ্টিকম প্রয়োগ হয়। কষ্টিকমের এইরূপ ভাব শরীরের যে কোন স্থানেই হইতে পারে। এই প্রকার খেঁচিয়া ধরা যন্ত্রণায় (drawing pain) হস্তপদ বিকৃতভাবে বাঁকিয়া যায় এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। কষ্টিকম

এইরূপ অবস্থার একটি উত্তম ঔষধ। স্থান বিশেষের পক্ষাঘাত কাঁচা কাঁচা বোধ (Rawness and paralysis of single parts) যেমন কষ্টিকমের প্রধান বিশেষত্ব সেই প্রকার সন্ধিস্থলের আড়ষ্টতা এবং পেশী-বন্ধনীর সঙ্কোচন ও stiffness of joints and shortness of tendons ইহার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। সন্ধিস্থল এবং পেশী বন্ধনী আরষ্ট এবং যন্ত্রণাযুক্ত হইয়া থাকে, ঘার, গলা, কোমর ইত্যাদি যে কোন স্থানে ইহা প্রকাশ পাইতে পারে। ঘারে হইলে তজ্জন্য রোগী মস্তক ইচ্ছামত নাড়াইতে পারে না মনে হয় পেশীসমূহ যেন কিছুতে আটকাইয়া রহিয়াছে। কোমড়ে হইলে উপবেশন অবস্থা হইতে উঠিতে রোগীর কোমর যেন ছিড়িয়া যাইতে চাহে, সোজা হয় না, আরষ্ট হইয়া থাকে এবং যন্ত্রণা হয়। হস্ত এবং বাহুতে সেই প্রকার dull এবং drawing যন্ত্রণা হয়। উরুদেশে, পদদ্বয়ে এবং হাঁটুতে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা হয়। এই সমুদায় বাতিক যন্ত্রণা খোলা বাতাসে বৃদ্ধি হয় এবং উত্তাপে উপশম হয়। অর্থাৎ কষ্টিকমের বাতের প্রদাহের সহিত সঙ্কোচক পেশীর আকুঞ্চন (constriction) এবং সংযোগ স্থলের (joints) আড়ষ্টতা বর্ত্তমান থাকা চাই, কারণ ইহাই হইতেছে ইহার বিশেষত্ব (Rheumatic and arthritic inflamations with contractions of the flexors and stiffness of the joints) ডাক্তার ন্যাস পুরাতন বাত এবং পক্ষাঘাতের ঔষধের মধ্যে কষ্টিকমকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন এবং সালফার ও রাসটক্সের সমকক্ষ ঔষধ বলিয়াছেন (I wish to say that if I were to select the three remedies to the exclusion of all others for the treatment of chronic rheumatism and paralysis—Causticum, Rhustox and Sulphur would be the three) কষ্টিকামের বাত সংযোগ স্থল (joint) সমূহে বিশেষভাবে চোয়ালের সন্ধিতে অধিক প্রকাশ পায় এবং ইহা ব্যতীত কষ্টিকাম দক্ষিণ deltoid muscle এর বাতের একটি উপযুক্ত ঔষধ (Phos acid, Sanguinaria, Ferram).

রাসটক্স—খোলা বাতাসে, ঠাণ্ডায় বাতের যন্ত্রণার বৃদ্ধি রাসটক্সেরও একটি বিশেষ লক্ষণ কিন্তু রাসটক্স রোগী সর্ব্বদা অত্যন্ত অস্থির ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করিতে থাকে কারণ নড়াচড়ায় রোগীর যন্ত্রণার উপশম হয়

আর কষ্টিকম রোগীর অস্থিরতা (restlessness) কেবল রাত্রিতেই প্রকাশ পায়।

গুয়েকাম (Guaicum)—এই ঔষধটির সহিত কষ্টিকমের অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং অনেক সময় কষ্টিকমের পর ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়। গেঁটে বাত এবং বাতে (Rheumatism) উভয়েতেই বেশ কাজ করে। পেশীর সঙ্কোচন থাকে, হস্তপদাদি টানিয়া খেঁচিয়া রাখে। নড়াচড়ায় যন্ত্রণা অধিক বৃদ্ধি হয় বিশেষতঃ যদি সন্ধিস্থলে বৃহৎ অস্থিগুল্ম (nodosities) বর্ত্তমান থাকে।

কলচিকম—সন্ধির বাতে প্রয়োগ দেখা যায়। সন্ধিস্থল আরষ্ট এবং শক্ত হয়। আক্রান্ত স্থলে এত অধিক যন্ত্রণা হইতে থাকে যে মনে হয় যেন ছিদ্র হইয়া যাইতেছে।

স্নায়ুশূল—কষ্টিকামের যন্ত্রণা ছিন্নবৎ যেন টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। (tearing pain) এবং যন্ত্রণা থাকিয়া থাকিয়া জোর করে অর্থাৎ আক্ষেপযুক্ত (paroxismal)। এই প্রকার যন্ত্রণা মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলেই অধিক হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত কষ্টিকামের যন্ত্রণার আর একটি বিশেষ বিশেষত্ব হইতেছে টাটানি কিংবা কাঁচা কাঁচা বোধ (sensation of soreness or rawness)। এই রকম বোধ (soreness and rawness গলদেশ, কণ্ঠনালী, বক্ষঃস্থলে, মলদ্বারে, মূত্র মার্গে, ইত্যাদি সমুদয় স্থলেই হইতে পারে। ইহাকে কষ্টিকামের বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ জানিতে হইবে। টাটানি আমরা আর্ণিকায় দেখিতে পাই, কিন্তু কষ্টিকামের টাটানি আর্ণিকার মত নয়, আর্ণিকার টাটানি যেন কোন প্রকার আঘাত জনিত হইয়াছে এবং অধিকাংশ স্থলেই পেশী সংক্রান্ত (muscular)। রাসটক্সও আবার muscular টাটানির একটি প্রধান ঔষধ কিন্তু রাসটক্সের যন্ত্রণা কন কনে এবং মনে হয় আক্রান্ত স্থান কোনপ্রকারে মচকাইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই tendons এবং sheathes of muscleএ প্রকাশ পায়।

কষ্টিকমে টাটানি mucous sunface এ অধিক হয়, মনে হয় স্থানটি যেন কাঁচা রহিয়াছে। কষ্টিকমের এই প্রকার টাটানি এবং কাঁচা কাঁচা (soreness

and rawness) বোধ অন্য কোন ঔষধে এত অধিকরূপে প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কষ্টিকমে উক্ত প্রকার soreness and rawness বোধ ব্যতীত (burning) জ্বালাও বর্ত্তমান থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। জ্বালা শুনিলে আমরা সালফারের বিষয় অনেক সময় ভাবিয়া থাকি এবং এই ঔষধটির সহিত সালফারের অনেক সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু সালফারের জ্বালার সহিত চুলকানি থাকে। কষ্টিকমে টাটানি (soreness) থাকে, এপিসে হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা থাকে। ইহাই হইতেছে এই বিষয়ে ইহাদের পার্থক্য।

আঁচিল (Warts)—কষ্টিকাম আঁচিলের একটি উত্তম ঔষধ। অনেকে ইহাকে থুজার নিম্নেই স্থান দিয়া থাকেন। হাতে, মুখমণ্ডলে এবং চক্ষুর পাতায় অধিক হয়। ইহা ব্যতীত সমুদায় গাত্রময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের হয়, যে সমুদয় বড় হয় তাহা দেখিতে অনেকটা বোঁটার ন্যায় কিংবা খস্‌খসে কাটাকাটা (Jagged) এবং রক্তস্রাবী (easily bleeding)। হস্তের চেটোরগুলি বড় বড় আকারের হয়। ডাক্তার ফ্যারিংটন কষ্টিকাম চক্ষুর পাতার নিম্নের আঁচিলের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলেন এবং তিনি ইহা প্রয়োগে অনেক রোগী আরাগ্য করিয়াছেন। ডাক্তার কেণ্ট নাসিকাগ্রে, অঙ্গুলির মাথায় এবং হস্তের আঁচিলে ইহাকে উচ্চস্থান দেন। আঁচিল—শুষ্ক, শক্ত শৃঙ্গবৎ (Horny) এবং উক্ত স্থান ব্যতীত শরীরের অন্যান্য স্থানেও হয়।

শূল যন্ত্রণা—অনেক সময় দেখা যায় কলোসিন্থে শূল বেদনা উপশম না হইলে কষ্টিকম প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায়। ইহার যন্ত্রণাও কলোসিন্থের ন্যায় উপুর হইলে উপশম হয়। বিশেষভাবে রজঃশূলেই অধিক প্রয়োগ হয়। ঋতুর পুর্ব্বে উক্ত শূল বেদনা প্রকাশ পায় এবং তদ সহিত পাছায় এবং হাতে পায়ে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে।

পরিপাক ক্রিয়া—রোগী ক্ষুধা বোধে কত আহার করিবে এইরূপ মনে করিয়া আহারে বসে কিন্তু খাদ্য দ্রব্যের দর্শনে কিংবা চিন্তায় কিংবা গন্ধে ক্ষুধা চলিয়া যায়। অন্তঃসত্তা স্ত্রীলোকে এই লক্ষণটি প্রায়ই

প্রকাশ থাকে। কেলিকার্ব্ব রোগীতেও ক্ষুধায় পেট পড়িয়া থাকে অথচ খাদ্যদ্রব্যে রুচি থাকে না এবং খাইতে ইচ্ছা করে না।

অগ্নিদাহক্ষত (Cicatrices after burn)—ক্ষত চিহ্ন বিশেষতঃ আগুনে পুড়িয়া যাওয়ার পর শুষ্ক হইয়া পুনরায় সেই স্থানে ক্ষত হইলে কিংবা পুরাতন ক্ষত পুনরায় দেখা দিলে কিংবা আগুণে পোড়া ক্ষত শুষ্ক হইয়াও সম্পূর্ণ শুষ্ক হইতেছে না এইরূপ অবস্থায় কষ্টিকম একটি উপযুক্ত ঔষধ। রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে "আগুণে পোড়ার পর হইতে আর সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পারিতেছি না—(They never have been well since that burn"।

আগুণে পোড়ার ২।৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত যদি কোন ঔষধ ব্যবহার করা না হয় কিংবা দগ্ধ যদি বেশী রকমের হয় কিংবা ক্ষত যদি অধিক দিনের হয়, তাহার পক্ষে ক্যান্থারিস, আর্টিকাইউরেন্স ইত্যাদি ঔষধ অপেক্ষা কষ্টিকাম অনেক অধিক ফলপ্রদ। চায়ের পেয়েলা বাটির এক বাটি জলে ৪০ ফোটা কষ্টিকাম ৩য় ক্রম মিশ্রিত করিয়া ন্যাকরা দিয়া ক্ষতস্থান ভিজাইয়া রাখিবে। (Tincture of causticum is preferable when an hour or two has elapsed without any application. In deeper or more serious burns, as also with those of longer standing, the caustcum wash is of much service, so also in healing troublesome ulceration or sore that may be left and in preventing scars).

এতদ্বিষয়ে কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অভিমত নিম্নে তুলিয়া দিলাম—"পুড়িয়া গিয়া কোন স্থানে গভীর ক্ষত হইলে কিংবা অতিরিক্ত মাংস জন্মিয়া ক্ষত পূরিয়া আরোগ্য হইতে বিলম্ব হইলে এই ঔষধ বাহ্যিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। এই ঔষধ জ্বালাজনক কিন্তু জ্বালা করে বলিয়া যে এইরূপ ক্ষত আরোগ্য হয় তাহা নহে। তবে হোমিওপ্যাথিক কষ্টিকাম ৩য় ক্রম ১০ ফোঁটা, পরিস্কৃত জল ১ কাঁচ্চা, উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং একখণ্ড লিণ্ট ভিজাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে অথবা ঐ পরিমাণ তৈল বা গ্লিসিরিনের সহিত মিশাইয়া লাগাইবে। তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পক্ষাঘাত রোগে মালিস করিলেও উপকার দর্শে। সেই সময় এই ঔষধের ৬ষ্ঠ ডাইলিউসন সেবন করাও কর্ত্তব্য।

ঋতু—ঋতুস্রাব সময়ের অনেক পূর্ব্বে হয় এবং স্বল্প হয়। কেবলমাত্র দিনের বেলায় হয়, রাত্রিতে হয় না; শুইলেই বন্ধ হইয়া যায় (during the day only, ceases on lying down) (রাত্রিতেই অধিক হয়—এমন মিউর (Discharge principally at night—Ammon mur).

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—ডাক্তার ব্ল্যাকি যদিও নিম্নক্রমের অধিক প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু ইহা অধিকাংশ চিকিৎসকই উচ্চক্রম ৩০.২০০ অধিক প্রয়োগ করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ বাতে উচ্চক্রমই অধিক ব্যবহার করা হয়।

অনুপূরক (Complementary)—কার্ব্বভেজ, পেট্রোসিলিনিয়াম।

প্রতিবন্ধক (Inimical)—কষ্টিকাম ফসফরাসের পূর্ব্বে কিংবা পরে কখনই ব্যবহার হয় না।

বিষঘ্ন (Antidote)—কষ্টিকাম সিসার বিষাক্ত জনিত পক্ষাঘাতে বিষঘ্নরূপে কার্য্য করে। কম্পোজিটার দিগের সিসার অক্ষর মুখে রাখার দরুণ দোষ নষ্ট করে। খোস পাঁচড়ায় পারা এবং গন্ধকের অপব্যবহার দূরীভূত করে।

রোগের বৃদ্ধি—পরিষ্কার ঋতুতে (In clear fine weather), বাহির হইতে উষ্ণ ঘরে প্রবেশে। শীতল বায়ু বিশেষতঃ শীতল বায়ুর ঝাপটাতে, শরীর শীতল হইলে, ভিজিয়া অথবা স্নান করিয়া।

রোগের উপশম—স্যাঁৎসেতে, সিক্ত ঋতুতে এবং উষ্ণ বাতাসে।

রোগীর বিবরণ

১। এক ব্যক্তির বাম গণ্ডস্থলের গতিবিধায়ক স্নায়ুর পক্ষাঘাত হইয়াছিল, তদহেতু গণ্ডদেশ ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। মুখ ভালরূপ বন্ধ করিতে পারিত না, সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণ অশ্রুপাত হইত এবং মুখের বাম কোণ হইতে লালাস্রাব হইত, অথচ আক্রান্ত স্থানের চেতনাশক্তি ঠিক ছিল।

কষ্টিকম ৩০ শক্তি সেবনে কয়েক দিনের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

কষ্টিকমে যদিও দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয় কিন্তু তাই বলিয়া বামপার্শ্ব আক্রান্ত হইলে এই ঔষধ নির্ব্বাচিত হইবে না এইরূপ মনে হয় না। মুখমণ্ডলের পেশীর পক্ষাঘাতে কষ্টিকমকে সর্ব্বদা উচ্চস্থান দিবে।

২। ডাক্তার ন্যাস একবার একটি মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল রোগী চিকিৎসা করেন, অনেক দিন যাবৎ রোগীটি কষ্ট পাইতেছিল এবং বহু বিজ্ঞ হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসকগণও কিছুতেই আরোগ্য করিতে না পারায় রোগী হতাশ হইয়া বাহ্যিক বেদনা নিবারক ঔষধ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কিছু উপকার হয় না। রোগী অত্যন্ত শীর্ণ এবং দুর্ব্বল হইয়াছিল, যন্ত্রণা থাকিয়া থাকিয়া আসিত এবং যন্ত্রণা টানিয়া ধরার মত হইত (drawing nature) এবং ইহাও জানিতে পারা গেল যে রোগীর বহুদিন পূর্ব্বে ইকজিমা (Eczema) হইয়াছিল এবং এই স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হইবার পূর্ব্বে সালফার প্রয়োগ হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু ফল হয় নাই—ডাক্তার ন্যাস তাহাকে কষ্টিকম দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন।

৩। একবার আমি একটি রোগী চিকিৎসা করি। তাহার বক্ষঃস্থল আগুনে পুড়িয়া গিয়াছিল। ক্ষত শুষ্ক হইয়াও সম্পূর্ণ শুষ্ক হইত না, সামান্য পূঁজ লাগিয়াই থাকিত। অন্যান্য বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য না হওয়ায়, কষ্টিকম ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। ৩০ শক্তি কষ্টিকম সেবন করাইয়া এবং ·৩x কষ্টিকম অলিভ অয়েলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দেওয়ায় ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয়।

এলিউমিনা (Alumina)

ইহা বিশুদ্ধ কর্দ্দম (oxide of alumina)। যদিও ঔষধটির জন্ম অতি ক্ষুদ্র এবং নগণ্য পদার্থ হইতে কিন্তু ইহার কার্য্য অত্যন্ত মহৎ। মহাত্মা হ্যানিমান এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ হইতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ আজ পর্য্যন্ত তাহার মর্ম্ম বোধগম্য করিতে সক্ষম হন নাই।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। এলিউমিনা রোগী শুষ্ক, শীর্ণ, নম্র, প্রফুল্লচিত্ত, ক্রন্দনশীল এবং অবসাদ বায়ুগ্রস্থ (Hypochondriac)।

২। অস্বাভাবিক জিনিষের প্রতি ক্ষুধা—মাটি, খড়িমাটি, কয়লা, ন্যাকড়া ইত্যাদি অপাচ্য দ্রব্য খাইবার আকাঙ্ক্ষা (সাইকুটা, সোরিনাম)। আলুতে রোগের বৃদ্ধি হয়।

৩। কোষ্ঠকাঠিন্য—মলত্যাগের ইচ্ছা হয় না এবং সামর্থ থাকে না, যে পর্য্যন্ত না প্রচুর মল রাশীকৃত হয়। মল শক্ত কিংবা নরমই হউক অত্যন্ত কুন্থন দিতে হয়। মল শক্ত গুট্‌লে গুলির মত এবং শ্লেষ্মার দ্বারা আবৃত অথবা মল কাদার ন্যায় এবং চটচটে, স্থান লইতে শীঘ্র ছাড়ে না, (constipation—no desire for and no ability to pass stool until there is a large accumulation (Melilo) great straining must grasp the seat of closet tightly, stool hard, knotty, like laurel berries, covered with mucous, or soft clayey, adhering to the parts (Plat).

৪। সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতা, এমন কি কাদার ন্যায় নরম মলত্যাগেও অত্যন্ত কুন্থন দিতে হয় (সাইলিসিয়া, প্ল্যাটিনা) (Inactivity of rectum, even soft stool requires great straining).

৫। শ্বেতপ্রদর স্রাব—ক্ষয়কারক এবং প্রচুর এমন কি পা দিয়া গড়াইয়া পড়ে (acrid and profuse running down to heels) দিনের বেলায় বৃদ্ধি হয় শীতল জলে স্নানে উপশম হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। যাহারা পুরাতন রোগে অধিক ভোগে তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। ইহাকে পুরাতন রোগের একোনাইট বলা যাইতে পারে।

২। রোগী দিনে কিংবা আলো ব্যতীত চক্ষু বুজিয়া চলিতে অক্ষম টলিয়া টলিয়া পড়িয়া যায় (আর্জেন্টাম নাই, জেলসিমিয়াম)।

৩। শিশুদিগের বোতলের ফুড, হরলিক্স, মেলিন্স ইত্যাদি খাইয়া কোষ্ঠকাঠিন্য।

৪। ঋতু স্রাবের পর রোগী শারীরিক এবং মানসিক উভয়েতেই অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এমন কি কথা বলিতেই পারে না (কার্ব্ব এনামেলিস, ককুলাস)।

৫। উত্তেজক দ্রব্য—মদ, ভিনিগার, লঙ্কা ইত্যাদিতে তৎক্ষণাৎ কাশির উদ্রেক করে।

৬। পুরাতন উদ্গারে বৎসরাবধি রোগী ভুগিতে থাকে—সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়।

৭। সময় কাটে না যেন অতি ধীরে ধীরে যাইতে থাকে। রোগী এক ঘন্টাকে একদিন মনে করে (ক্যানাবিস ইণ্ডিকা)।

মানসিক লক্ষণ—এলিউমিনা রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ এবং পালসেটিলার ন্যায় ক্রন্দনশীলা (weeping mood) এবং নিস্তেজ ভাব

নিদ্রাভঙ্গের পর বৃদ্ধি হয় (ল্যাকেসিস, সিপিয়া, পালসে)। এক এক সময় রোগী আবার ভয়ে, আশঙ্কায় কাতর হয়, মনে হয় মাথা খারাপ হইয়া যাইবে, ঠিক এই প্রকার মনের অবস্থা ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব এবং আইওডিনেও রহিয়াছে। মনের আর একটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে রক্ত কিংবা ছুরি, কিংবা এই প্রকারের কিছু দেখিলেই রোগীর আত্মহত্যার ইচ্ছা মনে জাগিয়া উঠে।

এলিউমিনা অবসাদ বায়ুগ্রস্থ (Hypochondriac) লোকদিগেরও উপযুক্ত ঔষধ। কোন প্রকার কাজকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে না, অলস এবং উদাসীন। একটি ঘণ্টাকে মনে হয় একটি দিন—সময় যেন যাইতেই চাহে না। মেজাজ অনেকটা নাক্স ভমিকার ন্যায় খিটখিটে। এলিউমিনা রোগী খিটখিটে প্রকৃতির হইলেও এলেন প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ—নম্র প্রফুল্ল চিত্ত বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন।

রোগী—এলিউমিনা রোগী রোগা, শুষ্ক, কোঁচকান চর্ম্মবিশিষ্ট। বয়স্ক লোকদিগের প্রতি অথবা বালিকাদিগের যৌবন সময়ে বিশেষতঃ যাহারা হরিত পীড়াগ্রস্থ (chlorotic) এবং দুর্ব্বল কিংবা গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ (scrofulous) শিশুদিগের প্রতি বিশেষতঃ যাহারা বোতলের ফুড—মেলিন্‌স্, হরলিক্‌স ইত্যাদি খাইয়া পরিপুষ্ট তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। এই প্রকার শিশু পরিপোষণ ক্রিয়ার দোষ এবং অভাব হেতু দুর্ব্বল এবং কোঁচকান চর্ম্ম-বিশিষ্ট হয়। অন্ত্রের ক্রিয়া ভালরূপ সম্পাদন হয় না অত্যন্ত নিশ্চেষ্ট (inactive)। অন্ত্রের এই নিশ্চেষ্টতা এলিউমিনার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মল নরম কাদার ন্যায় অথচ রোগীকে অত্যন্ত বেগ দিতে হয় এবং কোঁথাইয়া কোঁথাইয়া মলত্যাগ করিতে হয়, সহজে নির্গত হয় না। (There is a great difficulty in voiding the stool even though the faeces be soft, showing you atonce that the inactivity of the bowels is the main influence at work in its causation). এলিউমিনার এই লক্ষণটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ এই প্রকার অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা অন্য কোন ঔষধে এত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না, যদিও ব্রাইওনিয়ায় অনেকটা এইরূপ লক্ষণ রহিয়াছে—ব্রাইওনিয়ার

মল এলিউমিনা অপেক্ষা শক্ত এবং শুষ্ক, এতদ্বিষয়ে সাইলিসিয়াকে এলিউমিনার নিম্নে স্থান দেওয়া যাইতে পারে—ইহাতেও inactivity of rectum with great straining অত্যন্ত অধিক রহিয়াছে, এমন কি মনে হয় সরলান্ত্রের যেন কার্য্যকারী ক্ষমতা কিছুই নাই অর্থাৎ পক্ষাঘাত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। সাইলিসিয়ার মল বাহিরে নির্গত হইয়াও পুনরায় ভিতরে চলিয়া যায় (when partly expelled, recedes again)। ইহা সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

এলিউমিনার কোষ্ঠকাঠিন্যে মলের দুই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ হইতেছে, মল শক্ত, গুটলে গুটলে এবং শ্লেষ্মার দ্বারা আবৃত। দ্বিতীয়তঃ মল নরম চটচটে মলদ্বারে মল লাগিয়া থাকে (adhering to the parts) কিন্তু এই উভয় অবস্থাতেই অত্যন্ত কুন্থন (great straining) অর্থাৎ কোঁথাইয়া কোঁথাইয়া মল নির্গত করা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। মল শক্তই হউক কিংবা নরমই হউক এই প্রকার কোঁথানি এলিউমিনার স্বভাব এবং ধর্ম্ম।

এলিউমিনামে ইহার সহিত আর একটি লক্ষণ দেখিতে পাই। তাহা হইতেছে মলত্যাগের ইচ্ছা অথবা সামর্থ থাকে না যে পর্য্যন্ত না প্রচুর মল এক সঙ্গে রাশীকৃত হয় (no desire for and no ability to pass stool until there is a large accumulation)। ব্রাইওনিয়ায়ও মল ত্যাগের কোন ইচ্ছা থাকে না কিন্তু ব্রাইওনিয়ায় কোষ্ঠকাঠিন্য শ্লৈষ্মিক কোষের শুষ্কতা (dryness of the mucous follicles) হেতু হয়। এলিউমিনার সহিত ব্রাইওনিয়ার রোগী সম্বন্ধেও সাদৃশ্য রহিয়াছে—উভয়ই শুষ্ক এবং রোগা, উভয়ই শিশুদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যের (infantile constipation) উত্তম ঔষধ এবং উভয়ই পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক (camplementary) রূপেও ব্যবহার হয়। কিন্তু ব্রাইওনিয়ায় মল শক্ত, শুষ্ক, রসকসহীন ন্যাড়যুক্ত আর এলিউমিনার মল শুষ্ক গুটলে গুটলে অথবা কোমল কর্দ্দমের ন্যায় অথচ অত্যন্ত কুন্থনযুক্ত। এলিউমিনার মল নরম কিংবা কঠিন হউক সহজে নির্গত হয় না অত্যন্ত বেগ দিতে হয়—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

এলিউমিনার এই প্রকার কুন্থন মূত্র ত্যাগ করিতেও প্রকাশ পায়। মলত্যাগকালীন ব্যতীত অন্য সময় প্রস্রাব সহজে নির্গত হয় না (inability to pass water except when straining at stool) ইহা ব্যতীত পক্ষাঘাত গ্রস্থ বৃদ্ধ রোগীদিগের রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের ইচ্ছা এলিউমিনা প্রয়োগে নিবারণ হয়।

রক্তস্বল্পতা এবং ঋতুস্রাব—এলিউমিনা বালকবালিকাদিগের বিশেষতঃ যৌবন সময়ে রক্তস্বল্পতা (anaemia) এবং হরিৎ পীড়ায়ও (chlorosis) প্রায়ই প্রয়োগ হয়। মাসিক স্রাবের রং ফ্যাকাসে বর্ণ, স্বল্প এবং বিলম্বে হয়। মাসিক স্রাবের পর রোগী মানসিক এবং শারীরিক উভয় বিষয়েই অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং রক্তশূন্য হয় এমন কি দাঁড়াইয়া থাকিতে, কথা বলিতে কষ্ট বোধ করে, বিশ্রামের জন্য বসিয়া থাকিতে চায়, (ককুলাস, কার্ব্ব এনা)। এই প্রকার রক্ত হীন রোগীর এইরূপ অবস্থায় অদ্ভুত রকমের নানা প্রকার অপাচ্য দ্রব্য (undigestable food)—মাটি, খড়িমাটি, হাঁড়ি ভাঙ্গা, চাউল, নেকড়া, ইত্যাদি খাইবার ইচ্ছা হয় (সাইকুটা, সোরিনাম) এলিউমিনা এই প্রকার অবস্থার একটি মহৎ ঔষধ (নেট্রাম মিউরে হরিৎ পীড়াগ্রস্থ রোগী রুটি খাইতে পারে না অথবা রুটির উপর অত্যন্ত অরুচি হয়। এলিউমিনা রোগী আলু খাইতে চায় না, আলু সহ্য হয় না। পালসেটিলা রোগী তৈলাক্ত অথবা ঘৃত পক্ক দ্রব্য খাইতে পারে না, খাইলে পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হয়)।

শ্বেত-প্রদর—প্রদর স্রাব সাধারণতঃ ঘন পীতবর্ণ অথবা স্বচ্ছ রজ্জুবৎ চটচটে, অথবা ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় অত্যন্ত প্রচুর তরল এবং ক্ষতকারক (acrid) পদদ্বয় দিয়া গড়াইয়া পড়ে (running down to the heels) এবং স্থান হাজিয়া যায়। দিনের বেলায় বৃদ্ধি হয় এবং ঠাণ্ডা জলে স্নানে হ্রাস হয়, এইরূপ স্রাবে রোগীর শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে থাকে এবং এতদ্ স্রাবের সহিত প্রায়ই এলিউমিনার মানসিক লক্ষণ সমূহ প্রকাশ হয়। এলিউমিনার শ্বেত প্রদর স্রাব অত্যন্ত প্রচুর হয় এবং পুরাতন অবস্থায় ও অধিক বয়স্কা, শীর্ণ, পাতলা স্ত্রীলোকে উত্তম কার্য্য করে।

সর্দ্দি এবং পুরাতন পিনাশ—শিশুদিগের নাসিকারন্ধ্রের শুষ্কতাসহ পুরাতন সর্দ্দিতে অথবা পিনাশ রোগে (ozaena) এলিউমিনা প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয়। পালসেটিলাও পুরাতন সর্দ্দির একটি উত্তম ঔষধ এবং পালসেটিলা রোগীও এলিউমিনার মত ক্রন্দনশীল ও ঠাণ্ডা প্রকৃতির কিন্তু ইহারা শারীরিক বিষয়ে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত—পালসেটিলা রোগী মোটা থলেথলে অরে এলিউমিনা রোগী পাতলা দুর্ব্বল। শিশুদিগের পুরাতন সর্দ্দিতে নাসিকার শুষ্কতার সহিত অবশেষে নাসিকাভ্যন্তরে চট্‌চটে পুরু পীতবর্ণ শ্লেষ্মার মামড়ি পড়ে এবং তাহা সহজে ছাড়ে না।

অক্ষিপুট প্রদাহ এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতা:—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতার এলিউমিনা একটি অদ্বিতীয় ঔষধ। শ্লৈষ্মিক স্থান সমূহে (mucous surface) অত্যন্ত শুষ্কতা উৎপাদন করে,—ইহা এলিউমিনার একটি সার্ব্বজনীন লক্ষণ। গলদেশ, মলদ্বার, নাসিকাভ্যন্তর, চক্ষু মুখ-গহ্বর ইত্যাদি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত স্থানসমূহের শুষ্কতা উপলব্ধি হইলে, এলিউমিনার বিষয় স্মরণ করা কর্ত্তব্য। এলিউমিনার যাবতীয় রোগের ইহা একটী প্রধান লক্ষণ। শুষ্কতা সকল সময় লাগিয়া থাকে না, ক্রমশঃ তদস্থানে পুরু পীতবর্ণ শ্লেষ্মা প্রকাশ পায়, তাহা এত অধিক চটচটে যে, কিছুতেই স্থান ছাড়িতে চায় না—যেমন চক্ষুর শুক্ল মণ্ডলের শুষ্কতা উৎপন্ন হইয়া অক্ষিপুট প্রদাহ (Blepharitis) হয়। এমতাবস্থায় চক্ষুর পাতা এত অধিক শুষ্ক হয় যে, ধারগুলি শুষ্ক হইয়া চির খাইয়া যায়। এই প্রকার লক্ষণ অনেকটা গ্র্যাফাইটীসেও দেখা যায় কিন্তু গ্র্যাফাইটীসে চির খাইয়া ফাটীয়া রক্ত বহির্গত হয়।

চক্ষুর শুষ্কতার জন্য ডাক্তার এলেন উক্ত ঔষধ ব্যতীত বার্ব্বেরিস, নেট্রাম কার্ব্ব এবং নেট্রাম সালফও দিতে ব্যবস্থা দেন।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতা হেতু পুরাতন গলকোষ প্রদাহ (Pharyngits) যখন গলদেশের উক্ত ঝিল্লি শুষ্ক, চক্‌চকে এবং লোহিত বর্ণ ধারণ করে, গলকোষের অথবা কণ্ঠনালীর প্রদাহ ও শুষ্ক কাশি, পাকাশয় রসের (gastric juice) স্বল্পতা এবং তদ্‌হেতু অগ্নিমান্দ্য রোগ, অন্ত্রের স্রাব নিঃসরণের ব্যতিক্রম

এবং তদহেতু কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি রোগ উৎপন্ন হয় তদস্থলে এলিউমিনা উত্তম কার্য্য করে। যে স্থলে শৈষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতাই হইতেছে রোগের সর্ব্বপ্রধান কারণ—সে স্থলে এলিউমিনাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান ঔষধ।

এলিউনিমা পুরাতন রোগে, বৃদ্ধ অথবা শুষ্ক রোগা লোকদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়,—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। (All the affections to which Alumina is suitable are of a chronic character, and occur in old people or in dry and thin subjects.)

এলিউমিনা রোগীতে ঘর্ম্ম কদাচিৎ প্রকাশ পায়—শুষ্কতা ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ—(A striking feature of the remedy is the chronic dryness of the skin. Sweat is rare and scanty). এতদ বিষয়ে ইহা ক্যালকেরিয়ার বিপরীত, ক্যালকেরিয়াতে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, এলিউমিনাতে ঘর্ম্ম কিছুই হয় না। শুষ্কতা হেতু স্থানে স্থানে গাত্রচর্ম্ম ফাটিয়া চির খাইয়া যায়, হস্তদ্বয়ের পশ্চাদ্দিকের পুরু চর্ম্ম অধিক শুষ্ক খস্‌খসে হয় এবং বিবর্ণ হইয়া যায়।

নাসিকাগ্র ফাটিয়া চির খাইয়া যাওয়া—(Point of nose cracked)—এলিউমিনাকে কোন রোগে চিন্তা করিতে হইলেই চর্ম্মের শুষ্কতা লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি করিবে, মুখমণ্ডলের চর্ম্মে এবং শরীরেই অন্যান্য স্থানের চর্ম্মে মাকড়সার জালের ন্যায় যেন কিছু জিনিষ লাগিয়া রহিয়াছে রোগীর এইরূপ সুড় সুড় বোধ হয় (বোরাক্স, ব্যারাইটা কার্ব্ব)—রোগী মুখমণ্ডল পুনঃ পুনঃ হাত দিয়া ঘসিতে থাকে মনে হয় যেন মাকড়সার জাল লাগিয়া রহিয়াছে।

পড়িতে গেলেই চক্ষু শুষ্ক হয়—ক্রোকাস, আর্জেন্টাম, নাইট্রিকম, সিনা, নেট্রাম মিউর।

অক্ষিপুটের পতন—নাক্স মস্কেটা, সিপিয়া, রাসটক্স, জেলসিমিয়াম।

বক্র দৃষ্টি—যে পেশী অক্ষি গোলককে অভ্যন্তর দিকে ঘূর্ণিত করে (Internal rectus muscles) তাহার দুর্ব্বলতা হেতু অনেক সময় শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন (in teething) দৃষ্টি বক্র হয় এবং এলিউমিনা তাহাতে অনেক সময় নির্ব্বাচিত হয়। এলিউমিনার সরল পেশী (rectus muscle) গুলির উপর যথেষ্ট কার্য্য আছে বলিয়াই শিশুদিগের উক্ত অবস্থায় ইহা একটি উত্তম ঔষধ বলিয়া পরিচিত। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে সকল সময় এইরূপ বক্রদৃষ্টি ঔষধে সম্পূর্ণ উপকার হয় না, অস্ত্রপোচার করিতেও হয়। বক্র দৃষ্টি অন্যান্য কারণবশতঃও হয়—

ক্রিমির দরুণ হইলে—সিনা।

মস্তিষ্কের উত্তেজনা হেতু হইলে—বেলেডনা।

ঋতুস্রাব অথবা পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হেতু হইলে—সাইক্লেমেন।

কাশি—কাশি শুষ্ক এবং আক্ষেপিক (spasmodic) প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গের পরই অধিক হয়। গলায় শ্লেষ্মা আঠার মত লাগিয়া থাকে, সহজে ছাড়ে না, কাশিতে কাশিতে শ্লেষ্মা উঠিলে রোগী কিছুক্ষণের জন্য শক্তি পায় যতক্ষণ শ্লেষ্মা গলা হইতে ছাড়ে না, ততক্ষণ রোগী কাশিতেই থাকে। উত্তেজনা উৎপাদক দ্রব্যসমূহ যেমন মদ্য, ভিনিগার, লঙ্কা, লবণ ইত্যাদি ভক্ষণে তৎক্ষণাৎ কাশির উদ্রেক হয়।

এলিউমিনার কাশির সঙ্গে আর্জেন্টাম মেটালিকমের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায় কিন্তু আর্জেন্টামের কাশি দিনে হয় আর এলিউমিনার কাশি প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গের পরই অধিক হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক একবার শুষ্ক কাশি হয় এবং অনেকক্ষণ থাকে, কাশিতে কাশিতে রোগী ক্লান্ত হইয়া পড়ে, মনে হয় যেন উপজিহ্বা বৃদ্ধি হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা নয়। ইহা একটি বোধ (sensation) মাত্র। কাশি সুড় সুড় করিয়া উৎপন্ন হয় (tickling sensation)।

গলক্ষত এবং স্বরভঙ্গ—পুরাতন গলক্ষতের ইহা একটি উত্তম ঔষধ। গলদেশে টাটানি, কাঁচা কাঁচা বোধ, শুষ্কতা, এবং স্বরভঙ্গ বর্ত্তমান থাকে (there is soreness, rawness, hoarseness and dryness)। এলিউমিনাতে শুষ্কতার দরুণই রোগীকে অধিক খেঁকড়াইতে হয় এবং এই প্রকার করিতে করিতে সামান্য চটচটে শক্ত শ্লেষ্মা উঠিলে তৎপর রোগী বিশ্রাম পায়। গলদেশ গভীর লালবর্ণ হয় এবং উপজিহ্বা লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। গলদেশের টাটানি, স্বরভঙ্গ, কাশি ইত্যাদি উষ্ণ জল পানে অথবা উষ্ণ খাদ্য ভোজনে সাময়িক উপশম হয়। স্বরভঙ্গ প্রাতঃকালেই অধিক বৃদ্ধি হয় এবং গলাধঃকরণের সময় মনে হয়, গলদেশে যেন মাছের কাঁটা অথবা পেরেক বিঁধিয়া রহিয়াছে (হেপার, আর্জেণ্টাম নাইট্রিক, নাট্রিক এসিড) এবং খচ্ খচ্ করিয়া লাগে।

গলক্ষত বিষয়ে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম অনেকটা এলিউমিনার নিকট সদৃশ্য ঔষধ কিন্তু আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে গলদেশে আঁচিল সদৃশ উপমাংস (excrescence) অথবা মাংসাঙ্কুর (granulation) জন্মায়, এলিউমিনাতে ইহা হয় না। ডাক্তার ডানহাম বলেন—যাহাদিগের শরীরে মাংস অত্যন্ত কম অর্থাৎ শীর্ণ রোগা লোকদিগের বক্তৃতাদির দরুণ গলক্ষতে (sore throat) এলিউমিনা একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, তাহাদিগের পক্ষে এতদ অপেক্ষা উত্তম ঔষধ নাই বলিলেই হয়। (For the sore throat of clergymen and other public speakers who are thin in flesh there is no remedy equal to it.—Dr. Dunham).

এলিউমিনা স্বরভঙ্গে উত্তম কার্য্য করে। যখন গান গাহিতে গাহিতে কিংবা জোর গলায় বক্তৃতা করিতে করিতে অতিরিক্ত স্বরযন্ত্রের চালনা হেতু গলা বসিয়া যায় অর্থাৎ স্বরভঙ্গ হয়, কথা পরিষ্কার বাহির হইতে চায় না—সেইরূপ অবস্থায় এলিউমিনার বিষয় চিন্তা করিবে। পূর্ব্বে এইরূপ স্থলে আর্জেণ্টাম মেটালিকামই অধিক ব্যবহার হইত কিন্তু ইদানীং এলিউমিনাকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়।

রাসটক্সে এলিউমিনার বিপরীত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—রাসটক্সে

প্রথমতঃ গলার স্বর ভঙ্গ থাকে, স্বর ভাল খোলে না কিন্তু স্বরযন্ত্রের যতই চালনা হয় ততই পরিষ্কার হইতে থাকে।

পরিপাক ক্রিয়া—এলিউমিনায় পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির (mucous membrane) শুষ্কতা নিবন্ধন পাচক রস (gastric juice) নিঃসরণে ব্যতিক্রম হইয়া পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। ব্রাইওনিয়াতেও ঠিক এইরূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই প্রকার কারণবশতঃ পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগে ব্রাইওনিয়াও উত্তম কার্য্য করে।

পরিপাক ক্রিয়ার বিশিষ্ট লক্ষণ সমূহ—গলাধঃকরণ কালীন অন্ন নালীর সমুদয় স্থান ব্যাপিয়া সঙ্কোচন (constriction along the oesophagus when swallowing food) এবং যন্ত্রণাবোধ, আলু ভক্ষণে রোগ বৃদ্ধি, মাংসে অরুচি, অপাচ্য (undigestable) দ্রব্য ভক্ষণে আকাঙ্ক্ষা, যকৃত স্পর্শাধিক্য এবং সূচীভেদবৎ বেদনা (ব্রাইওনিয়া) বর্ত্তমান থাকা উচিৎ। অন্য ঔষধ হইতে এলিউমিনায় পার্থক্য নিরূপণে ভ্রম হওয়ার বিশেষ কারণ নাই—আলু ভক্ষণে অরুচি এবং অপাচ্য দ্রব্য (মাটি, পেন্সিল, নেকড়া ইত্যাদি ভক্ষণে আকাঙ্ক্ষা—এই দুইটি লক্ষণে ইহা অন্য ঔষধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গিয়াছে।

বাগী (Bubo)— গ্রন্থি প্রদাহেও (glandular inflammation) এলিউমিনার কার্য্য দেখা যায়। প্রমেহজনিত বাগী হইলে এবং যখন বাগীর সহিত পীত আভাযুক্ত প্রমেহ স্রাব, জ্বালা এবং মূত্র প্রণালীতে বিশেষতঃ মূত্রদ্বারে চুলকানি বর্ত্তমান থাকে তখন এলিউমিনার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

চুলকানি (Itches)—এলিউমিনার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ন্যায় চর্ম্মের উপরও কতকটা কার্য্য রহিয়াছে। চর্ম্মকে শুষ্ক খসখসে করে, আক্রান্ত স্থান শুষ্ক হইয়া চিরিয়া যায়, শীতকালে অধিক হয় (পেট্রো)। অত্যন্ত চুলকায় এবং ভীষণ জ্বালা করে, এমন কি চুলকাইতে চুলকাইতে রক্ত বাহির হইয়া পড়ে।

এলিউমিনায় নানা প্রকার চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায় এবং শয্যার উত্তাপে চুলকানি বৃদ্ধি হয়। এমনও দেখা যায় গাত্রে কোন প্রকার চুলকানি নাই অথচ শয্যার উত্তাপে অত্যন্ত চুলকায়, চুলকাইতে চুলকাইতে রক্ত বাহির হইয়া পড়ে। রোগী বলে—'মহাশয় রাত্রিতে শয্যায় যখন আমি উত্তপ্ত হই, ভীষন চুলকাইতে থাকে এবং চুলকাইয়া চুলকাইয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলি।"— এই প্রকার চুলকানি আমরা মার্কিউরিয়াস, আর্সেনিক, ডলিকস এবং মেজে-রিয়ামে দেখিতে পাই কিন্তু শেষোক্ত তিনটি ঔষধে শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগেতেও চুলকাইতে চুলকাইতে রক্ত বাহির হইয়া পড়ে এবং তখন চুলকানির উপশম হয়—যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থান কাঁচা অথবা রসযুক্ত না হয় ততক্ষণ রোগী উপশম পায় না (Itches and scratches until it bleeds and then he gets relief. As soon as the healing begins the itching begins and he is only relieved when the skin is raw. With the bleeding and moisture of the skin there is relief of the itching—Kent)।

একমাত্র মার্কিউরিয়াসে দেখা যায়—শয্যার উত্তাপে চুলকানি অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় কিন্তু ইহাতে পীড়কা থাকে, আর এলিউমিনায় পীড়কা থাকে না অথচ চুলকায়—(itching of the skin without eruption. In alumina, in the begining there is no eruption, but he scratches until the skin is off and there come the crust.)

স্ত্রী জননেন্দ্রিয় এবং প্রমেহ—ডাক্তার টেষ্টি এলিউমিনাকে দুইটি বিষয়ে অত্যন্ত উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। প্রথমতঃ জননেন্দ্রিয়ের রোগে দ্বিতীয়তঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতায়। তিনি একস্থানে লিখিতেছেন— আমি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয়ের রোগে, যে স্থলে রোগের প্রাথমিক লক্ষণসমূহ ঋতু স্রাব সম্পূর্ণ স্থগিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দূরীভূত হইয়া গিয়াছে অথচ রোগ রহিয়া গিয়াছে সেইরূপ স্থলে এলিউমিনা ব্যবহারে অত্যন্ত উপকার পাইয়াছি। (I have often derived the greatest advantages from this drug in the case of aged females, against diseases that had

been apparently seated in the sexual system, but whose primary symptoms had disappeared with the complete cessation of the menstrual periods.—Dr. Teste)। এতদ্ব্যতীত পুরাতন প্রমেহ রোগের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্রাব পীতবর্ণ, ঘন এবং যন্ত্রণাশূন্য। যখন প্রমেহ রোগ আরোগ্য হইয়াও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না, শেষে কিছু কিছু থাকিয়া যায়, সেইরূপ অবস্থায় ইহাকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়—(The gonorrhoeal discharge has lasted a long time, going and coming until now there is left but a few drops and it is painless. This remedy has cured many of these old cases.—Kent) তিনি পুরাতন শ্বেত প্রদর, প্রমেহের দোষ হেতু অণ্ডকোষের পুরাতন কঠিনতা এবং জোনি কপাট ও জোনিদেশের দাগড়া দাগড়া উচু উচু চুলকানি (raised itching spots) রোগ এলিউমিনায় অতি অল্প সময়ে আরোগ্য করিয়াছেন।

রক্তস্রাব—এলিউমিনা টাইফয়েড জ্বরে উদর হইতে রক্ত স্রাবের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যকৃতের ন্যায় বড় বড় চাপ চাপ রক্ত নিসৃত হয় (large clots looking like solid liver).

কশেরুকামাজ্জেয় ক্ষয় (**Locomotor ataxia**)—কশেরুকামাজ্জেয় ক্ষয়রূপ ভীষণ স্নায়বীক রোগেও এলিউমিনা প্রয়োগ হইয়া থাকে। বিখ্যাত ডাক্তার বোনিং হোসেন উক্ত রোগের নিম্ন লক্ষণে ইহা ব্যবহার করিতেন। রোগী চক্ষু বুজিয়া কিংবা অন্ধকারে হাটিতে পারে না, টলিয়া টলিয়া পড়িয়া যায়। মনে হয়, কোমল গদির উপর যেন হাটিতেছে। মস্তক ঘুড়াইতে থাকে, সমুদায় দ্রব্যসমূহ যেন চক্রবৎ ঘুড়িতেছে এইরূপ মনে হয়। তন্দ্রার ন্যায় চক্ষুর পাতা পড়িয়া থাকে, দ্বিদৃষ্টি অথবা বক্রদৃষ্টি হয়। পৃষ্টদেশে এবং পদদ্বয়ে পিপীলিকাবৎ সুড় সুড় বোধ করে, চলিতে চলিতে পায়ের গোড়ালি অসার হইয়া যায় এবং মনে হয় মুখমণ্ডল যেন মাকড়সার জাল দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে অথবা ডিম্বের শ্বেতাংশ শুষ্ক হইয়া সড় সড় করিতেছে। শরীরের পশ্চাতে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, মনে হয় উত্তপ্ত লৌহ ফলক মেরুদণ্ডে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। এতদ লক্ষণসমূহের উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তার

বোনিং হোসেন এলিউমিনা দ্বারা উক্ত প্রকার চারিটী রোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন।

(1) Great heaviness in the lower limbs, can scarcely drag them while walking, staggers and has to sit down in the evening.

(2). Inability to walk except with the eyes open and in the day time.

(3) Numbness of the heel when stepping.

(4) Excessively faint and tired, must sit down.

5. Pain in the back as if a hot iron were thrust through the vertebra.—Nash.

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ইহা অধিকাংশ স্থলে উচ্চক্রম ৩০ এবং ২০০ ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু পুনঃ পুনঃ দেওয়া হয় না। ইহার কার্য্য অত্যন্ত গভীর এবং অধিক দিবস স্থায়ী।

অনুপূরক—এলিউমিনা ব্রাইওনিয়ার অনুপূরক ঔষধ এবং এলিউমিনা ব্রাইওনিয়ার লক্ষণযুক্ত রোগের পুরাতন অবস্থায় ব্যবহার (Alumina is the chronic of Briyonia) হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ব্যারাইটা কার্ব্ব, কোনায়াম (বৃদ্ধলোক-দিগের রোগে)।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল বায়ুতে, শীতকালে, উপবেশনে আলুভক্ষণে, এক দিন পর এক দিন, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায়।

রোগের উপশম—উষ্ণ তরল দ্রব্য পানে, আহারকালীন।

সিসার দ্বারা বিষাক্ত হইলে কিংবা যাহারা রংএর কার্য্য করে তাহাদিগের শূল যন্ত্রণার এলিউমিনা বিষঘ্নরূপে কার্য্য করে।

কার্ব্ব এনামেলিস (Carbo Anamalis)

কয়লা (charcoal) হইতে যে ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে তদানীন্তন চিকিৎসকগণ তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই। মহাত্মা হ্যানিমান যখন ইহার ভৈষজ্য গুণাবলি লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন পেরেরা নামক একজন চিকিৎসক তাঁহাকে অনেক প্রকার বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। আমরা কয়লা হইতে দুইটি মহৎ ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। একটি কার্ব্বভেজ অপরটি কার্ব্ব এনামেলিস। প্রথমটি উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে (vegatable) এবং দ্বিতীয়টি জান্তব পদার্থ (animal) হইতে প্রস্তুত। এখানে কার্ব্ব এনামেলিসের বিষয়ই আলোচনা করিব। মহাত্মা হ্যানিমান গো-চর্ম্ম এবং ডাক্তার নোয়াক এবং ট্রিঙ্ক (Dr. Noack .and Trinks) গো, মেষ ইত্যাদির মাংস দগ্ধ করিয়া অঙ্গারে পরিণত করিয়া কার্ব্ব এনামেলিস প্রস্তুত করিতে পরামর্শ দেন। প্রস্তুত প্রণালী পৃথক হইলেও তাহাতে ঔষধের গুণের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই কারণ উভয় প্রণালী মতেই চূর্ণ করিয়া ডাইলিউসন পরিণত করিতে হয়।

এই দুইটি ঔষধের জন্ম অঙ্গার হইতে হইলেও এবং পরস্পর এক প্রকৃতির হইলেও কিন্তু ইহারা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী ঔষধ (inimical) অর্থাৎ একটার পর আর একটার প্রয়োগ চলে না (do not follow each other)। কার্ব্ব এনামেলিসে উল্লিখিত মতে প্রস্তুত প্রণালী লিখিত থাকিলেও কিন্তু প্রধাণতঃ ইহা অস্থি অঙ্গার হইতেই অধিক হইয়া থাকে। কাজে কাজেই ইহাতে Phosphate of lime এর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যায়, সেই হেতুই কার্ব্ব এনামেলিসকে ক্যালকেরিয়া ফসের একটি অনুপূরক (complementary) ঔষধ বলা হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থির প্রদাহ বিষয়ে (especially in inflammation of the glands)।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। গ্রন্থি প্রস্তরবৎ শক্ত, স্ফীত, যন্ত্রণাযুক্ত। গ্রন্থিপ্রদাহ গ্রীবা, কক্ষদেশ, কুচকি, স্তন ইত্যাদি স্থানে অধিক প্রকাশ পায়। যন্ত্রণা কর্ত্তনবৎ জ্বলনসদৃশ (কোনায়াম)।

২। ঋতুস্রাবে এত অধিক দুর্ব্বল হয় যে, রোগী কথা বলিতেই পারে না (এলিউমিনা, ককুলাস)। ঋতুস্রাব কেবল প্রাতঃকালেই হয়।

৩। ঋতুস্রাব, প্রদরস্রাব, উদারাময় সমুদায়ই অত্যন্ত দুর্ব্বল-কারক, (অর্শ অত্যন্ত দুর্গন্ধজনক—সোরিনাম)।

৪। সামান্য ভারি দ্রব্য উত্তোলনে সহজে টান লাগিয়া যায় কিংবা মচকাইয়া যায় (Easily strained from lifting, even small weights)।

সাধারণ লক্ষণ

১। শিরঃপীড়া—মস্তকে যেন ঝড় বহিতেছে, মস্তক যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, রাত্রিতে মস্তক হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া থাকে।

২। শৈরিক রক্ত প্রধানধাতুযুক্ত (Venous plethora)—গণ্ডস্থল এবং ওষ্ঠদ্বয় নীল ও অত্যন্ত দুর্ব্বল এই প্রকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

৩। রক্তসঞ্চালন ক্ষীণ, একস্থানে স্থগিত (stagnated), জীবনী শক্তির উত্তাপ নিমগ্ন, নীল পাণ্ডু (এন্টিম টার্ট, কার্ব্ব ভেজ) (circulation feeble, stagnated and vital heat sinks, Cyanosis—Antim. T., Carbo veg)।

৪। মৃদু প্রকৃতির নির্দ্দোষ পূঁজ স্রাব দূষিত এবং সাংঘাতিক স্রাবে পরিণত হয়।

৫। সন্ধিস্থল দুর্ব্বল, সহজেই মচ্‌কাইয়া যায় (লেডাম)।

৬। মুক্ত খোলা শুষ্ক বাতাস পছন্দ করে না।

৭। শ্রবনেন্দ্রিয়ের গোলযোগ—কোন দিক হইতে শব্দ আসিতেছে বুঝিতে পারে না।

৮। প্লুরিসি রোগ আরোগ্য হওয়ার পরও বক্ষঃস্থলে সূচী ভেদবৎ (stitching pain) যন্ত্রণা থাকে (র‍্যানানকিউলাস)।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—কার্ব্ব এনামেলিসে তিনটি প্রধান স্থানে কার্য্য প্রকাশ পায়—প্রথমতঃ লসিকা গ্রন্থিসমূহ (Lymphatic gland) বিবৃদ্ধি হয় এবং দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ করায়। দ্বিতীয়তঃ গাত্রত্বকের উপর তাম্রবর্ণ উপদংশ সদৃশ পীড়কা উৎপন্ন করে এবং তৃতীয়তঃ পরিপাক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটায়।

রোগী—কার্ব্ব এনামেলিস বৃদ্ধ লোক এবং যাহারা রোগে ভুগিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগের প্রতি যখন (venous plethora) শৈরিক কৃষ্ণবর্ণ রক্ত বিশেষ রূপে প্রাধান্যতা প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে কাজেকাজেই এই প্রকার লোকদিগের শরীরে নীলবর্ণের প্রবণতা বিশেষরূপে প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় (such patients are particularly inclined to blueness of the skin) হস্ত এবং পদ অতি সহজেই নীল আভাযুক্ত হয়, শিরাগুলি (veins) ফুলিয়া মোটা হইয়া চর্ম্মের উপরে ঠেলিয়া উঠিয়া তাহাদের নীলভাব প্রকাশ করে। এই প্রকার ব্যক্তির সামান্য কারণেই শরীর অসুস্থ হয়। গণ্ডযুগল এবং ওষ্ঠদ্বয় লাল বর্ণের পরিবর্ত্তে প্রায়ই নীল বর্ণ হইয়া থাকে। কার্ব্ব ভেজ এবং কার্ব্ব এনামেলিস উভয় ঔষধই শরীরের বাহিরে কিংবা ভিতরে যে স্থানেই হউক দুর্গন্ধ স্রাবযুক্ত গলিত ক্ষতের (gangrene) অর্থাৎ টিস্যুর পচন অবস্থায় প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয়। ইহা ব্যতীত উভয়েই পরিপাক ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা এবং জীবনী শক্তির অপচয়ে বিশেষতঃ অধিক স্তন পান করান হেতু রোগে প্রয়োগ হয়। যদিও এই দুইটী ঔষধ গ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে প্রয়োগ হয় কিন্তু পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ থাকিলে কার্ব্ব ভেজকে এবং গ্রন্থির স্ফীতি থাকিলে (glandular swelling) কার্ব্ব এনামেলিসকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই দুইটী ঔষধ শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ যখন হ্রাস হইয়া আসে, রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া দুর্ব্বল হয়, শৈরিক রক্ত অত্যন্ত প্রাধান্যতা লাভ করে এবং শরীর নীল আভাযুক্ত হয়, এইরূপ অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে।

গ্রন্থির স্ফীতি এবং বাগী—এই ঔষধটির গ্রন্থির স্ফীতিই (glandular swelling) হইতেছে সর্ব্বপ্রধান পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। কক্ষদেশ, কুচকি, স্তন এবং গ্রীবা প্রদেশের গ্রন্থি অধিক আক্রান্ত হইলেও কিন্তু কক্ষদেশের গ্রন্থি আক্রমণের প্রবণতা (tendency) কিঞ্চিৎ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সমুদায় গ্রন্থীর স্ফীতির আবার বিশেষত্ব হইতেছে কঠিনতা (hardness)। গ্রন্থি এত অধিক স্ফীত শক্ত হয় যে টিপিয়া নরম করা যায় না, প্রস্তরের ন্যায় শক্ত হয় (stony hardness)। গ্রন্থির স্ফীতির সহিত কঠিনতা না থাকিলে কখনই এই ঔষধ নির্ব্বাচিত হয় না, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। গ্রন্থির এই প্রকার স্ফীতির সহিত কর্কট রোগের ন্যায় কর্ত্তনবৎ এবং জ্বালাকর যন্ত্রণা থাকে (কোনায়াম) এবং কার্ব্ব এনামেলিসের এই প্রকার শক্ত অর্ব্বুদ কিংবা গ্রন্থির স্ফীতি কর্কট রোগে পরিণত হইবার খুব সম্ভাবনা থাকে। দোষযুক্ত কিংবা দোষশূন্য প্রমেহ কিংবা উপদংশজনিত অর্থাৎ যে কোন কারণ বশতঃই বাগী হউক যদি তদসহিত উক্ত প্রকার কঠিনতা (hardness) এবং জ্বালা যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে অধিকাংশ স্থলেই কার্ব্ব এনামেলিসকেই প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রকার শক্ত অবস্থায় বাগী অস্ত্র করা হইলে ক্ষত আংশিকরূপে আরোগ্য হইয়া মুখ ফাঁক হইয়া থাকে, শীঘ্র শুষ্ক হয় না এবং ক্ষতের চারি পার্শ্বের ধারে টিস্যু সমুদয় অত্যন্ত শক্ত এবং নীলবর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অস্ত্র করার পর বাগীর এইরূপ অবস্থায় কার্ব্ব এনামেলিস উত্তম কার্য্য করে।

ব্যাডিয়াগা—ইহা উপরোক্ত প্রকার শক্ত বাগীর কার্ব্ব এনামেলিসের একটী সমকক্ষ ঔষধ। অনেক স্থলে কার্ব্ব এনামেলিসের পরিবর্ত্তে ব্যাডিয়াগা ব্যবহার হয়।

কর্কট রোগ (Cancer)—কর্কট রোগে কার্ব্ব ভেজ অপেক্ষা কার্ব্ব এনামেলিসের প্রয়োগ অধিক হইয়া থাকে, বিশেষতঃ স্তন এবং জরায়ুর cancer এ ইহা একটি অতি উপযুক্ত ঔষধ। স্তনের cancer গ্রন্থিসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্ত অর্ব্বুদের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং প্রস্তরবৎ শক্ত বোধ হয় (In mammary cancer the gland indurated in little nodes) অথবা স্তনের জায়গায় জায়গায় কিঞ্চিৎ স্থান গোলাকার হইয়া প্রস্তরের ন্যায়

কঠিন হয় এবং ক্রমশঃ উক্ত গোলাকার স্থানের চারি পার্শ্বের চর্ম্ম নীলবর্ণ এবং mottled হইতে থাকে অর্থাৎ কার্ব্ব এনামেলিসের চরিত্রগত লক্ষণ venous stasis প্রকাশ পায়। আক্রান্ত স্তনের পার্শ্বের বগলের গ্রন্থি শক্ত এবং প্রদাহযুক্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে কর্কট রোগের ন্যায় জ্বালা এবং টাটানি যন্ত্রণা হইতে থাকে; ক্রমশঃ প্রকৃত cancer এ পরিণত হয়। আক্রান্ত গ্রন্থিতে ক্ষত প্রকাশ পায়, কলতানিসদৃশ স্রাব নিঃসৃত হয় এবং ক্ষতের চারি পার্শ্বের স্থান জ্বালা করিতে থাকে। ইহা ব্যতীত যে কোন প্রকার ক্ষত কিংবা নালী ক্ষত হউক না, যে স্থানে তাহার চারিপার্শ্বের স্থান শক্ত হয় এবং জ্বালা করে ও ক্ষতকারক স্রাব নিঃসরণ হয়, সেই স্থানে কার্ব্ব এনামেলিসকে চিন্তা করিবে। (Now in ulcers and fistulous openings, where the walls become hard and burn, and the discharge becomes acrid, carbo Anamalis is frequently the remedy.—Kent) কার্ব্ব এনামেলিস জরায়ুর cancer এরও একটি উত্তম ঔষধ, এমতাবস্থায় cervix অত্যন্ত শক্ত হয়। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হয় এবং সমুদায় উরুদেশ পর্য্যন্ত যন্ত্রণায় জ্বলিতে থাকে ও জোনিদেশ হইতে ক্ষতকারক তরল দুর্গন্ধ স্রাব হয়। মৃদু প্রকৃতির নির্দ্দোষযুক্ত পূজোৎপাদন (Bengin suppuration) শেষে কলতানিযুক্ত উৎকট রোগে পরিণত হয়।

প্রচুর রজঃস্রাব—জরায়ুর পুরাতন কঠিনতার দরুণ রজঃস্রাব অত্যন্ত প্রচুর হয় (menorrhagia from chronic induration of the uterus) ইহা ব্যতীত এই প্রকার রক্তস্রাব গ্রন্থীর স্ফীতিযুক্ত ভগ্নস্বাস্থ্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও অধিক হয়।

পরিপাক ক্রিয়া—পরিপাক ক্রিয়া বিষয়ে কার্ব্ব ভেজ এবং কার্ব্ব এনামেলিসে যথেষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে। কার্ব্বভেজে যাহাই আহার করা যায় যেন সমুদায়ই বায়ুতে পরিণত হয়। বায়ুর প্রকোপ অত্যন্ত অধিক। কার্ব্ব এনামেলিসে পাকস্থলী খালি খালি বোধ করে, যেন পাকস্থলীতে কিছুই নাই এবং আহারেও উপশম হয় না (সিপিয়া)। এইরূপ লক্ষণ স্তনদাত্রী দুর্ব্বল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এবং কার্ব্বভেজের ন্যায় সামান্য আহারেই পাকস্থলীতে কষ্ট হয় অথচ কার্ব্বভেজ অপেক্ষা কার্ব্ব

এনামেলিসই এইরূপ স্ত্রীলোকদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ইহা ব্যতীত কার্ব্ব এনামেলিসে পাকস্থলীতে শীতলতা বোধ লক্ষণ থাকে, হস্ত দ্বারা খুব জোরে চাপিয়া ধরিলে কিংবা পেটের উপর হাত বুলাইলে উপশম হয়। এই প্রকার লক্ষণ সাধারণতঃ দুর্ব্বল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অধিক প্রকাশ পায়। কার্ব্ব ভেজে পাকস্থলীতে ভার ভার বোধ এবং অত্যন্ত উষ্ণভাব বর্ত্তমান থাকে। কার্ব্ব এনামেলিস রোগী সাধারণতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির, (general characteristic—great weakness)।

অর্শ (Pile)—কার্ব্ব এনামেলিস এবং কার্ব্ব ভেজ উভয় ঔষধই পরিপাক ক্রিয়ার দুর্ব্বলতাসহ অর্শ রোগে ব্যবহার হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কার্ব্ব এনামেলিস হইতে তরল গন্ধশূন্য স্রাব হয়, আর কার্ব্ব ভেজ হইতে দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত কিংবা কল্‌তানির ন্যায় স্রাব হয় কিন্তু কার্ব্ব ভেজে পেট ফাঁপা, উদ্গার ইত্যাদি লক্ষণ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে এবং কার্ব্বভেজ অর্শ রোগে কার্ব্ব এনামেলিস অপেক্ষা অধিক প্রয়োগ হয়।

নিউমোনিয়া, ব্রোঙ্কাইটিস্, থাইসিস্ এবং কাশি—এই উভয় ঔষধই নিউমোনিয়া, ব্রোঙ্কাইটিস, থাইসিস্ ইত্যাদি রোগের শেষ অবস্থায় যখন ফুসফুসের টিস্থ সমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া আইসে এবং পুতিগন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা উঠিতে থাকে তখন ব্যবহার হয়। কার্ব্ব এনামেলিসের কাশি শ্বাস-রোধক এবং স্বরভঙ্গের ন্যায় কর্কশ (suffocating hoarse cough) কাশিতে কাশিতে যেন দম আটকাইয়া যাইবে এইরূপ মনে হয় এবং কাশি-কালীন মস্তিষ্ক ঝাঁকাইয়া ওঠে, মনে হয় মস্তকের ভিতরটা যেন আলগা হইয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত বক্ষঃস্থল শীতল বোধ করে (ব্রোমিন, ক্যাম্ফর) এবং সবুজ বর্ণ পুঁজসদৃশ ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা সাধারণতঃ দক্ষিণ ফুসফুস হইতে উঠিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় যন্ত্র দ্বারা বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিয়া দেখিলে cavity হইয়াছে কিনা জানিতে পারা যায়। রোগী নিদ্রার জন্য চক্ষু বুজিতে চেষ্টা করিলেই শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবে এইরূপ মনে হয়। কার্ব্ব ভেজের কাশি অনেকটা আক্ষেপযুক্ত স্বর ভঙ্গের ন্যায় (spasmodic and aphonia)। বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত জ্বালা থাকে এবং প্রচুর শ্লেষ্মা ওঠে,

বিশেষভাবে বৃদ্ধ লোকদিগের ব্রোঙ্কাইটিসে। শ্লেষ্মা পীতবর্ণ এবং কার্ব্ব এনামেলিস অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক পুতিগন্ধযুক্ত। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট থাকে, বিছানায় নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হয় এবং শ্লেষ্মায় গলায় ঘড় ঘড় (rattling) শব্দ হয়।

কার্ব্বভেজে বুকের জ্বালা (burning sensation) বোধ এবং শ্লেষ্মার পুতিগন্ধ অত্যন্ত অধিক, ইহা ব্যতীত স্বরভঙ্গ (hoarseness) বর্ত্তমান থাকে। সন্ধ্যাকালীন বৃদ্ধি স্বরভঙ্গের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

উপদংশ—ধাতুগত এবং tertiary (তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত) উপদংশে পারদের অপব্যবহারের পর বিশেষতঃ যখন গ্রন্থিসমূহ ফুলিয়া শক্ত হইয়া ওঠে এবং রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া আসিতে থাকে এই প্রকার লক্ষণে কার্ব্ব এনামেলিস কার্ব্ব ভেজ অপেক্ষা প্রায়ই অধিক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। সমস্ত শরীরময় এবং বিশেষভাবে মুখমণ্ডলে তাম্রবর্ণ উপদংশ পীড়িকা (eruption) বহির্গত হয়। এই বিষয়ে কার্ব্ব ভেজ অপেক্ষা মার্কিউরিয়াস বিন, নাইট্রিক এসিড এবং ব্যাডিয়াগার সহিত কার্ব্ব এনামেলিসের অধিক সাদৃশ্য রহিয়াছে।

দুর্ব্বলতা (debility)—দুর্ব্বলতায় কার্ব্ব ভেজ, কার্ব্ব এনামেলিসকে পরাস্ত করিয়াছে। কার্ব্বভেজের দুর্ব্বলতা অত্যন্ত অধিক। টাইফয়েড, নিউমোনিয়া ইত্যাদির শেষ অবস্থায় কার্ব্ব এনামেলিস প্রয়োগের বিশেষ কোন লক্ষণই পাওয়া যায় না। একমাত্র অত্যধিক স্তনপান করান হেতু (lactation) দুর্ব্বলতায় কার্ব্ব এনামেলিস এবং কার্ব্বভেজের পার্থক্য নিরূপণে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইতে পারে। কার্ব্ব এনামেলিসের দুর্ব্বলতা যদিও একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ কিন্তু এই দুর্ব্বলতা ঋতুস্রাব এবং শ্বেত প্রদরের পর যত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোন অবস্থায় তত অধিক দৃষ্টিগোচর হয় না।

ঋতুস্রাবের পর রোগী এত অধিক দুর্ব্বলতা অনুভব করে যে, কথা বলিতে পারে না—(The flow always weakens so that she can hardly speak)। কার্ব্ব এনামেলিস রোগীর দুর্ব্বলতা একটি সার্ব্বজনীন লক্ষণ হইলেও কিন্তু ইহা উক্ত অবস্থায় অত্যধিকরূপে প্রকাশ পায় এবং রোগী

দুর্ব্বলতা বিশেষরূপে জানুদ্বয়ে অনুভব করে। ডাক্তার গারেন্সি (Dr. Guernsey) ইহাকে জানুদ্বয়ের দুর্ব্বলতার ঔষধ নির্ব্বাচনের একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ মনে করিতেন।

কানপাকা এবং বধিরতা—কর্ণরোগেও কার্ব্বভেজ. এবং কার্ব্ব এনামেলিসের সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় ঔষধেই কর্ণ স্রাব রহিয়াছে (otorrhoea) স্রাব তরল কলতানি সদৃশ রক্ত মিশ্রিত এবং ক্ষয়কারক। কার্ব্ব এনামেলিসে কর্ণের পশ্চাতে এবং mastoid process এর উপরস্থিত অস্থি আবরক ফুলিয়া উঠে (নাইট্রিক এসিড, অরামমেটালিকাম, কষ্টিকাম)। কার্ব্বভেজের কানপাকা বিশেষতঃ কোন প্রকার পীড়কা রোগ (exanthematous) বশতঃ যেমন হাম, স্কার্লেটিনা ইত্যাদি হেতু উৎপন্ন হয় এবং কার্ব্বএনামেলিসের ন্যায় কর্ণের পশ্চাতের অস্থি আবরকের কোন প্রকার স্ফীতি থাকে না। কর্ণস্রাব ব্যতীত এই উভয় ঔষধই কর্ণ বধিরতাতেও (deafness) প্রয়োগ হয়—কার্ব্ব এনামেলিসে রোগী কোথা হইতে শব্দ আসিতেছে ঠিক করিতে পারে না, শ্রবনেন্দ্রিয়ে ধাঁধা লাগিয়া যায়। কার্ব্ব এনামেলিসে এইরূপ অস্বাভাবিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। কার্ব্বভেজে কর্ণের খোল (cerumen or wax) হ্রাস হওয়ায় অত্যন্ত শুষ্কতা বশতঃ কিংবা দুর্গন্ধযুক্ত কর্ণ খোলের স্রাব বশতঃ বধিরতা হয়।

চক্ষুরোগ—চক্ষুরোগেও এই দুইটি ঔষধের সাদৃশ্য আছে কার্ব্ব এনামেলিস রোগী farsighted অর্থাৎ নিকটের বস্তু সকলকে অনেক দূরে দেখে এবং মনে করে চক্ষু আল্‌গা (loose) হইয়া রহিয়াছে। প্রাচীন লোকদিগের কোন কিছু পড়িতে হইলেই দৃষ্টি ঘোলা বোধ হয় আবার হাত দিয়া চক্ষু রগড়াইয়া দিলেই পরিষ্কার হয়। কার্ব্বভেজ ঠিক ইহার বিপরীত near sighted অর্থাৎ কোন কিছু দেখিতে হইলে জিনিষটিকে চক্ষুর নিকটে আনিতে হয় এবং অধিকক্ষণ এক ভাবে চক্ষুকে খাটাইলে ইহা অধিক বৃদ্ধি হয়।

মচকান (sprain)—কার্ব্ব এনামেলিসে শরীরের সন্ধিস্থল সমূহ অত্যন্ত দুর্ব্বল, সামান্য একটি দ্রব্য উত্তোলন করিতেই সন্ধিস্থল মচকাইয়া যায়।

পায়ের গোড়ালির সন্ধিস্থল হাঁটাহাঁটিতে দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত অল্পতেই উল্টাইয়া যায়।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় এবং ঋতুস্রাব—জরায়ুগ্রীবার কঠিনতা এবং তদ্‌সহ বিটপস্থানের জ্বালা যন্ত্রণায় কার্ব্ব এনামেলিসকে সিপিয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা যাইতে পারে। বস্তি কোটর এবং কটিদেশের পশ্চাতে প্রসববৎ যন্ত্রণা হয়, প্রদর স্রাবে কাপড়ে পীতবর্ণ দাগ লাগে। ঋতুস্রাবে রোগী ভীষণ দুর্ব্বল বোধ করে, এমন কি দুর্ব্বলতায় কথা বলিতে পারে না (এলিউমিনা, ককুলাস), ঋতু কেবল প্রাতঃকালেই হয়। পেটে খালি বোধ করে, আহারেও উপশম হয় না, একলা থাকিতে চায় কাহারো সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে ইচ্ছা করে না, দুর্গন্ধ বায়ু এবং স্রাব নিঃসৃত হয় এবং তদ্‌স্পর্শে স্থান হাজিয়া যায়।

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়ায় মনে হয় মস্তকে যেন ঝড় বহিতেছে। মস্তক যেন চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যাইতেছে, রাত্রিতে শয্যায় মস্তক হস্ত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া থাকে।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—উচ্চক্রম ৩০,২০০ অধিক ব্যবহার হয়। দুর্গন্ধযুক্ত কল্‌তানি ইত্যাদিতে Dr. Drury উচ্চক্রম প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন। অন্যান্য অবস্থায় নিম্নক্রমই ব্যবহার হইয়া থাকে।

অনুপূরক—ক্যালকেরিয়া ফস।

সমগুণসম্পন্ন ঔষধ সমূহ—ব্যাডিয়াগা, ব্রোমিন, কার্ব্বভেজ, ফসফরাস, সিপিয়া, সালফার।

প্রতিবন্ধক (Inimical)—কার্ব্বভেজ।

রোগের বৃদ্ধি—ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদনে, (ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদনে উপশম ব্রোমিন) সামান্য স্পর্শে, মধ্য রাত্রির পর, ঋতুস্রাবে।

রোগীর বিবরণ

১। এক ৩৫ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের দক্ষিণ স্তনে এক বৎসরের মধ্যে একটি কপোতের ডিম্বের আকৃতি সদৃশ এক অর্ব্বুদ হইয়াছিল। উহা শক্ত এবং ভারযুক্ত ছিল এবং উহাতে জ্বালাকর বেদনা হইত। ঐ সময়ে উহার দক্ষিণ স্ক্যাপুলা অস্থির উপর আর একটি অর্ব্বুদ বাহির হয়, উহার মুখটি নরম ছিল কিন্তু পার্শ্বদেশ অত্যন্ত শক্ত ছিল। তাহাকে প্রত্যেক সপ্তাহে ৩০ ক্রম কার্ব্ব এনামেলিস এক মাত্রা করিয়া ব্যবস্থা করাতে এক মাসের পর তাহার দুইটি অর্ব্বুদই বিলীন হইয়া যায়।

২। এক ৪৬ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের ২৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গলার থাইরডের গ্রন্থি ফুলিয়া উঠে। উহাতে চাপ সহ্য হইত না, সামান্য চাপ পাইলেই শ্বাসকষ্ট ও দপদপানি হইত। আইওডিন বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োগে কিছুই উপকার হয় নাই। এই সঙ্গে স্ত্রীলোকটীর প্রদর রোগ বর্ত্তমান ছিল। সিপিয়া সকালে এবং বৈকালে সেবন করাইয়া আড়াই মাসে শ্বেতপ্রদর আরোগ্য হইলে পর কার্ব্ব এনামেলিস ৬ শক্তি ৪ দিবস পর এক একবার সেবনে গলদেশের গ্রন্থির স্ফীতি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল।

ডাঃ পায়ারা।

কেলিবাইক্রমিকাম (Kalibichromicum)

এই ঔষধটি সর্ব্বপ্রথম ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ড্রিসডেইল (Dr. Drysdale) কর্ত্তৃক ১১ জন পুরুষলোকে এবং ৫ জন স্ত্রীলোকের উপর প্রুভিং করা হয়। তৎপর অষ্ট্রিয়ান ডাক্তার আর্ণেথ (Dr. Arneth) ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইহা আরো বিষদরূপে প্রুভিং করেন।

ক্যালি বাইক্রমিকামের আর একটি নাম বাইক্রমেট অব পটাশ (Bichromate of Potash)। ইহাতে ক্রোমিক এসিডের সংস্রব পাওয়া যায়। ক্রোমিক এসিড একটি ভীষণ ক্ষয়কারক ঔষধ। শরীরস্থ টীসু সমুদায়কে অতি শীঘ্র ধ্বংস করিয়া ফেলে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। সকল প্রকার শ্লেষ্মা, রক্ত, রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা অথবা পুঁজ যে কোন স্থান হইতেই স্রাব হউক, সর্ব্বদা রজ্জুবৎ লম্বা হয়, টানিলে দরির ন্যায় লম্বা হইয়া যায় (discharges of a tough stringy mucus which adheres to the parts and can be drawn into long strings—Hydrastis, Lys).

২। যন্ত্রণা এত ক্ষুদ্র স্থানে হয় যে, অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চাপিয়া ধরা যায়, যন্ত্রণা সরিয়া সরিয়া বেড়ায় এবং হঠাৎ আসে হঠাৎ যায় (বেল) (Pain in small spots can be covered with the point of finger, shift rapidly).

৩। নাসিকার মূল প্রদেশে ভার ভার বোধ যন্ত্রণা হয় এবং নাসিকা হইতে শ্লেষ্মাপিণ্ড নিঃসৃত হয় (discharge of plugs, clinkers) রজ্জুবৎ লম্বা চট্‌চটে সবুজ, পীত অথবা সাদা শ্লেষ্মা স্রাব হয়।

৪। নাসিকার ভেদক অস্থিতে (septum) অথবা টাকরায় গোলাকার এবং গভীর ক্ষত হয়। রক্ত অথবা শক্ত শক্ত বৃহদাকার শ্লেষ্মাপিণ্ড স্রাব হয়।

৫। ক্ষতের ধার পরিষ্কার এবং গভীর, যেন ছুরি কিংবা ছেনি দিয়া কাটা হইয়াছে (edges clear and deep as if cut with a punch or knife) এবং ক্ষতের ধার তাম্রবর্ণ আভাযুক্ত (coppery hue).

৬। শিরঃপীড়া—আক্রমণের প্রারম্ভেই চক্ষুর দৃষ্টি অপরিষ্কার অথবা অন্ধ হইয়া যায় (জেলস, ল্যাকডি) অথচ শিরঃপীড়ার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি পরিষ্কার হইয়া আইসে।

৭। ডিফ্‌থিরিয়া—কৃত্রিম ঝিল্লি শক্ত চর্ম্মের ন্যায়, ঈষৎ পীত-বর্ণ, স্থান হইতে ছাড়ে না এবং নিম্নে বিস্তারিত হয়।

৮। পাকস্থলীর গোলযোগে এবং ডিফ্‌থিরিয়ায় জিহ্বার মূল দেশ পুরু পীতবর্ণ লেপে আবৃত থাকে।

৯। পাকস্থলীতে গোলাকার ক্ষত হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী মোটা দেখিতে সুন্দর এবং শ্লেষ্মাপ্রবণ।

২। বাত—পেটের গোলযোগের সহিত পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায় (Rheumatism alternating with grastric symptoms).

৩। আহারের অব্যবহিত পরই পেট ফাঁপিয়া ওঠে।

৪। ক্রুপকাশি—রজ্জুবৎ চটচটে লম্বা শ্লেষ্মা নির্গত হয়, প্রাতঃকালে নিদ্রা-ভঙ্গে অধিক হয়, সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস কষ্ট থাকে শয়নে উপশম হয়।

৫। স্থূলকায় ব্যক্তিদিগের সহবাস ইচ্ছার অভাব।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—কেলিবাইক্রমিকামের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর (mucous membrane)। চক্ষু, নাসিকা, মুখগহ্বর, গলদেশ, বায়ুনলী, অন্ত্র, জননেন্দ্রিয়, মূত্রপথ ইত্যাদি শ্লেষ্মা-স্রাবী স্থানসমূহের সর্ব্বপ্রথম প্রদাহ উপস্থিত হয় এবং তদহেতু উক্ত স্থানসমূহ হইতে প্রচুর রসবৎ (plastic) এবং রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণ হইতে থাকে। শ্লেষ্মার প্রাচুর্য্যবশতঃ সময় সময় গলদেশে কৃত্রিম পর্দ্দা ও (false membrane) উৎপন্ন হয়। কেলিবাইক্রমিকামের কার্য্য শ্বাসপ্রশ্বাস ঝিল্লিতেই অত্যন্ত অধিকরূপে প্রকাশ পায় এবং বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ হইতেছে রজ্জুবৎ লম্বা শ্লেষ্মা স্রাব অর্থাৎ শ্লেষ্মা আঠার ন্যায় চট্‌চটে, স্থান হইতে সহজে ছাড়ে না। টানিলে দাঁড়ির ন্যায় লম্বা হইয়া যায় (discharges are tough stringy ropy which adheres to the parts and can be drawn with a long strings)। স্রাবের এই প্রকার বিশেষত্ব অন্য কোন ঔষধে এত অধিকরূপ প্রকাশ দেখা যায় না। যদিও হাইড্রাসটিস, আইরিস, কেলিকার্ব্ব ইত্যাদি ঔষধে রজ্জুবৎ লম্বা স্রাব রহিয়াছে কিন্তু এই বিষয়ে কেলিবাইক্রমিকামই সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। উপরোক্ত প্রকার স্রাব যে কোন স্থান হইতেই হউক কেলিবাইক্রমিকামকে চিন্তা করিবে।

(২) গ্রন্থির মধ্যে যকৃত এবং মূত্রপিণ্ড অধিক আক্রান্ত হয়। দক্ষিণ কুক্ষিপ্রদেশ কন্‌কন করে, কর্দ্দম সদৃশ অথবা পাংশুটে বর্ণ মলত্যাগ হয় এবং স্বল্প হয়। মূত্রযন্ত্রে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া অত্যন্ত রক্তাধিক্যতা এবং মূত্রনলীতে প্রদাহ ও ক্ষত উৎপন্ন করে।

(৩) সূত্রবৎতন্তু (Fibrous tissue) এবং অস্থির আবরণে (Perios teum) ও উপাস্থিতে (cartilages) বিশেষতঃ নাসিকার ভেদকে (septum) অধিক ক্ষত উৎপন্ন করিয়া নাসিকার অস্থি নষ্ট করিয়া ফেলে।

রোগী—ক্যালিবাইক্রমিকাম রোগী মোটা এবং দেখিতে সুন্দর, উপদংশ কিংবা চর্ম্মরোগগ্রস্থ এবং যে সমুদায় শিশুর অল্পতেই ক্রুপ কাশি কিংবা শ্লেষ্মারোগ (Catarrhal) হয় তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

কর্ণপ্রদাহ—শিশুদিগের কর্ণের মধ্য প্রদেশের প্রদাহে বিশেষতঃ যখন membrana tympani অর্থাৎ কর্ণের মধ্যস্থলের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আক্রান্ত

হয়, তাহাতে ক্যালিবাইক্রমিকাম উত্তম কার্য্য করে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব রজ্জুবৎ চট্‌চটে লম্বা স্রাব কিংবা রজ্জুবৎ পুঁজ বর্ত্তমান থাকা চাই। কর্ণের এই প্রকার স্রাবের সহিত যন্ত্রণা হইয়া কর্ণ এবং গ্রীবা প্রদেশস্থ গ্রন্থি প্রদাহ হইয়া ফুলিয়া উঠে।

ডিফথিরিয়া—গলদেশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির রোগের নিঃসরণেও সেই একই অবস্থা (রজ্জুবৎ) দৃষ্টিগোচর হয়। ক্যালিবাইক্রমিকম ডিফ্‌থিরিয়ার একটি উপযুক্ত ঔষধ। ডিফ্‌থিরিয়ার croupous অবস্থাতেও ইহা প্রয়োগ হয়। যে শ্লৈষ্মিক পর্দ্দা উৎপন্ন হয় তাহা চর্ম্মের ন্যায় পুরু এবং পীত আভাযুক্ত হয়, ইহা ব্যতীত জিহ্বাও পীতবর্ণ লেপাবৃত থাকে অথবা শুষ্ক এবং চক্‌চকে হয়। গলদেশে যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া তাহা ঘাড় এবং স্কন্ধপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে গ্রীবাপ্রদেশের গ্রন্থি শক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে। এই প্রকার লক্ষণ অনেকটা যদিও মার্কিউরিয়াস আইওডাইডে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ক্যালিবাইক্রমিকামের রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা স্রাবে ইহা মার্কআইওডাইড হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। ক্যালিবাইক্রমের স্রাব নাসিকা হইতেই হউক কিংবা গলদেশ হইতেই হউক সর্ব্বদা তাহা চট্‌চটে রজ্জুবৎ লম্বা।

আইওডাইড অব মার্কারি—কৃত্রিম পর্দ্দা প্রচুর রাশীকৃত হইয়া তালুমূল এবং আভ্যন্তরীণ নাসিকারন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। গলদেশের গ্রন্থি স্ফীত হয়, জিহ্বার পশ্চাদ্দেশ পুরু পীতবর্ণ লেপে আবৃত থাকে এবং গলাভ্যন্তরে শ্লেষ্মার প্রাচুর্য্য হেতু পুনঃ পুনঃ গলা খেঁক্‌রাইতে হয় (There is excessive production of mucous in the throat causing a great deal of hawking)। মার্ক আইওডের শ্লেষ্মা এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি অল্পতেই খসিয়া আইসে, ক্যালিবাইক্রমিকমে আইসে না আঠার ন্যায় লাগিয়া থাকে, টানিলেই রজ্জুবৎ লম্বা হইয়া যায়।

কার্ব্বলিক এসিড এবং কেলি পারম্যাঙ্গেনিকম—ডিফ্‌থিরিয়াতেও ইহাদের প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু ইহাদিগেতে পচন গন্ধ অত্যন্ত অধিকরূপে বর্ত্তমান থাকে। কার্ব্বলিক এসিডে সময় সময় মুখ হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত জ্বলন যন্ত্রণা হয় কিংবা অনেক সময় আবার কিছুই হয় না।

মুখমণ্ডলের চেহারা ঈষৎ লাল হয় অথবা মুখবিবরের ও নাসিকার চারিধার ফ্যাকাসে বর্ণ হয়। ইহাদের আর একটি বিশেষত্ব যে রোগী অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভীষণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ক্যালিপারম্যাঙ্গেনিকমে পুতিগন্ধসহ গলদেশ এবং ঘারের পেশীর যন্ত্রণা ও টাটানি হয়।

মার্কিউরিয়াস সায়েনাইড—ইহার ডিফথিরিয়াও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। রোগ শীঘ্র সমুদয় গলদেশে এবং মুখগহ্বরে বিস্তারিত হইয়া পড়ে। কর্ণমূল এবং গ্রীবাপ্রদেশের গ্রন্থি প্রদাহ এবং স্ফীত হয়। অনবরত লালস্রাব হইতে থাকে। রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় সকল চিকিৎসকই এই ঔষধটিকে অত্যন্ত উচ্চ স্থান প্রদান করেন।

গলকোষপ্রদাহ (Pharyngitis)—গলকোষপ্রদাহে (Folli cular Pharyngitis) ক্যালিবাই ক্রম প্রায়ই ব্যবহার হয়। এরূপ অবস্থায় গলদেশের (pharyangeal) গাত্রে শ্লেষ্মাবটি (follicles) শক্ত হইয়া দানা দানা আকারে লাগিয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে গলদেশ শুষ্ক এবং খস্‌খসে (rough) বোধ হয়। ইহা ব্যতীত সময় সময় গলদেশ চট্‌চটে শ্লেষ্মায় সমাবেশ হইয়া থাকে। এবম্প্রকার গলকোষ প্রদাহ (follicular pharyngitis) শীঘ্র আরোগ্য হয় না, ইহার আরোগ্য অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। রোগী এবং চিকিৎসক উভয়েরই ধৈর্য্য দরকার। এতদ্ বিষয়ে হেপার সালফার, কেলিক্লোরিকাম এবং ইস্‌কিউলাসের প্রয়োগেও দেখা যায়। কেলিক্লোরিকামে শ্বাসপ্রশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। ইস্‌কিউলাসের সহিত যদিও ক্যালিবাইক্রমিকামের সাদৃশ্য আছে কিন্তু ইস্‌কিউলাসের শ্লেষ্মা স্রাব রজ্জুবৎ লম্বা নয়।

সর্দ্দি—নূতন কিংবা পুরাতন উভয় প্রকার সর্দ্দিরই ক্যালিবাইক্রম একটি অতি মহৎ ঔষধ। স্রাব সাদা অথবা পীতবর্ণ রজ্জুবৎ এবং সময় সময় দুর্গন্ধযুক্ত। কেবল যে নূতন অবস্থায় রজ্জুবৎ লম্বা শ্লেষ্মা স্রাব বর্ত্তমান থাকিলেই কেলিবাইক্রম প্রয়োগ হইবে, আর অন্য কোন অবস্থায় হইবে না তাহা মনে করিও না। বরং পুরাতন অবস্থাতেই ইহা অধিক কার্য্য করে। পুরাতন অবস্থায় যখন রোগী নাসিকার মূলদেশে ভার অথবা চাপ (pressure) বোধ করে বিশেষতঃ দৈনিক নাসিকাস্রাব বন্ধ হইয়া উক্ত প্রকার এবং

শিরঃপীড়া, যন্ত্রণা ইত্যাদি অধিকরূপ প্রকাশ পাইলে তাহাতে ইহা অধিক প্রয়োগ হয় এবং এতদহেতু রোগী মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে কপাল পর্য্যন্ত ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করে।

নাসিকাভ্যন্তরে plugs and clinkers অর্থাৎ শ্লেষ্মাপিণ্ড পুনঃ পুনঃ নাসিকা পরিষ্কার করা সত্ত্বেও উৎপন্ন হয়। সময় সময় রবারের ন্যায় শক্ত (elastic) শ্লেষ্মাপিণ্ড কিংবা গেঁজের ন্যায় পদার্থ নিঃসরণ হয়। প্রাতঃকালে এই প্রকার শ্লেষ্মাপদার্থ কিংবা রজ্জুবৎ সবুজবর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়া গলাভ্যন্তর প্রদেশে অধিক পতিত হয়। ইহার কোন প্রকার প্রতিকার না করা হইলে মন্দ হইতে মন্দতর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে নাসিকা রন্ধ্রের septum অর্থাৎ ভেদক অস্থিতে ক্ষত উৎপন্ন করে এবং ক্ষতে সমুদায় septum পর্য্যন্ত নষ্ট হইবার উপক্রম হয়।

অর্ব্বুদ এবং নাসারন্ধ্রের ক্ষত—নাসিকার অর্ব্বুদে ও নাসারন্ধ্রের পচা ঘায়ে ক্যালিবাইক্রমিকাম অত্যন্ত প্রয়োগ হয়। ক্যালিবাই-ক্রমিকামের ক্ষত দেখিলে মনে হয় যেন ক্ষতটি ছুরি কিংবা ছেনি দিয়া পরিষ্কার করিয়া কাটা হইয়াছে, ক্ষতের মধ্যস্থল ঈষৎ গভীর এবং লাল ও ধারগুলি সমান থাকে (deep as if cut with a punch or knife, edges are regular and very red) অনেকটা নাইট্রিক এসিডের বিপরীত। ক্যালি-বাইক্রমিকামের ক্ষতের ইহাই হইতেছে বিশেষত্ব। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে, নাসিকাভ্যন্তরের অর্থাৎ নাসারন্ধ্রের ভেদক অস্থিতে ও গলাভ্যন্তরের তালুতে (palate) ক্ষত হইলে এবং ক্ষতের চারিধার যেন ছুরি দিয়া কাটা হইয়াছে, ক্ষতের অবস্থা এইরূপ দেখিলে সর্ব্বপ্রথম ক্যালিবাইক্রমিকের বিষয় চিন্তা করিবে। কিন্তু ক্যালিবাইক্রমিকাম নির্ব্বাচন করিতে হইলে ইহার রজ্জুবৎ শ্লেষ্মাস্রাবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে, ক্যালিবাইক্রমিকামের ইহা বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ।

উপদংশ—উক্ত প্রকার ক্ষত নাসিকাতেই যে কেবল হয় তাহা নয়। যে কোন শ্লেষ্মাস্রাবী স্থানেই হইতে পারে কিন্তু নাসিকা গলদেশের অভ্যন্তর প্রদেশ এবং টাকরা (fauces and palate) অধিক আক্রান্ত হয়

এবং ক্ষতে টাকৃরা ছিদ্র হইবার উপক্রম হয়! ক্ষত দেখিতে একটি গোলাকার সিকির ন্যায়, ধারগুলি সমান এবং ক্ষতের চারিধারের স্থান তাম্রবর্ণ লাল আভাযুক্ত হয় (coppery red)। নাসিকা এবং গলাভ্যন্তরের উক্ত প্রকার ক্ষত প্রায়ই উপদংশ দোষজনিতই উৎপন্ন হয় এবং ক্যালিবাইক্রম তাহার একটি উত্তম ঔষধও বটে। লিঙ্গ-মুণ্ডে কিংবা লিঙ্গ-ত্বকে উপদংশের ন্যায় ক্ষত প্রকাশ পায়, ক্ষত বরং বিস্তৃতি না হইয়া ক্রমশঃ গভীর হইতে থাকে (tendency to eat deeply, rather than spread superficially)। এই প্রকার ক্ষতের সহিত নাসিকা এবং গলদেশের প্রদাহ এবং ক্ষত বর্ত্তমান থাকা উচিত।

ক্রুপ (Croup)—Membranous Croupএর কেলিবাইক্রমিকাম একটি উৎকৃষ্ট এবং মহৎ ঔষধ। ইহা সচরাচর স্থূলকায় সুশ্রী শিশুদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। কৃত্রিম ঝিল্লি নিম্নে বিস্তারিত হইয়া কণ্ঠনালী (larynx) এবং trachea আক্রমণ করিবার উপক্রম করে (ব্রোমিয়ামের বিপরীত) এবং সেই অবস্থায় ইহাকে একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলা হয় (when the membrane extends downwards into the larynx causing membranous croup, I believe no remedy excels it—Dr. Nash).

গলদেশ অত্যন্ত লালবর্ণ হয়। তালুমূলও (tonsils) লাল ও স্ফীত হইয়া ওঠে। কাশি ঠন্ ঠন্ এবং ঘড়ঘড়ানি শব্দযুক্ত হয় এবং উদরের সম্মুখ (epigastrium) প্রদেশ অথবা বুকাস্থির (sternum) নিম্ন তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কাজে কাজেই sternum প্রদেশে খুস্ খুস্ হইয়াই কাশি উৎপন্ন হইতেছে এইরূপ মনে হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হয়, দম আটকাইয়া যাইবার উপক্রম হয়, শিশু নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে, সমুদায় বক্ষঃস্থল শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টে উম্মিবৎ নামিতে উঠিতে থাকে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি অত্যন্ত পুরু হইয়া কণ্ঠনালীর পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া দেয়। রজ্জুবৎ লম্বা এবং চট্‌চটে সাদা অথবা পীতবর্ণ গয়ের ওঠে ও তৎসহিত ময়দা সিদ্ধের ন্যায় খণ্ড খণ্ড শ্লেষ্মা বর্ত্তমান থাকে। রোগ শেষ রাত্রিতে (৩টা হইতে ৫টা) অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। (সমস্ত কেলি ঔষধগুলির বৃদ্ধি শেষ রাত্রিতে)। সময় সময় এই প্রকার croup নিম্নদিকে বিস্তারিত হইয়া trachea এবং ভুজনালী (bronchai) পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া croupous bronchitis উৎপন্ন করে—ইহা অত্যন্ত

সাংঘাতিক অবস্থা। ইহাতে সমুদায় ভুজনলী ধ্বংস হইয়া যায়। ক্যালিবাই-ক্রমিকামে যে ঝিল্লি উৎপন্ন হয় তাহা আইডিন, ব্রোমিন ইত্যাদি অপেক্ষা অধিক পুরু, চটচটে এবং পীত লেপাবৃত। (I cannot yet compare it with Iodine and Bromine here, save that thickness and tenacity of the false membrane will always be an indication for it.—Dr. Hughes).

Croupous রোগে ক্যালিবাইক্রমিকামের পর ল্যাকেসিস ভাল কাজ করে। যদ্যপি কাশি অত্যন্ত ভীষণ আক্ষেপযুক্ত (spasmodic) হয় এবং তদহেতু শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম লক্ষণ ও শ্বাসকষ্ট নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পর বর্ত্তমান থাকে। ক্যালিবাইক্রমিকামে প্রদাহের অনেকটা উপশম হয় বটে কিন্তু গলদেশের আক্ষেপের (spasm) বিশেষ কিছুই উপকার হয় না। ল্যাকেসিসে উক্ত spasm নিবারণ হয় এবং তাহা হওয়া সত্ত্বেও যদি croupous লক্ষণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে পুনরায় ক্যালিবাইক্রমিকাম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

Diphtheritic croupএ ক্যালিবাইক্রমিকামের সহিত বরং মার্কিউরিয়াস সায়েনেটাসের অনেকটা সাদৃশ্য আছে কিন্তু মার্ক সায়েনায়েডের অবস্থা অত্যন্ত ভীষণ। কেয়লিন (Kaolin) membranous croup এর একটি অতি উপযুক্ত ঔষধ। যখন রোগ ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে বিস্তারিত হইতে থাকে। কিন্তু কেয়লিনে trachea এবং বক্ষঃস্থলের উপরিভাগে অত্যন্ত টাটানি থাকে—ইহাই হইতেছে ইহার বিশেষত্ব।

অজীর্ণ এবং পাকাশয় ক্ষত (Dyspepsia and gastric ulcer)—অজীর্ণ রোগে কেলিবাইক্রমিকামের যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে। সামান্য অবস্থা হইতে সাংঘাতিক অবস্থাতেও ইহা প্রয়োগ হয়। অজীর্ণ রোগের প্রথম অবস্থার সহিত সচরাচর supraorbital অর্থাৎ চক্ষুর উর্দ্ধ প্রদেশে যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায় কিন্তু ইহা সর্ব্বদা হয় না বরং সাময়িক (periodical) ভাবে এবং পাকাশয়ের গোলযোগ হইতেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উৎপন্ন হয়, যন্ত্রণা অনেকটা স্নায়ুশূলের ন্যায় হয়। রোগীর মাংসের প্রতি স্পৃহা থাকে না, অথচ বিয়ার মদ্য পান করিতে আকাঙ্ক্ষা হয় কিন্তু বিয়ার সহ্য হয় না, উদরাময় এবং পাকস্থলীর কষ্ট বৃদ্ধি হয়।

কেলিবাইক্রোমিকামে আহার করা মাত্রই পাকস্থলীতে অস্বস্তি, বমনোদ্বেগ এবং ভার ভার বোধ (যন্ত্রণা নয়) হইতে থাকে এবং মনে হয় পেট ফুলিয়া উঠিতেছে (লাইকো)। সময় সময় আহার করিতে করিতেই ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায়, বমন অম্লস্বাদযুক্ত অথবা রজ্জুবৎ লম্বা পীতবর্ণ শ্লেষ্মা উঠে। ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে চাপ বাঁধিয়া থাকে, যেন পরিপাক ক্রিয়া স্থগিত হইয়া গিয়াছে, দুর্গন্ধ উদ্গারও উঠে। নাক্স ভমিকায়ও আহারের পর ভার ভার এবং অস্বস্থিবোধ লক্ষণ বিশেষভাবে প্রকাশ পায় কিন্তু তাহা আহারের ২।৩ ঘণ্টা পর হয়। আবার নাক্সভমিকার ন্যায় ২।৩ ঘণ্টা পর অস্বস্তি বোধ এবং যন্ত্রণা এনাকার্ডিয়ামেতেও হয় কিন্তু এনাকাৰ্ডিয়ামে পুনঃ পুপঃ আহারে উপশম হয় ইহার ইহাই বিশেষত্ব এবং এতদহেতুই রোগীকে পুনঃ পুনঃ আহার করিতে হয়।

নাসিকা, গলদেশ এবং মুখগহ্বরে যেমন গোলাকার আকৃতি ক্ষত হয়, সেই প্রকার পাকস্থলী এবং ডিওডিনামেও (deodenum) ক্ষত প্রকাশ পায় এবং তদহেতু রজ্জুবৎ লম্বাভাবে রক্ত কিংবা শ্লেষ্মা কিংবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা বমন হয়। এই প্রকার অজীর্ণ রোগ যাহারা অত্যধিক বিয়ার (Beer) মদ্য পান করে তাহাদিগের মধ্যেই অধিক দেখা যায় এবং কেলিবাইক্রমিকাম তাহার একটি উপযুক্ত ঔষধ। পাকস্থলীতে যন্ত্রণাও হয় এবং যন্ত্রণা আহারে উপশম হয়, রোগী তদহেতু পুনঃ পুনঃ আহার করে। রজ্জুবৎ লক্ষণ ব্যতীত কেলিবাইক্রমিকামের অজীর্ণ রোগের বিশেষত্ব অনেকটা জিহ্বায় প্রকাশ পায়। জিহ্বার মূলদেশ অত্যন্ত পুরু পীত লেপে আবৃত থাকে (tongue coated thick brown, like thick yellow felt at the root)। (মার্কিউরিয়াস প্রোটো আইওড, নেট্রাম ফস) (এন্টিম ক্রুডামে সাদা লেপে আবৃত থাকে)। জিহ্বার এই লক্ষণটি ডিফথিরিয়া এবং সামান্য রোগেও দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বিশেষতঃ পাকস্থলীর গোলযোগের সহিত অধিক হয়। জিহ্বা পীতবর্ণ লেপাবৃত ব্যতীত শুষ্ক, চক্‌চকে কিংবা ফাটা ফাটাও হয় কিন্তু তাহা প্রায়ই আমাশয়ের সহিত প্রকাশ থাকে।

বমন—কেলিবাইক্রমিকামে অনেকটা আর্সেনিকের ন্যায় পাকস্থলী প্রদাহ রহিয়াছে। বমন টক্ টক্ এবং প্রচুর শ্লেষ্মামিশ্রিত। সময় সময় পিত্ত

হেতু তিক্ত স্বাদযুক্তও হয়। কোন খাদ্যদ্রব্য আহার কিংবা কোন তরল পদার্থ পান করিলেই বমির উদ্বেগ হয়। এই লক্ষণটি আর্সেনিকে অত্যন্ত অধিকরূপ প্রকাশ থাকে। যাহা কিছু আহার করা হয় তৎক্ষণাৎ বমি হইয়া উঠিয়া যায় ইহার সহিত পাকস্থলীতে অত্যন্ত কষ্ট ও জলন যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। মদ্যপায়ীদিগের এই প্রকার বমনে এবং পাকস্থলীর ক্ষতে কেলিবাইক্রমিকাম একটি বিশেষ উপযুক্ত ঔষধ।

উদরাময়—কেলিবাইক্রমিকামে অজীর্ণ রোগের সহিত কোষ্ঠকাঠিন্য এবং প্রাতঃকালীন উদরায় বর্ত্তমান থাকে (সালফার, রুমেক্স, ব্রাইওনিয়া, নেট্রাম সালফ)। মল কটাবর্ণ জলবৎ তরল এবং মলত্যাগান্তে কুন্থন হয়। সালফার রুমেক্স, ব্রাইওনিয়া, এবং নেট্রাম সালফে প্রাতঃকালীন উদরাময়ের সহিত কুন্থন থাকে না। কেলিবাইক্রমিকাম বিয়ার মদ্য পান হেতু পুরাতন অজীর্ণ রোগের অতি উপযুক্ত ঔষধ এবং মদ্যপানে প্রাতঃকালীন উদরাময় বৃদ্ধি হয়, ইহা ব্যতীত কেলিবাইক্রমিকাম পুরাতন প্রাতঃকালীন উদরাময়ের এবং পুরাতন কর্দ্দমযুক্ত উদরাময়ের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আমাশয়—আমাশয়েতে কেলিবাইক্রমিকামের প্রয়োগ অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। কটাবর্ণ জলবৎ কিংবা জলের ন্যায় এবং রক্ত মিশ্রিত। প্রাতঃকালে এবং বিয়ার মদ্যপানে বৃদ্ধি হয়। স্থূলকায় সুন্দর লোকদিগের প্রতি অধিক কার্য্য করে। মলত্যাগের পর অত্যন্ত কুন্থন থাকে। কেলিবাই-ক্রমিকামের আমাশয়ের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্বই হইতেছে—জিহ্বা এবং মল। জিহ্বা শুষ্ক, লাল চকচকে পরিষ্কার এবং ফাটা ফাটা (tongue dry red, smooth and cracked)। মল চট চটে জেলির ন্যায়। ইহা ব্যতীত কেলিবাইক্রমিকাম আমাশায় ক্যান্থারিসের পর প্রায়ই প্রয়োগ হয়—ক্যান্থারিস প্রয়োগে অন্ত্রের চাচানির ন্যায় (scrapings of intestine) শ্লেষ্মা দূরীভূত হইয়াও জেলির ন্যায় চটচটে শ্লেষ্মা প্রকাশ পাইলে সেই অবস্থায় কেলিবাই-ক্রমিকামই তাহার উপযুক্ত ঔষধ।

হাম—হামে কেলিবাইক্রমিকামের প্রয়োগে দেখা যায়, কিন্তু এই প্রকার অবস্থা আমরা প্রায়ই পালসেটিলার পর পাইয়া থাকি। পালসেটিলার আক্রমণ

মৃদু প্রকৃতির (milder), কেলিবাইক্রমিকামে তদপেক্ষা অনেক বাড়াবাড়ি। কেলিবাইক্রমিকামে চক্ষুর স্বচ্ছাবরকে (cornea) কিংবা তাহার চারি পার্শ্বে হামপীড়কা (vesicle) উৎপন্ন হইয়া চক্ষুর প্রদাহ অত্যন্ত বৃদ্ধি করে, অক্ষিপুটে ঘা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু হইতে অল্প বিস্তর পুঁজস্রাব হইতে থাকে তদহেতু চক্ষুর পাতা জুড়িয়া যায়। চক্ষুর সহিত কর্ণও আক্রান্ত হইয়া দুর্গন্ধ পুঁজস্রাব ও ভীষণ যন্ত্রণা হয়। কর্ণকুহরের বাহ্যপ্রদেশ অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, হামের সহিত কর্ণের উক্ত প্রকার লক্ষণ এবং কর্ণমূল প্রদাহ থাকিলে কেলিবাইক্রমিকাম তাহাতে উত্তম কার্য্য করে কিন্তু পালসেটিলায় চক্ষু এবং কর্ণের এই প্রকার বিশেষ কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা যায় না তথাপি হামের পর কর্ণ হইতে পীতবর্ণ পুঁজস্রাব হইলে আমরা পালসেটিলা প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকি এবং তাহাতে বেশ ফল পাওয়া যায়। পালসেটিলা কর্ণ হইতে পুঁজ স্রাবের একটি মহৎ ঔষধ বটে। কেলিবাইক্রমিকামে হামের সহিত উদারাময় অনেক সময় বর্ত্তমান থাকে এবং উদরাময় অনেকটা পালসেটিলার ন্যায় কিন্তু কেলিবাইক্রমিকামে মলত্যাগান্তে কিঞ্চিৎ কুন্থন থাকে, পালসেটিলায় ইহা কিছুই থাকে না, হামের পীড়কা সম্বন্ধে এই দুই ঔষধে কোন প্রকার পার্থক্য নাই, সাধারণতঃ যে প্রকার হাম সর্ব্বদা হইয়া থাকে এই স্থলেও তাহাই হয়, কেবল কেলিবাইক্রমিকামের অবস্থা :পালসেটিলা অপেক্ষা কিছু বাড়াবাড়ি হয়।

চক্ষুপ্রদাহ—চক্ষুর উপর কেলিবাইক্রমিকামের যথেষ্ট কার্য্য পরিলক্ষিত হয় কিন্তু কেলিবাইক্রমিকামের চক্ষুর প্রদাহ শীঘ্র আরোগ্য হইতে চায় না বরং indolent প্রকৃতির। দুর্ব্বলতা বশতঃ এইরূপ হয় বলিয়া মনে হয়, কাজে কাজেই যে ক্ষত উৎপন্ন হয় উহা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বরং বৃদ্ধি হইতে থাকে, আপনা হইতে আরোগ্য হওয়া সম্ভাবনা বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। স্ক্রফিউলা কিংবা সাইকোটিক (sycotic) কারণ বশতঃ চক্ষুর প্রদাহে এই প্রকার অবস্থা হয় (আপনা হইতে শীঘ্র আরোগ্য সম্ভাবনা খুব কম থাকে)। অক্ষিপুট স্ফীত হয় এবং বিশেষতঃ প্রাতঃকালে পীতবর্ণ পুঁজস্রাবে চক্ষুর পাতা জুড়িয়া থাকে। (আলোকাতঙ্ক (Photophobia) বিশেষ থাকে না)। আবার সময় সময় চক্ষুর এই প্রকার প্রদাহের সহিত

chemosis (একপ্রকার চক্ষুপ্রদাহ, হইাতে কণীনিকার চারিদিকে অঙ্গুরীয়াকার উন্নত পর্দা জন্মে) এর লক্ষণ উপস্থিত হয়; চক্ষুপ্রদাহের এই প্রকার indolent ভাব গ্র্যাফাইটিস এবং কেলকেরিয়া কার্ব্বেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গ্র্যাফাইটিসে চক্ষুর পাতায় বিদারণ এবং কৃত্রিম আলোকে আলোকাতঙ্ক লক্ষণ পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পায়। আর কেলকেরিয়া কার্ব্ব-রোগী স্থূলকায়, থলথলে, শ্লেষ্মা ধাতু বিশষ্ট এবং মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

কেলিবাইক্রমিকামের চক্ষুর প্রদাহের এবং ক্ষতের বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণই হইতেছে যে indolence of the ulceration, absence or deficiency of inflammatory redness and the disproportionate absence of photophobia. ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

ব্রোঙ্কাইটিস—ব্রোঙ্কাইটিসেও ক্যালিবাইক্রমিকামের প্রয়োগ দেখা যায়। বিশেষতঃ ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় যখন গ্রন্থি (glands) আক্রান্ত হয়। epigastric প্রদেশ হইতেই শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টসহ কাশির উদ্রেক হয় কাশি ঘং ঘং শব্দযুক্ত। শ্লেষ্মা সচরাচর রজ্জুবৎ লম্বা হয়, অথবা সময় সময় নীল আভাযুক্ত শ্লেষ্মা-চাপ মিশ্রিত থাকে। কাশি সকল সময় আহারের পরই, ঠাণ্ডায় ও শীতকালে এবং শেষ রাত্রি ৩।৪ টায় বৃদ্ধি হয় এবং শয্যায় উষ্ণ বস্ত্রের দ্বারা আবৃত থাকিলে উপশম হয়। রোগী epigastric প্রদেশে অত্যন্ত চাপ চাপ বোধ করে। শরীরের পশ্চাতে পৃষ্ঠের দিকে মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে অঙ্গুলির আঘাত দ্বারা (precussion) পরীক্ষা করিলে ঢপ ঢপ শব্দ (dullness) শ্রুত হয়।

হাপানি—শেষ রাত্রির (৩।৪টা) হাঁপানির কেলিবাইক্রমিকাম একটি উপযুক্ত ঔষধ এবং প্রত্যেক শীত ঋতুতে কিংবা গ্রীষ্মতেও ঠাণ্ডার দিনে বৃদ্ধি হয়। হাঁপানির টানের সময় রোগী শুইয়া থাকিতে পারে না বাধ্য হইয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হয় কিংবা শরীর সম্মুখ দিকে নত করিয়া বসিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় এবং প্রচুর রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণে রোগী উপশম বোধ করে। রোগী স্থূলকায় কিংবা শীর্ণ হউক এই প্রকার লক্ষণ থাকিলে কেলিবাইক্রমিকাম প্রয়োগে অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়। (If you

have this after midnight aggravation and relief from sitting up and bending forward and from the expectoration of stringy mucous you have a certain remedy in Kali Bichromicum—Farrington) ঠিক এই প্রকার লক্ষণ আমরা আর্সেনিকেও দেখিতে পাই কিন্তু আর্সেনিকে রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা থাকে না, ইহাই কেবলমাত্র প্রভেদ এবং আর্সেনিকের হাঁপানি কেলিবাইক্রোম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে (১২টা হইতে ২ টার) বৃদ্ধি হয়। হাঁপানিতে সর্ব্বদা নিম্নক্রমই অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে, কারণ দেখা যায় সকল গ্রন্থকারই নিম্নক্রম প্রয়োগ করিতেই ব্যবস্থা দিয়াছেন।

এরেলিয়া রেসিমোসা (Aralia Racemosa)—ইহাও একটি হাঁপানির উত্তম ঔষধ। রোগী শুইতে পারে না বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়, তাহা না হইলে শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস শুষ্ক সাঁই সাঁই কিংবা বাঁশির ন্যায় শব্দযুক্ত। গয়ের প্রথমতঃ অল্প অল্প ওঠে কিন্তু পরে ক্রমশঃই অধিক হইতে থাকে। গয়ের গরম এবং লোণতা স্বাদযুক্ত।

বাত—বাতেও কেলিবাইক্রমিকামের প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু পাকস্থলীর গোলযোগের সহিত পর্য্যায়ক্রমে বাত লক্ষণ দেখা দিলেই ইহা অধিক নির্ব্বাচিত হয় (Rheumatism alternating with gastric symptoms)। শরীরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিস্থলগুলি যেমন অঙ্গুলির সন্ধি এবং হাতের কব্জি ইত্যাদিতে অধিক যন্ত্রণা হয়, আক্রান্ত স্থান স্ফীত, লালবর্ণ এবং উত্তপ্ত হয়। যন্ত্রণা হঠাৎ এক স্থান হইতে আর এক স্থানে সরিয়া বেড়ায় এবং আক্রান্ত স্থান সঞ্চালনে যন্ত্রার উপশম হয়।

আর্টেমিসিয়া এব্রোটেনাম—ইহাতেও বাতের সহিত উদরাময় এবং অর্শ রোগ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ যখন উদরাময় কিংবা অর্শ দেখা দেয় তখন বাত থাকে না, আবার যখন বাত দেখা দেয় উদরাময় কিংবা অর্শ থাকে না।

যন্ত্রণা এবং শিরঃপীড়া—ক্যালিবাইক্রমিকামের যন্ত্রণা এক অদ্ভুত প্রকারের। শরীরের যেখানেই হউক একটি অতি ক্ষুদ্রস্থান ব্যাপিয়া

হয়, এত ক্ষুদ্র স্থান যে, অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চাপিয়া ধরা যায়—(Pain appears in small spots that can be covered with the points of finger) যন্ত্রণা সরিয়া সরিয়া বেড়ায় (পালসেটিলা, ল্যাক ক্যানাইনাম) এবং হঠাৎ আসে হঠাৎ চলিয়া যায়। ইহা ক্যালিবাইক্রমিকামের যন্ত্রণার একটি বিশেষত্ব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। বিশেষভাবে বমনসহ শিরঃপীড়ায় (sick headache) এই প্রকার যন্ত্রণা প্রায়ই প্রকাশ থাকে। ক্যালিবাই-ক্রমিকামের শিরঃপীড়ার বিশেষত্ব—শিরঃপীড়ার আক্রমনমুখ অবস্থাতেই দৃষ্টি অপরিষ্কার কিংবা শূন্য হইয়া আইসে (জেলসিমিয়াম, ল্যাকডি ফ্লোরেটাম) কিন্তু শিরঃপীড়া আরম্ভ কিংবা বৃদ্ধি হইতে থাকিলেই অপরিষ্কারভাব কাটিয়া গিয়া দৃষ্টি পরিষ্কার হয় (Blurred vision or blindness preceds the headache, then as the headache begins, blindness dis-appears sight returns—Iris. Nat m. Lac. d.) শিরঃপীড়াকালীন রোগী শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে এবং আলোক কিংবা গোলমাল পছন্দ করে না। "দৃষ্টির অন্ধতা সংযুক্ত শিরঃপীড়া" যদিও অন্যান্য অনেক ঔষধে রহিয়াছে কিন্তু ক্যালিবাইক্রমিকামই এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। (There are quite a number of remedies having blind headache but Kalibi is the best of them. Dr. Farrington)। ক্যালিবাই-ক্রমিকমের এই প্রকার শিরঃপীড়ার সহিত পাকস্থলীর গোলযোগ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকা সম্ভাবনা। শিরঃপীড়ার বৃদ্ধির সহিত দৃষ্টিশূন্যতা কাটিয়া গিয়া মস্তকের কোন এক স্থানে ক্ষুদ্র আকারে যন্ত্রণা প্রায়ই লাগিয়া থাকে এবং যন্ত্রণা ভীষণ হয়। (with the disappearance of blindness the pain settles in a small spot and is very intense—Nash)। ক্যালিবাই-ক্রমিকামের শিরঃপীড়ার সহিত মুখমণ্ডল ভার ভার ফোলা ফোলা হয় এবং ব্রণ ও ফুস্কুরিতে ভরিয়া থাকে। মুখের চেহারা হলদে, ফ্যাকাসেবর্ণ পিত্তাধিক্যের ন্যায় হয়। চক্ষুর শ্বেতাংশ পীতবর্ণ এবং চক্ষু ঈষৎ স্ফীত হয়। জিহ্বা পুরু এবং প্রসারিত থাকে (thick and broad)। আরও দেখা যায় ক্যালিবাইক্রমিকামের যন্ত্রণা বেলেডনার ন্যায় হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায় কিংবা পালসেটিলার ন্যায় স্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া বেড়ায়।

স্থান হইতে স্থানান্তরে যন্ত্রণা সরিয়া বেড়ান লক্ষণযুক্ত সমগুণ ঔষধসমূহ—

আমরা সমুদয় ভৈষজ্যগ্রন্থে এই প্রকার স্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া বেড়ান লক্ষণ পাঁচটি ঔষধে বিশেষরূপে প্রকাশিত দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে—কেলিবাইক্রমিকাম, কেলি সালফিউরিকাম, পালসেটিলা, ল্যাক-ক্যানাইনাম এবং ম্যাঙ্গানাম এসিটিকাম। ক্যালিবাইক্রমিকামের যন্ত্রণা পালসেটিলার ন্যায় তত অধিকক্ষণ একস্থানে থাকে না অর্থাৎ যন্ত্রণা অতি শীঘ্র শীঘ্র স্থান হইতে স্থানান্তরিত হয় এবং যন্ত্রণার সহিত আক্রান্ত স্থান স্ফীত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না (does not stay as long in a place as Pulsatila does, nor so much disposition to swell)।

ক্যালি সালফিউরিকাম—ইহার সমুদায় লক্ষণই পালসেটিলার ন্যায় কিন্তু কেলি সালফ ধাতুজ পদার্থ হইতে প্রস্তুত বলিয়া ইহার কার্য্য পালসেটিলা অপেক্ষাকৃত গভীর এবং যে সমুদয় স্থানে পালসেটিলার আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না, সেই স্থলে ক্যালি সালফের ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

ম্যাঙ্গানাম—যন্ত্রণা cross wise ভাবে সরিয়া বেড়ায় অর্থাৎ এক পায়ের হাঁটু হইতে আর এক পায়ের হাঁটু এই প্রকারে স্থানান্তরিত হয় (Pain shifts crosswise from joint to joint)।

ল্যাক্যানাইনাম—যন্ত্রণা শরীরের এক পার্শ্ব হইতে আর এক পার্শ্বে চলিয়া বেড়ায় (changing from side to side every few hours or days) অর্থাৎ যন্ত্রণা দক্ষিণ পার্শ্বে অত্যন্ত অধিক ছিল তাহা হয়ত কিছুক্ষণ পর কিংবা তৎপরদিন বাম পার্শ্বে অধিক হয় এই প্রকার।

দৃষ্টিহীনতাসহ শিরঃপীড়ার সমগুণ ঔষধসমূহ—

জেলসিমিয়াম—শিরঃপীড়ার পূর্ব্বেই দৃষ্টিশূন্যতা হয় কিন্তু শিরঃ-পীড়া আরম্ভ হইলেই দৃষ্টিশূন্যতা কাটিয়া যায় (কেলিবাইক্রমিকাম) এবং প্রচুর মূত্রত্যাগে শিরঃপীড়া অত্যন্ত উপশম হয়। জেলসিমিয়ামের শিরঃপীড়ার

সহিত অনেক সময় বমনভাবও বর্ত্তমান থাকে কিন্তু ইহা ততঅধিক নয়। সর্ব্বাঙ্গীন কম্পন এবং দুর্ব্বলতাই ইহার বিশেষত্ব।

আইরিস—ইহারাও শ্লেষ্মা স্রাব কিংবা বমন অনেকটা কেলিবাই-ক্রমিকামের ন্যায় রজ্জুবৎ কিন্তু ইহার শিরঃপীড়া পরিপাক ক্রিয়া কিংবা যকৃতের গোলযোগ হইতেই উৎপত্তি হয় বলিয়া মনে হয়। শিরঃপীড়ার প্রথমাবস্থায় অম্ল কিংবা তিক্ত স্বাদযুক্ত বমন হয় এবং শিরঃপীড়া দৃষ্টি অপরিষ্কার হইয়া আরম্ভ হয়। আইরিসের বিশেষত্বই হইতেছে শিরঃপীড়াসহ বমন বর্ত্তমান থাকে এবং বমন তিক্ত কিংবা অত্যন্ত অম্লস্বাদযুক্ত। এই ঔষধটি অধ্যাপক, শিক্ষক এবং ছাত্রদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

ল্যাক ডি ফ্লোরেটাম—মস্তকের সম্মুখে শিরঃপীড়া হয়, দপ্ দপ্ করিতে থাকে, শিরঃপীড়ার সহিত দৃষ্টি অপরিষ্কার হইয়া আইসে। ইহা রক্তশূন্য স্ত্রীলোকে উত্তম কার্য্য করে। ইহার শিরঃপীড়ার সহিত ভীষণ কোষ্ঠকাঠিন্য বিবমিষা এবং বমন বর্ত্তমান থাকে।

পুরাতন প্রমেহ এবং গ্লিট—ক্যালিবাইক্রমিকামে—থুজা, পালসেটিলা, সার্সাপ্যারিলার ন্যায় সাইকোসিস লক্ষণও প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। আঙ্গুলে, নখের পার্শ্বে এবং লিঙ্গমুণ্ডে (corona of the glans penis) মামড়ি (scab) হয়। মূত্রপথ হইতে রজ্জুবৎ লালা মেহ (gleety) স্রাব হয়, ইহা ব্যতীত লিঙ্গমুণ্ডে এবং লিঙ্গত্বকে ক্ষত প্রকাশ পাইতে থাকে।

নেট্রাম মিউরেটিকম—শিরঃপীড়ার সহিত দৃষ্টি অপরিষ্কার হইয়া আইসে, বিদ্যুৎতের ন্যায় অথবা আঁকা বাঁকা ইত্যাদি নানা প্রকার আলো দেখে (with zig-zag dazzling, like lightning eyes).

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ডাক্তার হিউজ তরুণ পীড়ায় ৬ শক্তি প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন কিন্তু ডাক্তার লিপি উচ্চ শক্তি অধিক পছন্দ করেন।

আমি সর্ব্বদা ৩০ এবং ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি। উপদংশে নিম্নক্রম ৩x অধিক ব্যবহার হয়। গলকোষের প্রদাহে শ্লেষ্মা-বটি আরোগ্য করিতে ২x চূর্ণ ছড়াইয়া (dust) দিলে আশু উপকার পাওয়া যায়। নাসিকার অস্থিধ্বংস হইয়া ক্ষত হইলে এই ঔষধের এক গ্রেন আট আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিচকারী দেওয়াতে শীঘ্র উপকার দর্শে।

অনুপূরক (Complementary)—আমাশয়ে অন্ত্রের চাঁচানি (scrapings of intestine) সদৃশ মল ক্যান্থারিসে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে, ক্যান্থারিসের এবং ক্রুপ কাশিতে আইওডিনের পর কেলিবাইক্রমিকাম অনুপূরকরূপে ব্যবহার হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—ক্রুপকাশিতে ব্রোমিয়াম, হেপার, আইওডিন।

রোগের বৃদ্ধি—গ্রীষ্মের উত্তাপে এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে, শেষ রাত্রি ৩টা হইতে ৫টা।

রোগের উপশম—চর্ম্মরোগ শীত ঋতুতে (পেট্রোলিয়াম, এলিউমিনামের বিপরীত)।

রোগীর বিবরণ

অল্পদিনের কথা জনৈক এলোপ্যাথিক চিকিৎসক আমার নিকট একটী follicular pharyngitis অর্থাৎ গলকোষ প্রদাহের রোগী হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসার্থ পাঠাইয়া ছিলেন। রোগীর নিকট হইতে জানিতে পারিলাম বৎসরাবধি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হইয়াও বিশেষ কিছুই ফল হয় নাই। আমি তাহাকে অনেকপ্রকার ঔষধ প্রয়োগে কোন উপকার করিতে না পারিয়া অবশেষে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার ডি এন, রায় মহাশয়ের নিকট পরামর্শার্থ লইয়া যাই। তিনি তাহাকে পরীক্ষা করিয়া ক্যালিবাইক্রমিকাম ২x ক্রম চূর্ণ গলদেশের যে যে স্থানে শ্লেষ্মা-বটি (mucous follicles) দানা

দানা আকারে লাগিয়া রহিয়াছে তথায় ছড়াইয়া দিতে অর্থাৎ insupplуator যন্ত্র দ্বারা dust করিতে বলিলেন এবং উক্ত ঔষধের ৩০ ক্রম আভ্যন্তরিক খাইতেও ব্যবস্থা দিলেন। তিন দিবসের মধ্যেই গলদেশ অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া গেল এবং অল্প সময়ের মধ্যে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

Follicular pharyngitis যদিও সম্পূর্ণ আরোগ্য করা অত্যন্ত কঠিন বিষয় কিন্তু follicles গুলিকে অপসারিত করিতে ক্যালিবাইক্রমিকামের অদ্বিতীয় ক্ষমতা রহিয়াছে। ইহা স্মরণ রাখিবে।

২। ডাক্তার ন্যাস একবার একটি স্ত্রীলোকের গলদেশের একটি ক্ষত চিকিৎসা করিয়াছিলেন—ঘায়ে টাকরা প্রায় খাইয়া ফেলিয়াছিল ক্ষতের প্রকৃতি দেখিয়া উপদংশ জনিত বলিয়াই মনে হইয়াছিল। ক্ষত গোলাকার একটি পয়সার ন্যায়, ধারগুলি সমান এবং ক্ষতের চারিধারের স্থান তাম্রবর্ণ লাল আভাযুক্ত (coppery red) ছিল। পূর্ব্বে এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় কিছুই ফল না পাওয়ায় তৎপর হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসার্থ ডাক্তার ন্যাসকে আহ্বান করা হয়, তিনি তাহাকে কেলিবাইক্রমিকাম ৩০ শক্তি দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য করেন। ইহা বলা বাহুল্য রোগীর যাহা কিছু স্রাব হইত তাহা অনেকটা রজ্জুবৎ ছিল।

৩। ডাক্তার ন্যাস আর একবার একটি কুকুরের মুখের এবং গলার ক্ষত কেলিবাইক্রমিকাম দ্বারা আরোগ্য করেন—কুকুরটির রজ্জুবৎ লম্বা চট্‌চটে লালস্রাব হইত এবং চলিতে চলিতে টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল। এতদ লক্ষণে সকলে পাগলা কুকুর বলিয়া সন্দেহ করে। অথচ কুকুরটিতে কাহাকেও কামড়াইবার ভাব না থাকায় ডাক্তার ন্যাস উক্ত লক্ষণে (রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা স্রাব) কেলিবাইক্রমিকাম প্রয়োগ করেন এবং তাহাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

কুপ্রাম মেটালিকাম (Cuprum met)

ইহার বাংলা নাম তাম্র অর্থাৎ তামা। কুপ্রাম মেটালিকাম এবং কুপ্রাম এসেটিকাম—উভয়েরই লক্ষণাবলি অনেকটা একপ্রকারের বলিয়া অনেক চিকিৎসক ইহাদিগকে interchangeably ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাহারা কুপ্রাম মেটালিকামের পরিবর্ত্তে Cuprum aceticum প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন তাহাদিগের মূল ধারণার ভিত্তিই হইতেছে যে—actate of copper দ্রবনীয় আর metallic copper অদ্রবনীয় কিন্তু আমাদিগের এই দ্রবনীয় এবং অদ্রবনীয় হোমিওপ্যাথিক মতে কিছুই আসিয়া যায় না—যে হেতু আমাদিগের মূল ঔষধ potentized করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। যাহারা crude অর্থাৎ মূল ঔষধ ব্যবহার করেন তাহাদিগের ইহাতে সুবিধা এবং অসুবিধা থাকিতে পারে।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। খেঁচুনি—হস্ত এবং পদের অঙ্গুলি হইতে আরম্ভ হইয়া সমুদায় শরীরময় ছড়াইয়া পড়ে। খেঁচুনি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়, সুতীকাক্ষেপে, ভয় কিংবা বিরক্তির পর শরীরের অন্য যন্ত্র হইতে রোগ মস্তিষ্কে স্থানান্তরিত হওয়ায় হয়। Spasm beginning in fingers and toes and spreading over entire body—during pregnancy, puerperal convulsions, after fright or vexations from matastasis from other organs to brain—Zinc.

২। পীড়কা অবরুদ্ধ হেতু—মস্তিষ্কের ঝিল্লিপ্রদাহ, খেঁচুনি, তরকা, বমন, (From suppressed eruptions—meningitis spasm, Convulsions, Vomiting)। পদদ্বয়ের ঘর্ম্ম

অবরুদ্ধ হেতু হইতেও হয় (সাইলিসিয়া)। (Erom suppreassed foot sweat—silicea)।

৩। খেঁচুনি কালীন মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয় এবং হস্তমুষ্টিবদ্ধ করে।

৪। খেঁচুনি শরীরের প্রান্তদেশে—হাতের চেটোয়, পায়ের তলায়, পায়ের ডিমিতে এবং সঙ্কোচক পেশীতে অধিক হয়। খেঁচুনির টানে হস্ত এবং অঙ্গুলি ভিতরে গুটাইয়া যায়।

৫। মৃগীরোগে সরসর বোধ (aura) নিম্নাঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধে উঠে। রাত্রিতে নিদ্রাকালীন, পূর্ণিমায়, ঋতুস্রাবের নিয়মিত সময়ে, মস্তকে আঘাত প্রাপ্তে, জলে ভিজিয়া বৃদ্ধি হয়।

(Epilepsy—aura begins in knees and ascends, at night during sleep (Bufo), about new moon, at regular intervals, (menses) from fall or blow, from getting wet,)

৬। কাশিলে জলঢালার ন্যায় ঢল ঢল শব্দ হয়। শীতল জলপানে কাশির উপশম হয় (কষ্টিকম, শীতল জলপানে বৃদ্ধি—স্পঞ্জিয়া) (Cough has a gurgling sound as if water was being poured from a bottle.)

৭। হুপিং কাশি—বহুক্ষণস্থায়ী, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। আক্ষেপযুক্ত, (spasmodic), মুখ নীলবর্ণ হয়। (লালবর্ণ ক্ষয়—বেলেডনা), শরীর শক্ত করিয়া ফেলে, হাত মুঠা করে এবং ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া যায়। উপর্যুপোরি একসঙ্গে তিনটি আক্রমণ হয়—(Three attacks successively.)

৮। জিহ্বা সর্পের ন্যায়—অনবরত বাহিরে এবং ভিতরে (ল্যাকেসিস) করে।

সাধারণ লক্ষণ

১। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম এবং নিদ্রাহীনতার দরুণ মনের এবং শরীরের দুর্ব্বলতা।

২। লালাস্রাবসহ মুখে তীব্র মিষ্ট অথবা তাম্র আস্বাদ।

৩। তরল দ্রব্য পানে অন্ন নালীতে ঢল ঢল শব্দ হয় (অর্শ, থুজা)।

৪। জিহ্বার পক্ষাঘাত কথা অস্পষ্ট এবং তোৎলামিযুক্ত।

৫। ভঁ্যাদাল ব্যথায়—পায়ের ডিমি এবং চেটোয় ভীষণ আক্ষেপ।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—কুপ্রামের সিদ্ধান্তকরণে দেখিতে পাওয়া যায় অধিক মাত্রায় কুপ্রাম সেবন করিলে প্রাদাহিক শূল বেদনা (inflammatory colic) উৎপন্ন হয়। নিম্নোদর প্রস্তরবৎ শক্ত হয়। প্রথমতঃ অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, কখন কোষ্ঠকাঠিন্যের পর রক্ত মিশ্রিত সবুজ আভাযুক্ত জলবৎ তরল ভেদ হয়। অত্যন্ত বমন হইতে থাকে এবং বমন আক্ষেপযুক্ত (spasmodic in character), জলপানে উপশম হয় বলিয়া মনে হয় (ভিরেট্রাম এবং আর্সেনিক হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ আর্সেনিক এবং ভিরেট্রাম জলপানে বৃদ্ধি হয়)। কুপ্রাম যে কেবল উদরের উপর কার্য্য করে তাহা নয়, ইহার স্নায়ুর উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে বিশেষতঃ involuntary muscular fibre যেমন রক্তবহা নাড়ীর সঙ্কোচন উৎপাদন করিয়া প্রদাহ উপস্থিত করায়। রোগীর এই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পতনাবস্থা (collapse) আসিয়া উপস্থিত হয়।

Copper এর বিষাক্ত ফল প্রায় অন্যান্য ধাতুজ ঔষধের ন্যায় প্রথমতঃ অন্নবহনলী (alimentary canal) দ্বিতীয়তঃ স্নায়বীক বিধানের উপর প্রকাশ পায়। ডাঃ বেরিজ একস্থানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছেন। A lady who was in the habit of using vaginal injection from a brass syringe which proved to be coated internally with verdgris, symptoms of actue inflammation with severe colic and tympanites appeared in him. We also find such symptoms of poisoning in the workers of copper, symptoms induced by copper are those of acute inflamamtion, with severe colic and tympanites. The workman bends himself

double to relieve it, the belly is tender on pressure there is headache and inclinations to vomit, diarrhoea or constipation—the vomit consists of bilious fluid.

We have a striking proof of the choleraic character of the copper stool furnished by Dr Hempel in the Materia medica, has related a case of poisoning of a lady of sixty seven years, of her daughter aged thirty nine, and of a servant girl, of six years old, from partaking chicken roast which had been cooked in a badly tined copper saucepan. In all these the symptoms of eneffectual effect to vomit, contraction and dryness in the inner mouths, throat, violent pains in the epigastric colic, followed by several *watery whitish stools.*

কলেরা—কলেরায় কুপ্রামের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ হইতেছে খেঁচুনি (spasm)। এই খিলধরা যে রোগেই বর্ত্তমান থাকুক না কেন কুপ্রাম মেটালিকামের বিষয় সর্ব্বপ্রথম চিন্তা করা উচিত। কুপ্রামের খেঁচুনি হস্ত পদের অঙ্গুলিতে প্রথম প্রকাশ পায়। আঙ্গুলে টান ধরে, হস্ত মুঠা করে এবং পেশীর আকুঞ্চন হইতে থাকে। হস্ত পদ টানিয়া খেঁচিয়া ভিতর দিকে ভাঙ্গিয়া আসে, ক্রমশঃ খেঁচুনি বৃদ্ধি পাইয়া শরীরের অন্যান্য স্থানে বিস্তারিত হইয়া শরীরকে ভিতর দিকে বাঁকাইয়া ফেলে, শরীরের পেশীসমূহে এত অধিক টান ধরে, মনে হয় যেন ছিঁড়িয়া যাইবে। The limbs being drawn up with great violence and it seems as if the frame would be torn to pieces by the violent contractions of the muscles every where)।

কুপ্রামের খেঁচুনি, খিলধরা, (spasm) প্রধানতঃ পদদ্বয়ের ডিমিতে, তলায় এবং হস্তপদের অঙ্গুলিতে প্রথম প্রকাশ পায় এবং ভিতরদিকে টানে।

কলেরায় ইহা অত্যন্ত ভীষণরূপে প্রকাশ পায়। ডাঃ ডানহাম বলেন ক্যাম্ফরের কোলাপ্স, ভিরেট্রাম এলবামের ভেদবমি এবং কুপ্রামের খিল ধরা বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। কুপ্রাম কলেরার একটি মহৌষধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা কলেরার প্রতিষেধক ঔষধরূপেও ব্যবহার হইতে দেখা যায়। ঔষধটির প্রতিষেধক গুণ আছে বলিয়াই আমাদের দেশের

শিশুদিগের কোমরে কিংবা গলায় তামার পয়সা বাঁধিয়া দেওয়ার প্রথা আছে। এমনও দেখিয়াছি কলেরার প্রকোপ কালে তামার পয়সা ধুইয়া জল খাইতে দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত যাহারা তামার কাজকর্ম্ম করে তাহারা কদাচিৎ কলেরায় আক্রান্ত হয়। ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে যে; কুপ্রাম একটি কলেরার বিষঘ্ন ঔষধ।

কুপ্রাম কলেরার যে অবস্থায় প্রয়োগ হয় তাহাকে দ্বিতীয় অবস্থা বলা হয় (second stage of clonic spasmodic character, not permanently rigid but with alternatation of relaxation)। এই দ্বিতীয় অবস্থা লোকবিশেষে শীঘ্র কিংবা বিলম্বে প্রকাশ পায়। কুপ্রামের কলেরায় ভীষণ আক্ষেপ (spasm) হয়, আক্ষেপ না থাকিলে ইহা ব্যবহারই হয় না, <u>আক্ষেপ অর্থাৎ খিলধরাই হইতেছে ইহার প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ</u> (It has the most intense spasms, and the spasms being the leading feature, they overshadow all other symptoms of the case)। খিলধরা যন্ত্রণায় রোগী চীৎকার করিতে থাকে।

আমি উপরে যে তিনটি ঔষধের (কুপ্রাম, ক্যাম্ফর এবং ভিরেট্রাম) কথা উল্লেখ করিয়াছি, ইহাদিগের মধ্যে ক্যাম্ফরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শীতলতা থাকে, ক্যাম্ফর রোগী মৃতবৎ শীতল (cold as death)। ক্যাম্ফরের নীল ভাব (blueness) এবং তরল ভেদ যদিও কুপ্রাম এবং ভিরেট্রাম অপেক্ষা কম কিন্তু শেষোক্ত ঔষধ দুইটিতে রোগী গাত্রাচ্ছাদন রাখিতে ইচ্ছা করে আর ক্যাম্ফর রোগী গাত্রত্বক মৃতবৎ শীতল হওয়া সত্বেও কোন প্রকারে গাত্রাচ্ছাদন রাখিতে ইচ্ছা করে না এবং রাখেও না বরং দরজা জানালা খুলিয়া রাখিতে চাহে, ঠাণ্ডা শীতল বাতাস চায়। এতদ্ব্যতীত ক্যাম্ফরে কোন প্রকার ঘর্ম্ম হয় না, কুপ্রামে এবং ভিরেট্রামে চট্‌চটে শীতল ঘর্ম্ম হয়। ভিরেট্রামেও আক্ষেপ হয় কিন্তু উষ্ণ জলপানে, উষ্ণ জলের বোতলে অর্থাৎ গরমে উপশম হয়। পুনরায় বলিতেছি—কলেরায় এই তিনটি ঔষধের পরিচয় জানিতে হইলে এই তিনটি লক্ষণ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—Cuprum for the cases of convulsive character, camphor for the cases of extreme coldness, Veratrum for the cases of copious vomiting, purging and sweat—Kent,)

কুপ্রামে আর একটি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইতেছে জল পানকালীন গলদেশে ঢল ঢল শব্দ (gurgling noise) হয় এবং এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে শীতল জলপানে আক্ষেপের উপশম হয়। ডাঃ মরগেন বলেন যেখানে কুপ্রামে আক্ষেপ অর্থাৎ খিলধরা যন্ত্রণা উপকার না পাওয়া যায় সে স্থলে সিকেলিকর ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায়। কিন্তু কুপ্রাম এবং সিকেলি প্রয়োগের একটি বিশেষত্ব আছে। কুপ্রাম সঙ্কোচক পেশীর আক্ষেপ (spasm of flexor muscle) আর সিকেলিকর প্রসারক পেশীর আক্ষেপ (spasm of extsnsor muscle) উৎপাদন করে।

ডাক্তার কাফকাও সেই কথাই বলিতেছেন—"We administer secale the first to the third solutions, every quarter of an hour, where ever Cuprum is insufficient to cope with the spasms, when moreover the cramps of the extremities are associated with collapse and cy anosis (which is not necessarily roquired for spasms calling for cuprum), when the spasms are so violent as to produce opisthotonos, when particularly the extensor of the fingers and toes are.spasmodically affected. অর্থাৎ আমরা যেখানে আক্ষেপে কুপ্রামকে অসম্পূর্ণ বিবেচনা করি সেখানে সিকেলি ১ হইতে ৩ ক্রম প্রত্যেক ১৫ মিনিট কিংবা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করি। ডাক্তার চির্ভার বলেন ইউরোপে কলেরায় আক্ষেপাধিক্য ও ভারতে বমনাধিক্য ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ইউরোপীয় কলেরায় কুপ্রামের ব্যবহার যেমন অধিক, ভারতে তেমন অধিক হইতে পারে না। আর একটি কথা এই যে, কুপ্রাম কটা চুলের লোকের উপর বিশেষ কার্য্যকরী, কাজে কাজেই কৃষ্ণবর্ণ ভারতীয় লোকের উপর ইহার ক্রিয়া অধিক পরিমাণে পাইবার আশা করা যায় না।

খিল ধরায় কুপ্রামের সমকক্ষ ঔষধসমূহ—

কুপ্রাম, ভিরেট্রাম, সিকেলি এবং সাইকুটা এই চারিটিই আক্ষেপের প্রধান ঔষধ বলিয়া পরিচিত—ইহার মধ্যে কুপ্রাম মেটালিকামই হইতেছে

সর্ব্বপ্রধান। কেহ কেহ কুপ্রাম আর্স এবং কুপ্রাম এসেটিকম ব্যবহারের অনুমোদন করেন কিন্তু কলেরার আক্ষেপ প্রশমনার্থ শতকরা ৮০টি রোগীতে কুপ্রাম মেটালিকাম ব্যবহার হয়। পায়ের ডিমির খিলধরায় ডাক্তার যুসেট (Dr. Jousset) সর্ব্বদা ১২ ক্রম ব্যবহার করিতেন এবং তিনি বলেন, ইহার দ্বারা একটি রোগীতেও অকৃতকার্য্য হন নাই।

কুপ্রামে সঙ্কোচক পেশীসমূহের আক্ষেপ অধিক হয়, ভেদ, বমন এবং শীতলতাসহ সর্ব্বাঙ্গীন নীলবর্ণ হয়। অতিরিক্ত এবং বহুক্ষণ স্থায়ী ঘর্ম্ম ও দুর্ব্বলতা, প্রস্রাব রোধ, পেট বেদনা, পায়ের ডিমি এবং জানুপ্রদেশের পেশীতে আক্ষেপ অধিক হয়, এমন কি আক্ষেপে গিট পাকাইয়া যায়। আক্ষেপকালে মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, কুক্ষিপ্রদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং ভীষণ শ্বাসকষ্ট বর্ত্তমান থাকে। শ্বাসকষ্ট এত অধিক হয় যে রোগীর নাসিকার নিকট রুমাল পর্য্যন্ত ধরিতে পারা যায় না, শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবে মনে হয়। এই প্রকার শ্বাসকষ্ট অনেকটা আর্জেন্টাম নাইট্রিকমেও রহিয়াছে, কিন্তু আর্জেণ্টাম নাইট্রিকমে খিলধরা যন্ত্রণা থাকে না।

ভিরেট্রাম—আক্ষেপের সঙ্গে প্রচুর ভেদ বমন থাকা চাই, ইহাতেও হস্ত এবং পদের পেশীর আক্ষেপ হইয়া থাকে। এককালীন অধিক জলপানের আকাঙ্খা হয়, জলপানের পর বমনের বৃদ্ধি, চর্ম্মের সঙ্কোচনীয়তা এবং কপালে শীতল ঘর্ম্ম এই লক্ষণগুলি ভিরেট্রামের বিশেষ পরিচায়ক।

সিকেলি—ইহাতে প্রসারক পেশীসমূহের (extensor muscles) অধিক আক্ষেপ হয়। হস্ত এবং পদের অঙ্গুলিসকল পশ্চাৎভাগে বাঁকিয়া যায় অর্থাৎ বাহিরদিকে বাঁকিয়া ফাঁক হয়। আর কুপ্রামে হস্ত এবং পদের অঙ্গুলিসকল সঙ্কুচিত হয় অর্থাৎ ভিতরদিকে বাঁকাইয়া যায়। ইহাদিগের প্রভেদ নির্ণয় করিতে কোন কষ্ট নাই। একটির আক্ষেপ আর একটি হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত।

সিকিউটা—ইহার আক্ষেপ বক্ষঃস্থলের পেশীতেই অধিক হইয়া থাকে, তাহার ফলে ঘাড় পশ্চাৎভাগে বেঁকিয়া যায় ও স্পন্দিত হইতে থাকে এবং হাতের অঙ্গুলিসকলের ক্রমাগত অনৈচ্ছিক স্পন্দন হইতে থাকে। প্রস্রাব হউক আর না হউক, ক্রমাগত প্রস্রাব করিবার ভয়ানক ইচ্ছা হয়

এবং রোগী শ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। (ইহাদিগের পার্থক্যের বিস্তারিত বিবরণ সিকিউটাতে দেখ)।

প্রতিক্রিয়া অভাব—যাহাদের শরীর এবং মন উভয়ই অত্যধিক পরিশ্রম কিংবা অনিদ্রাহেতু ভগ্ন হইয়াছে সেইরূপ স্থলে নির্ব্বাচিত ঔষধের প্রতিক্রিয়া শীঘ্র প্রকাশ না পাইলে কুপ্রাম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ডাক্তার ফ্যারিংটন উক্ত প্রকার মানসিক এবং শারীরিক লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া একটি রোগীকে উভয় পদের পক্ষাঘাতের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। নিউমোনিয়াতেও উপযুক্ত ঔষধে আরোগ্য আশা করিবার পূর্ব্বে শীঘ্র প্রতিক্রিয়া আনয়নের জন্য কুপ্রাম ব্যবহার করিতে অনেক সময় আমরা বাধ্য হই। সর্ব্বাঙ্গীন শীতলতাসহ হঠাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও শ্বাসকষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়। শরীরময় শীতল এবং চট্‌চটে ঘর্ম্ম প্রকাশ পায়।

Medicines for defective re-action

ওপিয়ম—উপযুক্ত ঔষধে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না হইলে তন্দ্রাযুক্ত নিশ্চেষ্ট রোগীতে উত্তম কার্য্য করে।

ক্যাপ্সিকাম—"থলথলে শিথিল পেশীযুক্ত লোকে নির্ব্বাচিত হয়।"

লরোসিরেসস—বিশেষভাবে বক্ষঃস্থলের রোগে নির্ব্বাচিত হয়।

ভেলেরিয়ানা, মস্কাস, এবং এম্বাগ্রাইসিয়া—স্নায়বিক রোগে।

কনভালসন (Convulsion)—কুপ্রামের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যই হইতেছে স্নায়বীয় বিধানের উপর (**The main action of Cuprum and that which will call for its most frequent use in practice, is on the nervous system**)। মস্তিষ্কের পীড়া যেমন—মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহ অথবা রক্তাধিক্য অথবা সংন্যাস অর্থাৎ মস্তিষ্কের রোগের সহিত আক্ষেপে (spasm) কুপ্রামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ এই বিষয়ে কুপ্রাম অপেক্ষা দ্বিতীয় উৎকৃষ্ট ঔষধ নাই বলিলেই হয় (**In spasm with affection of the brain no**

remady in the materia medica excels it and very few equal it in this direction—Farrington.) হাম, বিসর্প, স্কার্লেটিনা অর্থাৎ কোন প্রকার পীড়কা (eruption) অবরুদ্ধজনিত আক্ষেপ (spasm) হইলে কুপ্রাম মেটালিকামের বিষয় সর্ব্বপ্রথম চিন্তা করা উচিৎ। ইহাও দেখা যায়, এইরূপ অবস্থায় রোগী বেলেডোনার ন্যায় ভীষণ প্রলাপ বকিতে থাকে, মারিতে যায়, কামড়াইতে যায়, জল খাইতে দিলে জলের গ্লাস কামড়াইয়া ধরে। নিদ্রাভঙ্গের পর বিড় বিড় করিয়া এলোমেলো বকিতে থাকে এবং জ্ঞানসঞ্চার হইলে অত্যন্ত ভীতিপূর্ণ ভাব প্রকাশ পায়।

ষ্ট্রেমোনিয়ামের সহিত প্রলাপ বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু কুপ্রাম মেটালিকম ষ্ট্রেমোনিয়াম অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক গভীর কার্য্যকারী ঔষধ (deep acting remedy)। এমতাবস্থায় যে আক্ষেপ (convulsion) হয় তাহাতে মুখমণ্ডল এবং ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ হইয়া মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ হয়। অক্ষিগোলক দ্রুত ঘুরিতে থাকে, হাত মুঠা করিয়া রাখে, মুখে ফেনা ওঠে এবং বিশেষভাবে (flexor) সঙ্কোচক পেশী অধিক আক্রান্ত হয়। Convulsion এর অবসানে রোগী গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হয়। এই প্রকার খেঁচুনি (spasm) যদি বিশেষতঃ মৃগীর ন্যায় হয় তাহা হইলে রোগী আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণভাবে চীৎকার করিতে থাকে এবং দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে। চর্ম্মরোগ ব্যতীত কোন প্রকারপুরাতন স্রাব—যেমন শ্বেত প্রদর, নালী ক্ষত, হঠাৎ বাহ্যিক ঔষধ ব্যবহারে কিংবা অন্য কারণবশতঃ অবরুদ্ধ হইয়াও কনভালসন প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, সেইরূপ স্থলেও কুপ্রাম মেটালিকাম উত্তম কার্য্য করে। এইরূপ দেখা গিয়াছে, একজন স্ত্রীলোক বহুদিন যাবৎ শ্বেতপ্রদর স্রাবে ভুগিতেছিল, বাহ্যিক ঔষধ ব্যবহার করায় স্রাব বন্ধ হইয়া কনভালসন প্রকাশ পায় কুপ্রাম মেটালিকাম প্রয়োগে অবরুদ্ধ স্রাব পুনঃ প্রকাশ করিয়া তাহা আরোগ্য হয় (A woman has suffered a long time with a copious leucorrhoea and some unwise doctor tells her she must take injections and she checks it up for a few days, hysterical convulsions, crampings and tearings of the muscles came on.—Kent) কুপ্রাম সম্পূর্ণ স্নায়বীক খেঁচুনির উত্তম ঔষধ তদহেতু ইহা মৃগী, তাণ্ডব ইত্যাদি রোগে প্রয়োগ হইয়া থাকে ইহা ব্যতীত বাধক এবং ভ্যাদাল ব্যথাজনিত আক্ষেপেও

ইহার ব্যবহার দেখা যায়। কুপ্রামের আক্ষেপের (spasm) একটি বিশেষত্ব যে, আক্ষেপ হস্ত এবং পদের অঙ্গুলি হইতে আরম্ভ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পরে। ইহা কুপ্রামের একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। Dr. Nash বলিতেছেন—There is one thing peculiar in the spasms of Cuprum that I have often observed it is a strong indication for this remedy. "The spasm begins by twitching in the fingers and toes, and spreading from there, becomes a general.)

জিঙ্কাম—পীড়কা অসম্পূর্ণ প্রকাশ হেতু (due to undeveloped eruption) কনভালসনে জিঙ্কামকে প্রাধান্য দেওয়া হয় আর পীড়কা বাহ্যিক ঔষধ কিংবা কোনপ্রকার মলমদ্বারা অবরুদ্ধ হেতু কনভালসনে কুপ্রামকে প্রাধান্য দেওয়া হয় কিন্তু জিঙ্কামের সর্ব্বপ্রধান পরিচায়ক লক্ষণ হইতেছে পদদ্বয়ের কিংবা একটি পদের সর্ব্বদা সঞ্চালন। কুপ্রামে অনেক সময় কনভালসনের আক্রমণের সহিত চিৎকার (screaming) থাকে এবং কনভালসন জিঙ্কাম হইতে অধিক প্রবল হয়। হাম, স্কার্লেট ফিবার ইত্যাদি ঠাণ্ডা লাগিয়া অবরুদ্ধ হইয়া কনভালসন হইলেও কুপ্রাম এবং জিঙ্কামকে চিন্তা করিবে। সন্তান প্রসবের পূর্ব্বে কিংবা পরেও কনভালসন উপস্থিত হইলে কুপ্রামের প্রয়োগ দেখা যায়। মূত্রবিকার (uraemia) অবস্থা হইতেও হইতে পারে, মূত্র স্বল্পই হউক কিংবা এলবিউমেনযুক্তই হউক প্রসবযন্ত্রণা হইতেছে এইরূপ অবস্থায় হঠাৎ রোগীর দৃষ্টি অন্ধ হইয়া যায় সমুদায় আলো যেন তাহার চক্ষুর নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেল, রোগী কিছুই দেখিতে পায় না, প্রসব যন্ত্রণা স্থগিত হইয়া গিয়া হস্ত এবং পদদ্বয়ের অঙ্গুলি হইতে কনভালসন আরম্ভ হয়। এইরূপ অবস্থায় কুপ্রামকেই জানিবে একটি অব্যর্থ মহৌষধ।

কুপ্রামে এইরূপ দেখা যায় দুর্ব্বল, স্নায়বীক বৃদ্ধলোক বহুদিন যাহারা একলা বাস করিতেছে, স্ত্রীসঙ্গমকালীন পায়ের ডিমিতে এবং পায়ের তলায় খিল ধরে এবং সহবাস ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না। গ্র্যাফাইটিসেও অনেকটা এই প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু গ্র্যাফাইটিসে সঙ্গম কার্য্যকালীন

খিল ধরে আর কুপ্রামে সঙ্গম কার্য্যের আরম্ভেই খিল ধরে (Cuprum is said to produce cramps that prevent the act, Graphitis is said to bring on the cramps during the act) এতদ্ব্যতীত কুপ্রাম যে সমুদায় অল্পবয়স্ক যুবক নানা প্রকার পাপ কার্য্য, মদ্যপান, রাত্রিজাগরণ হেতু পুর্ব্বেই বৃদ্ধ লোকের অবস্থা (prematurely old) প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদিগের উক্ত অবস্থায় উত্তম কার্য্য করে।

মৃগীরোগ—মৃগীরোগে সড় সড় বোধ (sensation of aura) নিম্নাঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধগামী হইতে থাকে। খেঁচুনি (spasm) রাত্রিতে নিদ্রায় (বিউফো), পূর্ণিমাতে, মাসিক ঋতুস্রাবের সময়ে, মস্তকে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া, জলে ভিজিয়া বৃদ্ধি হয়। Dr. Bahær বলিতেছেন—It is more particularly when the Epileptic paroxysms break out in the night whether Cuprum metallicum is preferable to Cuprum aceticum is still an open question. The latter preparation is undoubtedly more effective in the lower attenuations, whereas the former had better to be used in the higher potencies and less frequently. In the treatment of Epilepsy it seems generally better to employ the higher attenuation in less frequently repeated doses."

মৃগী রোগের আরম্ভে রোগী চীৎকার করিয়া ওঠে এবং মৃগীর আক্ষেপ-কালীন মলমূত্র অসাড়ে ত্যাগ করে। এই প্রকারও দেখা গিয়াছে প্রত্যেক ঋতুস্রাবকালীন মৃগীরোগের আক্ষেপ প্রকাশ পায়। ইহাও দেখা যায়—বক্ষঃস্থলের ঈষৎ নিম্নপ্রদেশে সঙ্কোচনসদৃশ ভীষণ কষ্ট হইয়া আক্ষেপ আরম্ভ হয়।

কাশি—কাশিলে বোতল হইতে জলঢালার ন্যায় ঢল ঢল শব্দ হয়। কাশি শীতল জলপানে উপশম হয়—কষ্টিকম। শীতল জলপানে বৃদ্ধি হয়—স্পঞ্জিয়া)।

হুপিং কাশি—হুপিং কাশি অত্যন্ত ভীষণ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়, দম আটকাইয়া যাইবার উপক্রম হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস শূন্য হইয়া আইসে,

মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয়, সমস্ত শরীর শক্ত এবং হস্ত মুঠা করিয়া ফেলে। পর পর তিনবার আক্রমণ হয় (three attacks successively)। কাশির ঝোঁক থামিলে ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া যায়।

হুপিং কাশি সম্বন্ধে কেণ্ট সাহেব বলিতেছেন—Face becomes livid or blue, the finger nails become discoloured, eyes are turned up, the child coughs until it loses its breath and then lies in a state of insensibility for a long time until she fears the child will never breathe again, but with violent spasmodic action in its breathing, the child from the shortest breaths comes to itself again just as if brought back to life—Kent.

এই প্রকার ভীষণ কাশির আরম্ভের মুখেই যদি শীতল জল কিছু পান করান যাইতে পারে তাহা হইলে কাশি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়। শীতল জলে কুপ্রামের আক্ষেপ অতি সত্বর উপশম হয়। (ইপিকাক দেখ)

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—সাধারণতঃ ৬, ৩০ ব্যবহার হয়। স্থান বিশেষে ২০০ শক্তিও প্রয়োগ হয়।

অনুপূরক (Complementary)—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব।

সমগুণ ঔষধসমূহ—কলেরায় আর্স এবং ভিরেট্রাম। পীড়কা অবরুদ্ধে—এপিস এবং জিঙ্কাম।

রোগের বৃদ্ধি—শীতল বাতাসে, রাত্রিতে, পদদ্বয়ের ঘর্ম্ম অবরুদ্ধে, পীড়কা অবরুদ্ধে, ঋতুস্রাবকালীন।

রোগের উপশম—বমন, বমনেচ্ছা এবং কাশি শীতল জল পানে।

রোগীর বিবরণ

এক ৩ বৎসরের শিশুর নিউমোনিয়া হয়। নিউমোনিয়ার পূর্ব্বে হাম হইয়াছিল। আমি যাইয়া দেখি রোগী শয্যায় শুইয়া রহিয়াছে। শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত চলিতেছে এবং বালিসে মস্তক চালিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম হাম ভালরূপ প্রকাশ পায় নাই, লাট খাইয়া গিয়াছে। রোগী দেখিতেছি এমন সময় শিশুর আত্মীয় আর একজন প্রাচীন চিকিৎসক নিয়া আসিলেন। তিনি শিশুকে কেলিকার্ব্ব দিতে বলিলেন। এই বিষয় লইয়া আমার সহিত মতভেদ হইল দেখিয়া রোগীর পিতা কেলিকার্ব্বই দিলেন, সমস্ত দিন ব্যবহারে কোন উপকার না পাওয়ায় তৎপর তিনি কুপ্রাম মেটালিকাম ৩০ এক মাত্রা আমার ব্যবস্থানুযায়ী প্রয়োগ করেন, ইহা সেবনে শিশুর মস্তক চালনা এবং তৎসহিত শ্বাসপ্রশ্বাসের টান সমুদায় ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া রোগী সত্বর আরোগ্যলাভ করে। মোট ৩ মাত্রা কুপ্রাম প্রয়োগ করিয়াছিলাম।

২। একজন ভদ্রলোক ৪০ বৎসর বয়স হইবে সে একদিন দেখিল বাম পদের জুতার নিম্নভাগের সম্মুখাংশ অত্যন্ত ক্ষয় পাইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া সে বুঝিতে পারিল যে উহার বামপদ মাটিতে ঘেসড়াইয়া চলিতে হয়—ইহার কিছুদিন পর তাহার বামপদে ঝিন্‌ঝিনি এবং খঞ্জভাব বোধ করিল এবং এই ঝিনঝিনি এবং দুর্ব্বলতা জানুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইল—অবশেষে অতিকষ্টে দাঁড়াইতে এবং চলিতে পারিত—অনেক এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করা হইল কিন্তু কিছুই হইল না—পা যদিও শুকাইয়া গিয়াছিল না কিন্তু পেশী সমূহ শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং পায়ের স্পর্শ চেতনাও হ্রাস হইয়া গিয়াছিল—ইষ্টক গরম করিয়া তাহাতে পা রাখিলেও পা গরম হইত না। পা সর্ব্বদা শীতল থাকিত—সময় সময় আক্রান্ত পদের নিতম্বপ্রদেশ পর্য্যন্ত বেদনা ধরিত—ডাক্তার হিগ্নি দেখিলেন যে স্নায়ুর প্রান্তদেশ অর্থাৎ সমাপ্তি স্থল হইতে ঊর্দ্ধদিকে পক্ষাঘাত বিস্তৃত হইতেছে এবং কুপ্রামের এই প্রকার লক্ষণ থাকায় তিনি রোগীকে কুপ্রাম এসেটীকম তৃতীয়

শক্তি প্রত্যহ তিনবার করিয়া সেবন করাইয়া ৩ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছিলেন।

৩। এক ব্যক্তির পদে সর্প দংশন করিয়াছিল—যেস্থানে কামড়াইয়াছিল তাহার উপর এবং নিম্নে দড়ি দিয়া বাঁধা হইয়াছিল ও দুইজন ব্যক্তি দংশিত স্থানে জলন্ত অঙ্গার বাঁধিয়া রাখিয়াছিল—এইরূপ অবস্থায় ৭ মিনিট কাল পর্য্যন্ত রোগী কথা বলিতে পারিতেছিল এবং হাসিতেছিল, ইহার কিছুক্ষণ পর কথা বন্ধ হইয়া আসিল এবং ঢলিয়া পড়িল। দুইটি লোক তাহাকে ধরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং নানাপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করাইতেছিল কিন্তু কিছুই ফল হইতেছিল না অবশেষে আক্ষেপিক কলেরা রোগের মত প্রবল আক্ষেপ হইতে আরম্ভ হয়—এইরূপ অবস্থায় কুপ্রাম সেবন করার—অর্দ্ধ ঘণ্টা পর রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় (snake bite case from Calcutta I. M. J., I Page 298).

প্লাম্বাম (Plumbum)

ইহাঁর বাঙ্গলা নাম সীসা। সীসধাতু চূর্ণ করিয়া ঔষধে পরিণত করা হয়। ইহার প্রধান কার্য্য—রক্ত, পরিপাকক্রিয়া এবং স্নায়ুমণ্ডলীতে প্রকাশ পায়। অন্নরসের (chyle) রক্তে পরিণতি কার্য্য (Haematosis—The transformation of venous blood and chyle into the arterial blood) ব্যতিক্রম হেতু লোহিত কণিকা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় কাজে কাজেই রক্তশূন্যতা, চেহারার বিবর্ণতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। কসেরুকা মজ্জায় দোষ হেতু (spinal disease) উদ্ভূত রোগের উপযুক্ত ঔষধ—(ফস্ পিকরিক এসিড, জিঙ্কাম)।

২। মুখের চেহারা ফ্যাকাসে, হলদে, গণ্ডযুগল চোপসান, চিন্তা পূর্ণ এবং যন্ত্রণা সূচক।

৩। উপলব্ধি জ্ঞান এবং বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল। কোন বিষয় স্মরণ রাখিতে পারে না। শারীরিক এবং মানসিক উভয়ই অত্যন্ত অবসাদ।

৪। দন্তের মাড়ীর ধারে পরিষ্কার নীলবর্ণ রেখার প্রকাশ। মাড়ী স্ফীত, ফ্যাকাসে এবং রং সীসার ন্যায়।

৫। ভীষণ শূল যন্ত্রণা, মনে হয় নিম্নোদরের প্রাচীর রজ্জুদ্বারা মেরুদণ্ডে টানিয়া রাখা হইয়াছে (violent colic, sensation as if abdominal wall was drawn as if by a string to the spine).

৬। কোষ্ঠ কাঠিন্য—মল শক্ত, শুষ্ক, গুট্লে গুট্লে ছাগলের নাদির ন্যায় (চেলিডোনিয়াম, ওপিয়ম)। মলদ্বারের সঙ্কোচন বশতঃ ভীষণ যন্ত্রণা এবং কুন্থন, সঙ্কোচক পেশীর দুর্ব্বলতা অথবা পক্ষাঘাত (stools hard, lumpy black like ship's dung, with urging and terrible pain from spasm of anus) মলের কঠিনতা হেতু শুষ্কতা, মল বহির্গত হইতে পারে না।

৭। পক্ষাঘাত গ্রস্থ স্থানের শুষ্কতা। গতি বিধায়ক এবং স্পর্শ চেতনা শক্তি (motor and sensory nerves) উভয়েরই ক্রমশঃ হ্রাস। প্রসারক পেশীর (extensor) পক্ষাঘাত, এবং সঙ্কোচক পেশীর (flexor) প্রাধান্য। সম্পূর্ণ অথবা আংশিক পক্ষাঘাত, অত্যন্ত এবং দ্রুত শুষ্কতা (excessive and rapid emaciation)। রোগী অত্যল্প সময়েই অস্থি চর্ম্মসার অবস্থায় পরিণত হয়।

৮। নিম্নোদরে ভীষণ যন্ত্রণা, শরীরের সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে (excessive pain in abdomen, radiating to all, parts of body).

সাধারণ লক্ষণ

১। মুখমণ্ডলের চর্ম্ম তেলতেলে চকচকে (greasy and shining)। শরীরের চর্ম্ম—চক্ষু, মূত্র সমুদায়ই ন্যাবারোগের ন্যায় হলদে বর্ণ।

২। জরায়ু পেশীতন্তু সমূহের প্রসারণ অক্ষমতা হেতু জরায়ু মধ্যস্থিত ভ্রূণের ক্রমবিবর্দ্ধনে স্থানের অবস্থিতির অভাব-বশতঃ গর্ভপাতের আশঙ্কা। (Inability of uterus to expand, threatening abortion).

৩। অন্ত্রাবরোধ (Intussusception) ও তদসহিত শূল যন্ত্রণা এবং মল বমন।

রোগী—প্লাম্বাম রোগীর মুখের চেহারা ফ্যাকাসে, হলদে, দেখিতে অনেকটা মৃত ব্যক্তির ন্যায়। চিন্তাপূর্ণ এবং যন্ত্রণাসূচক। গণ্ডযুগল চোপসান। অনুভূতি জ্ঞান এবং বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল, কোন বিষয় মনে রাখিতে পারে না, অল্পতেই ভুলিয়া যায়। শারীরিক এবং মানসিক উভয়ই অত্যন্ত অবসাদপূর্ণ, বহু জনাকীর্ণ ঘরে প্রবেশ করিতে মূর্চ্ছার উপক্রম হয়; মুখমণ্ডলের চর্ম্ম তেলতেলে এবং চক্‌চকে (greasy and shiny)। গাত্রত্বক, চক্ষু এবং মূত্র সমুদায়ই ন্যাবা রোগের ন্যায় হলদে বর্ণ। প্লাম্বাম রোগীর গাত্র সচরাচর শীতল এবং শীর্ণ, গ্রীষ্মকালেও যথেষ্ট উষ্ণ বস্ত্রে আবৃত থাকিতে ইচ্ছা করে অথচ মস্তকে কাপড় চায় না। হস্ত পদের প্রান্তদেশসমূহ শীতল, নীলবর্ণ, অসাড় এবং শুষ্ক। পদদ্বয় এবং পদদ্বয়ের অঙ্গুলি ধোপাদিগের হস্তের ন্যায় শুষ্ক হইয়া চর্ম্ম কোঁচকাইয়া যায়।

শূল যন্ত্রণা—প্লাম্বামের প্রধান স্বভাবই হইতেছে voluntary এবং involuntary উভয় প্রকার পেশী তন্তুর (muscular fibre) সঙ্কোচন উৎপন্ন করা। পেশীর এই প্রকার সঙ্কোচন বশতঃ ধমনীও (blood vessels) সঙ্কোচন প্রাপ্ত হয়। সিসার দ্বারা বিষাক্ত হইলে সিসা মিশ্রিত জল পান করিয়াই হউক অথবা রংএর কার্য্যবশতঃই হউক ভীষণ শূল এবং খিলধরা যন্ত্রণা প্রকাশ পায় কিন্তু প্লাম্বামের শূল বেদনার প্রধান বিশেষত্বই হইতেছে নিম্নোদর যন্ত্রণায় একেবারে মেরুদণ্ডের সহিত যেন সাঁটিয়া যায়। মনে হয় নিম্নোদরের প্রাচীর রজ্জুদ্বারা মেরুদণ্ডে টানিয়া ধরিয়া রাখা হইয়াছে (violent colic, sensation as if abdominal wall was drawn as if by a string to the spine.) এই প্রকার যন্ত্রণা উদরাময়, আমাশায়, রজঃশূলে, রজোবাহুল্যে ইত্যাদি যে কোন রোগের সহিতই হউক, প্লাম্বামকে চিন্তা করিবে। প্লাম্বামের এই প্রকার যন্ত্রণা বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ জানিবে এবং সাধারণতঃ যন্ত্রণা স্নায়ুর ভিতর দিয়া চারিধারে ছড়াইয়া পড়ে (Dioscorea)। সময় সময় এমন কি মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় এবং রোগী প্রলাপ বকে, যন্ত্রণা বক্ষে বিস্তারিত হইয়া শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট উৎপাদন করে। কুচকি প্রদেশে বিস্তারিত হইয়া অণ্ডকোষদ্বয় খেঁচিয়া ধরে। নিম্নাঙ্গে বিস্তারিত হইয়া পদযুগলে খিলধরা যন্ত্রণা উপস্থিত করে, অর্থাৎ যন্ত্রণা স্নায়ু দিয়া চালিত হইয়া শরীরের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত

হইয়া পড়ে। এই প্রকার শূল বেদনার সহিত অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য এবং কোন কোন স্থলে বিষ্ঠা বমনও (stercoracious) বর্ত্তমান থাকে। The association of colic with constipation and of constipation with colic always forms the special indication for Plumbum as a remedy for either—Hughes.

সীসঘটিত শূলবেদনায় এলিউমিনা, এলিউমেন, প্ল্যাটিনা, ওপিয়ম, নাক্স-ভমিকা, আর্সেনিক, কলোসিন্থ, সালফিউরিক এসিড, জিঙ্কাম ইত্যাদি বিষঘ্ন ঔষধরূপে (antedote) এবং সুরাসার প্রতিষেধকরূপে কার্য্য করে। এলিউ-মিনা সিস শূলের (lead colic) পরবর্ত্তী অবস্থাতেও প্রয়োগ হয় এবং তাহাতে বেশ কাজ পাওয়া যায়। সীসঘটিত শূলবেদনা (saturnine colic) যাহারা সচারাচর সীসা কিংবা সীসা মিশ্রিত দ্রব্যে কার্য্য করে, যেমন চিত্রকর, মুদ্রাকর, অক্ষর প্রস্তুতকারক, (type founder) প্রভৃতি লোকদিগেতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ব্যতীত সীসার নলের জল পান করিয়া, সীস মিশ্রিত চুলের কলপ ইত্যাদি ব্যবহার করিয়াও হয়। প্রকৃত সীস শূল অনেক সময় নির্দ্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন বিষয় এবং সীসাজনিত কি না তাহা পরিষ্কার জানিতে না পারিলে প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচনে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। একবার বিলাতের নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে এই প্রকার একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ডাক্তার হেরাপথ (Dr. Herapath) লিখিত ১৮৫০ সালের London medical Gazette এ ঘটনাটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন—হঠাৎ দেখা যায় একটি গ্রামের প্রায় সমুদায় অধিবাসিই এই প্রকার সীস শূল যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়। প্রথমতঃ ইহার কারণ কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না। তৎপর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা যায় যে, পানীয় জলেই তাহাদের এইরূপ শূলের কারণ হইয়াছিল, কারণ উক্ত জল একটি সীসার কারখানার ধার দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিত। এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন প্রকৃত সীস শূল নির্ণয় করা এক এক সময় কিরূপ কঠিন বিষয় হইয়া পরে, (How carefully we have to investigate, in cases resembling lead colic, whether the disease is not caused by poisoning, is shown by Dr. Herapath, in the London Medical Gazette, 1850, where a whole village were attacked with the lead

colic by using water from a brook that flowed at some distance from lead works and in eight hundred thousand parts of water contained one part of carbonate of lead—Baehr Science and Therapeutic Page 474. Vol. 1).

ডাক্তার হার্টিমেন এক স্থলে সীসশূল যন্ত্রণার লক্ষণসমূহ অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মূল কথাই নিম্নে তুলিয়া দিলাম।

The colicky pains are at first dull, intermittent as the disease increases in volume,the pains become twisting, constrictive, boring, they concentrate in the pit of the stomach and unbilical region, whence they spread towards the chest, back, hips, into the upper and lower extremities. Finally, the paroxysms run into each other, the pain becomes continuous, as a rule worse in the evening and night and is often so agonizing, that the patients endeavour to moderate it by tossing about, writhing and twisting, crying and moaning compressing the abdomen sometimes seems to moderate the pain. The abdominal muscles, are sometimes contracted so rigidly, that the abdomen is quite tense and hard drawn in towards the spine, which can be felt through the abodominal integuments. The bowels are obstinately constipated, sometimes an evacuation is obtained, only with incredible effort, in a week or fortnight, consisting of hard little balls resembling sheep or goat dung.

সীস শূল যন্ত্রণার ওপিয়মও একটি অব্যর্থ ঔষধ, এমন কি এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণও ইহার উপকারিতা স্বীকার করেন কিন্তু তাঁহারা ইহা অন্য প্রকারে ব্যবহার করেন। ডাক্তার বেয়ার সাহেব তাহার গ্রন্থে এই বিষয় কি বলিতেছেন তাহা শুনুন—“In lead colic opium is undoubtedly a most valuable specific acknowledged as such even by Allopathic physicians. Homœopathic physicians explain the

curative action of opium in this disease, in a very different manner, for it is upon its constipating action that the curative power of this drug in lead colic depends. Hahneman says—Opium cures lead colic Homœopathically because the constipation produced by lead, yields to the opium constipation. According to the vast number of observations, opium is one of the most efficient remedies against lead colic.

ওপিয়ম সীস-শূল যন্ত্রণা অন্য ভাবে আরোগ্য করে। প্রত্যক্ষ যন্ত্রণার উপর ওপিয়মের কোন কার্য্য নাই। কোষ্ঠকাঠিন্যের উপরই ইহার আরোগ্য-কারিতা নির্ভর করে। কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীভূত হইলেই যন্ত্রণা আরোগ্য হয়। সীসজনিত কোষ্ঠকাঠিন্যেরও ওপিয়ম একটি ঔষধ বটে, কাজেকাজেই ওপিয়ম সীসশূলের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ডাক্তার ফ্র্যাঞ্জ (Dr. Franz) বলেন—প্ল্যাটিনা সীস শূলের ওপিয়ম অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু ইহা সকলে সমর্থন করেন না এবং ইহার চিকিৎসায়ও তত উপকারিতা দেখা যায় নাই—(In accordance with the observation of Dr. Franz, Platina is more efficient than opium. So far, however, this recommendation has not been confirmed by practical experiments).

পক্ষাঘাত (Paralysis)—প্লাম্বাম পক্ষাঘাতের একটি উত্তম ঔষধ। প্রথম বিশেষত্বই হাতের কব্জীতে (wrist) দেখিতে পাওয়া যায়। কব্জীর প্রসারক পেশী (extensor muscle) পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয় তদহেতু পড়িয়া থাকে। প্লাম্বাম সীসা ঘটিত পক্ষাঘাত ব্যতীত, অন্য কারণ হইতে উদ্ভূত পক্ষাঘাতেও উত্তম কার্য্য করে এবং উক্ত স্থান ব্যতীত শরীরের অন্য স্থানেও পক্ষাঘাত বিস্তারিত হয় এবং প্রায়ই সঙ্কোচক পেশী (flexor muscle) অপেক্ষা প্রসারক পেশী অধিক আক্রান্ত হয়। ইহা ব্যতীত সীসজনিত বিষাক্তে দন্তের মাড়ীর ধারে এক প্রকার নীলবর্ণ রেখা প্রকাশ হইতে দেখা যায়—তাহাকে ইংরাজীতে জিঞ্জিভাল রেখা বলা হয় (there appears

on the border of the gums a blue line known as the gingival line of lead poisoning)। প্লাম্বামের পক্ষাঘাতের সহিত স্থান শুষ্কতা প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং ইহা যে প্রকৃত যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন (organic change) হেতু হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই, তবেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—প্লাম্বাম কশেরুক মজ্জার (spinal cord) রোগ হেতু পক্ষাঘাতেরও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্লাম্বামের পক্ষাঘাতের বিশেষত্বই হইতেছে প্রসারক পেশীসমূহ (extensor muscle) পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয় এবং সঙ্কোচক পেশীসমূহ প্রাধান্য লাভ করে যেমন হস্তদ্বয় ভিতর দিকে বেঁকিয়া যায় এবং ইহার সহিত অনেক সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যন্ত্রণাও বর্ত্তমান থাকে। (Lead paralysis has the peculiarty, that the extensor muscles are paralyzed and the flexor muscle gain tho ascendency, so that the hands are drawn inwards, towards the forearm, very often, pain in the limbs continues at the same time. The patient emaciate rapidly, the skin becomes dry—Baehr's Science Page 476 Vol I)

প্লাম্বামের পক্ষাঘাতের আর একটি বিশেষত্ব পক্ষাঘাতগ্রস্থ স্থানে অত্যন্ত শীঘ্র উত্তাপ হ্রাস হয় এবং স্পর্শ-চেতনা ও গতি-বিধায়ক স্নায়ু উভয়েরই কার্য্য ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। ইহার সহিত আর একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি, প্লাম্বামে প্রায়ই শরীরের উর্দ্ধভাগ অথবা নিম্নভাগের পক্ষাঘাত অধিক হইতে দেখা যায় (Paralysis of either upper or lower limbs with wasting of muscular tissues, loss of motion and sensation—Johnson)। প্লাম্বামকে Progressive paralysis অর্থাৎ যে স্থলে শরীরের কোন অঙ্গ বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গ ক্রমশঃ পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হইয়া শুষ্ক হইয়া আসিতে থাকে—তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে। পক্ষাঘাতের সহিত শুষ্কতা থাকা চাই।

প্লাম্বামের এইরূপ পক্ষাঘাত একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এবং সমুদয় রোগীর মধ্যেই একটি নিশ্চেষ্টতা, শারীরিক এবং মানসিক উভয়েতেই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া

যায়। চিন্তা শক্তি, অনুভতি শক্তি ইত্যাদিও দুর্ব্বল। গাত্রত্বকের স্পর্শাধিক্যতাও স্বল্প, পিন কিম্বা আলপিন দ্বারা খোঁচা দিলেও শীঘ্র টের পায় না—স্নায়ুসমূহের কার্য্যকারিতা শক্তিও কম (Nerves do not convey their messages with the usual activity) গাত্রত্বকের স্পর্শাধিক্যতা হ্রাস হইয়া ক্রমশঃ প্রকৃত পক্ষাঘাত অবস্থা উপস্থিত হয় এবং তখন আর কোন প্রকার স্পর্শ চেতনা বোধ থাকে না। প্লাম্বামে দেখিতে পাওয়া যায় হস্ত পদের অঙ্গুলি, হস্তের চেটো, পায়ের তলা ইত্যাদি প্রথমতঃ অসাড় বোধ হইয়া ক্রমশঃ গাত্রত্বকে মেরুদণ্ডের দিকে বিস্তারিত হয়।

প্লাম্বামে ইহাও দেখা যায়—স্থানের এক একটী পেশীও পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্লাম্বামে প্রসারক পেশী (extensor muscle) অধিক পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয়। রোগী কোন বস্তু উক্ত হস্ত দ্বারা উঠাইতে পারে না, এইরূপ অবস্থা পিয়ানো বাদক, টাইপরাইটিং লেখক ব্যক্তিদিগের মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়—তাহারা অঙ্গুলি ইচ্ছামত চালনা করিতে পারে না।

কিউরারি (Curare)—এই ঔষধটিতেও এই প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—প্রসারক পেশীর অত্যধিক চালনা হেতু পক্ষাঘাত প্রাপ্ত হয় (Paralysis from overexertion of the extensor muscle)। রাসটক্সেও এইরূপ অবস্থা হইতে পক্ষাঘাত উপস্থিত হইতে দেখিতে পাওয়া গেলেও কিন্তু রাসটক্সে "ঠাণ্ডা লাগা" কারণ থাকা প্রয়োজন এবং রাসটক্স তরুণ অবস্থায় নির্ব্বাচিত হয়, কিউরেরি এবং প্লাম্বাম পুরাতন অবস্থায় প্রয়োগ হয়।

গর্ভপাত (Abortion)—জরায়ুতে এই ঔষধটির একটি অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—জরায়ুর মধ্যস্থিত ভ্রূন বৃদ্ধি হইতে থাকে অথচ সেই অনুযায়ী জরায়ুর পেশীতন্তু সমূহ (muscular fibres) বিকাশ প্রাপ্ত (develop) হয় না, কাজেই জরায়ু তাহার মধ্যস্থ ভ্রূনকে অধিক দিন রাখিতে পারে না—গর্ভপাত হইবার আশঙ্কা হয়।

স্নায়ুশূল (Neuralgia)—ভীষণ শূল বেদনা হয়। ইহার বিশেষত্ব হইতেছে যন্ত্রণাযুক্ত স্থান শুষ্কতা প্রাপ্ত হয় (painful parts withers)।

যন্ত্রণা কটি স্নায়ু (sciatic nerve) দিয়া নিম্নে বিস্তারিত হয়, জলনযুক্ত, তীর বিদ্ধবৎ, মনে হয় অস্থি অবস্থিত স্থান হইতে টানিয়া বাহির করিয়া ফেলা হইতেছে এবং আক্রান্ত স্থান শুষ্ক হইতে থাকে। স্কন্ধপ্রদেশে, বাহুতে, বাহুর নিম্নে, বাহুস্থিত স্নায়ুসমূহে (brachial plexus) মুখমণ্ডলের এক পার্শ্বে ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয় এবং স্থান শুষ্ক হয়।

অন্ত্রবৃদ্ধি এবং অন্ত্রাবরোধ (Hernia)—সকলপ্রকার অন্ত্র বৃদ্ধিতে (Hernia) রুদ্ধ (strangulated), উবস্থীয় (Femoral belonging to thigh), বঙ্ক্ষনীয় অর্থাৎ কুচকি স্থানে (inguinal) এবং নাভিদেশে (umbilical) প্লাম্বামের প্রয়োগ দেখা যায়। ভীষণ শূল যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে, নিম্নোদর মেরুদণ্ডে সাঁটিয়া যায়, তলপেট নৌকার ন্যায় খাল হইয়া যায়। অন্ত্রাবরোধেও (Intussusception) প্লাম্বাম ব্যবহার হয়—যন্ত্রণার সহিত অনেক সময় বিষ্ঠা বমনও বর্ত্তমান থাকে।

নক্সভমিকা—অন্ত্র বৃদ্ধি umbilical অথবা inguical হউক ইহাও একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিবার সময় রোগী নিম্নোদরে বিশেষতঃ কুচকি প্রদেশে (inguinal) দুর্ব্বলতা অনুভব করে। নাক্সভমিকায় বামদিক অধিক আক্রান্ত হয়। লাইকোপোডিয়ামে দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত হয়।

মুত্রবিকার (Uraemia)—প্লাম্বামে সমুদয় স্থনের পক্ষাঘাত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে এবং প্রকাশও পায়—মলমূত্র ইত্যাদি ত্যাগ করিতেও সঙ্কোচক পশীর দুর্ব্বলতা বোধ করে এবং মুত্র নিঃসরণ—retenton and suppression উভয়ই প্লাম্বাবে প্রকাশ পাইতে দেখা যায় এবং এতদকারণ-বশতঃ ইউরিমিক কোমাতে (uraemic coma) প্লাম্বাম অনেক সময় প্রয়োগ হয়। (ঔষধের শেষে রোগীর বিবরণ দেখ)।

প্রলাপ (Delirium)—প্রলাপেও প্লাম্বামের সময় সময় ব্যবহার দেখা যায় এবং প্রলাপ অনেকটা বেলেডনার ন্যায়—নিকটে যাহাকে পায় কামড়াইতে যায়, মারিতে যায় কিন্তু প্লাম্বামে মস্তকের এবং হস্তের কম্পন

(tremor) বর্ত্তমান থাকে, মুখে এবং দাঁতে পীতবর্ণ শ্লেষ্মার সমাবেশ হয় এবং প্রলাপের সহিত পর্য্যায়ক্রমে শূলবেদনা হয়, এতদলক্ষণ সমুদয় বেলেডনায় কিছুই থাকে না। মস্তিষ্ক বিশৃঙ্খলতা ব্যতীত নিম্নলক্ষণগুলিও দেখা যায়—মস্তক ঘূর্ণন, সম্মুখে কিংবা পশ্চাতে ভীষণ শীরঃপীড়া, কর্ণে গোলমাল শব্দ, দৃষ্টির গোলযোগ, দ্বিদৃষ্টি, গলদেশের সঙ্কোচন (contraction of pharynx) মানসিক দুর্ব্বলতা, বিমর্ষভাব এবং অবসন্নতা।

মৃগীরোগ (Epilepsy) প্লাম্বাম মৃগীরোগে প্রায়ই ব্যবস্থা হয়। ইহার বিশেষ লক্ষণই হইতেছে আক্রমণের পূর্ব্বে পদদ্বয়ের পক্ষাঘাতের ন্যায় ভার ভার বোধ এবং তৎপরে পক্ষাঘাত ও নাসিকা শব্দসহ গভীর নিদ্রা।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মল শক্ত, শুষ্ক, গুট্‌লে গুট্‌লে এবং ছাগলের নাদির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, মলত্যাগকালীন অত্যন্ত কুন্থন এবং মলদ্বার অবরোধক পেশীর (sphincter ani) আক্ষেপ (spasm) বর্ত্তমান থাকে। মনে হয় মলদ্বারকে রজ্জু দ্বারা উপরে টানিতেছে (sensation as though a string were drawing the anus up into the rectum)। মল শক্ত হেতু নির্গত হইতে পারে না, আট্‌কাইয়া থাকে। মলদ্বারের সঙ্কোচক পেশীর দুর্ব্বলতা অথবা পক্ষাঘাত। অন্তঃস্বত্তাবস্থায় প্ল্যাটিনায় উপকার না হইলে প্লাম্বাম প্রয়োগ হয়।

এলিউমিনা—মল শক্ত অথবা নরম চট্‌চটে কিন্তু অত্যন্ত বেগ থাকে এমন কি নরম মলত্যাগেও অত্যন্ত কোঁতাইতে হয়, সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতাই ইহার প্রধান কারণ।

ওপিয়ম—মল শক্ত, গোলাকার আকৃতি কাল এবং মল বহির্গত হইয়া পুনরায় ভিতরে চলিয়া যায় (সাইলিসিয়া)। মলত্যাগের ইচ্ছা হয় না। সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতা অথবা আংশিক পক্ষাঘাত। শিশুদিগের কোষ্ঠ-কাঠিন্যের একটি উত্তম ঔষধ।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—ইহা অত্যন্ত গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। কশেরুক মজ্জাগত রোগ (spinal disases) হইতে উদ্ভূত ব্যাধিতে—পক্ষাঘাত, মৃগী রোগ ইত্যাদিতে উচ্চক্রম ২০০ দুই একবার মাত্র ব্যবহার হয়, পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ চলে না। দুই এক মাত্রায় উপকার না দর্শিলে আর অধিক ব্যবহার করা উচিৎ নয়। শূল বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদিতে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইতে পারে।

সমগুণ ঔষধসমূহ—শূলযন্ত্রণায় এলিউমিনা, প্ল্যাটিনা, ওপিয়ম। পশ্চাদ্দিকে নাভির আকর্ষণে (retraction of navel) পডফাইলম। রুদ্ধ (strangulated) অন্ত্র বৃদ্ধিতে—নাক্সভমিকা।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে (অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যন্ত্রণা)।

রোগের উপশম—ঘর্ষণে (rubbing), শক্ত চাপে।

রোগীর বিবরণ

একজন পশ্চিম দেশীয় ভদ্রলোক, বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর হইবে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন এক স্বদেশী কাপড়ের কলের আফিসে কাপড় প্রস্তুতের জন্য তুলার দালালি করিত। অনেকগুলি তুলার নমুনার বাণ্ডিল হাতে করিয়া অফিসে আসিতেন। কিছুদিন ভদ্রলোকটি দক্ষিণ পদের দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে লাগিলেন অথচ লোকটির শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল, কোন প্রকার যে রোগ আছে, তাহা দেখিলে মনে হইত না। ক্রমশঃই পায়ের দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, লোকটি তখন আর অধিক চলাফেরা করিতে পারিত না। একখানা ঘোড়ার গাড়ী ক্রয় করিয়া লইলেন কিন্তু তাহাতে যদিও কিছু হাঁটাহাঁটি কম পড়িল কিন্তু অফিসের দ্বিতল ত্রিতলে উঠিতে কষ্ট বোধ করিতেন। প্রথমতঃ আয়ুর্ব্বেদীক চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন, কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজগণকে দেখাইলেন। প্রায়

দেড় মাস চিকিৎসা করিয়াও কিছু ফল না পাইয়া এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ধরিলেন, তাহাতে অনেক প্রকার মালিস এমন কি শূকরের চর্ব্বি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতেও কিছুই উপকার না পাইয়া তখন হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করিয়া আমাকে জানাইলেন। আমি সেই সময় কেবল মাত্র হোমিওপ্যাথিক পড়িতেছি। আমি তাহাকে ডাক্তার অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট লইয়া যাই, তখন তাহার একটি পা অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, আর একটি পদও আক্রান্ত হইয়াছে, পা ছেঁচরাইয়া ছেঁচড়াইয়া হাঁটিত। ডাক্তার দত্ত মহাশয় তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া প্লাম্বাম ২০০ শক্তির একটি মাত্রা প্রথম দিবস সেবন করিতে দিলেন অন্য কোন ঔষধ লাগাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। তিনি আমাকে এই মাত্র বলিলেন, "ইহা Progressive paralysis ইহাকে যাহা দিলাম তাহাতে উপকার হওয়া উচিৎ। প্রায় ২ সপ্তাহ ঔষধ ব্যবহার হইল কিন্তু কিছুই উপকার হইল না। তিনি তাহাকে আর এক মাত্রা ২০০ ক্রম দিলেন। এই প্রকারে রোগী প্রায় ৬ মাসে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

২। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনৈক চিকিৎসক তাহার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসেন। দুই দিন যাবৎ তাঁহার স্ত্রী অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন এবং কয়েক দিন হইতে কিছুমাত্র প্রস্রাব হইতেছে না, ক্যাথিটার দ্বারা চেষ্টা করিয়াও দেখা হইয়াছিল। মূত্র থলিতে প্রস্রাব কিছুই নাই। এই প্রকার অবস্থা হইবার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই রোগীর মধ্যে সমুদয় কার্য্যে দীর্ঘসূত্রতা (slowness) লক্ষণের প্রকাশ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল এবং সকল সময় নাভিদেশে পৃষ্ঠদেশের অস্থিতে রজ্জু দ্বারা টানিয়া ধরিয়াছে এইরূপ বোধ অনুভব করিতেছিল। মধ্য রাত্রিতে উক্ত ডাক্তার মহাশয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আসিয়া আমাকে নিদ্রা হইতে তোলেন এবং বলিলেন, রোগী মৃতবৎ রক্তশূন্য হইয়া গিয়াছে এবং ধীরে ধীরে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছে, বোধ হয় বাঁচিবে না। এবম্ভাবস্থায় আমি তাহাকে প্লাম্বাম উচ্চ ক্রম প্রয়োগ করি এবং উক্ত ঔষধ সেবনের কিছুক্ষণ পর প্রচুর প্রস্রাব ত্যাগ করে। একমাত্র প্লাম্বামে কয়েক দিনের মধ্যেই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে—ডাঃ কেণ্ট।

প্ল্যাটিনা (Platina)

ইহা একটি ধাতু পদার্থ ইহার অধিকাংশ কার্য্য স্ত্রীলোকের মধ্যেই আবদ্ধ এবং বারাঙ্গনাদিগের উপযুক্ত ঔষধ। এই ঔষধটির লক্ষণসমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—প্রথমতঃ মানসিক, দ্বিতীয়তঃ স্নায়বীক এবং তৃতীয়তঃ—জননেন্দ্রিয়ক অর্থাৎ ঔষধটির প্রধান কার্য্যই হইতেছে জরায়ু ডিম্বাশয়, মস্তিষ্ক এবং স্নায়বীয় বিধানের উপর।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। মাসিক ঋতুস্রাব খুব শীঘ্র এবং প্রচুর পরিমাণে হয় (who suffer from too early and too profuse menses)। স্ত্রীলোক রোগা এবং রক্তপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট (sanguine temparament).

২। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়, যোনিদেশ, অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য—কাপড়ের অথবা অঙ্গুলির স্পর্শ সহ্য হয় না। সঙ্গমক্রিয়াকালীন স্পর্শাধিক্যতা হেতু মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হয়। (মিউরেটিক এসিড) ঋতুস্রাব কালীন যোনিদেশে কাপড় লইতে পারে না।

৩। স্নায়ুশূল যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয় এবং ধীরে ধীরে হ্রাস হয় (ষ্ট্যানাম) এবং যন্ত্রণার সহিত আক্রান্ত স্থানে অসার বোধ বর্ত্তমান থাকে (ক্যামোমিলা)।

৪। রোগী অত্যন্ত অহঙ্কারী, আত্মম্ভরী সকলকে তুচ্ছ এবং হীন জ্ঞান করে কিন্তু নিজেকে সকলের অপেক্ষা উচ্চ মনে করে। নিজের চতুর্দ্দিকের সমুদয় দ্রব্য ক্ষুদ্র দেখে এবং সকলে শারীরিক এবং মানসিক বিষয়ে নিজ অপেক্ষা হীন।

৫। বাহ্যিক লক্ষণের প্রকাশে মানসিক লক্ষণের অবসান আবার মানসিক লক্ষণের প্রকাশে বাহ্যিক লক্ষণের অবসান। (mental symptoms appear physical symptoms disappear and vice-versa)।

৬। কামোন্মাদ বিশেষতঃ সুতিকা (lying-in women) অবস্থায় এবং কুমারীদিগের মধ্যে অত্যধিক প্রবল। মনে হয় সহবাস ইচ্ছার স্বাভাবিক বৃত্তি অসাময়িক অথবা অত্যন্ত অধিকরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত। (Premature or excessive development of sexual instinct)।

৭। ঋতুস্রাব—অতি শীঘ্র, প্রচুর এবং অধিকদিন স্থায়ী। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ ঘন, চাপ চাপ দুর্গন্ধযুক্ত এবং জরায়ুতে খেঁচিয়া ধরা যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে। (with bearing down pains in the uterus)

৮। সীসার দ্বারা বিষাক্ত হওয়ার দরুণ অথবা অন্ত্রের দুর্ব্বলতা হেতু কোষ্ঠকাঠিন্য (Alumina)। পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা। মল চটচটে কর্দ্দমের ন্যায়, মলদ্বার হইতে ছাড়িতে চায় না আঠার ন্যায় ধরিয়া থাকে। পরিব্রাজকদিগের এবং গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্যে অধিক উপযুক্ত।

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী তাহার চতুর্দ্দিক হইতে নিজেকে আকারে বড় মনে করে।

২। সামান্য কারণেই অত্যন্ত বিরক্ত হয় এবং বিরক্তি ভাব অনেকক্ষণ থাকে।

৩। জরায়ু এবং যোনিদেশ অত্যন্ত চুলকায়।

৪। হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্থ রোগী কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন বিমর্ষ হইয়া বসিয়া থাকে।

৫। মানসিক অসুস্থতা—ভয়, বিরক্ত, মৈথুনক্রিয়া এবং অহঙ্কার বশতঃ।

মানসিক লক্ষণ—মানসিক লক্ষণগুলি অদ্ভুত প্রকৃতির—রোগী অত্যন্ত অহঙ্কারী, দাম্ভিক, আত্মম্ভরী। নিজেকে খুব বড় মনে করে, অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করে, ঘৃণার চক্ষে দেখে। কিছুক্ষণ বাইরে ভ্রমণ করিয়া আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া মনে করে তাহার চতুর্দ্দিকে সকলে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং সকলেই মানসিক এবং শারীরিক উভয় বিষয়েই তাহার অপেক্ষা হীন এবং তিনি নিজে মানসিক ও শারীরিক সকল বিষয়েই তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। ("Pride and over estimation of one's self, looking down with haughtiness on others". Illusion of fancy, on entering the house after walking an hour, as if everything about her were very small and all persons mentally and physically inferior, but she herself physically and mentally superior"). এই মানসিক লক্ষণের সহিত আর একটি অদ্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা হইতেছে রোগী সমস্ত বস্তুই স্বাভাবিক অবস্থাপেক্ষা ক্ষুদ্র দেখে (object looks smaller to her than natural)। ইহা ব্যতীত প্লাটিনা মানসিক ও স্নায়বিক বিধানেও উত্তেজনা উৎপন্ন করে—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সমুদয় দ্রব্য তাহার নিকট ভীষণ বোধ হয়। কল্পনার চক্ষে সে ভূত প্রেত ইত্যাদি দেখে। এই বিষয়ে ইহা অনেকটা ক্যালিব্রোমেটাম এবং হাইয়োসিয়ামাসের অনুরূপ কারণ ইহাদের উভয়েতেই উক্ত প্রকার ভূত প্রেতের দেখা লক্ষণ রহিয়াছে। সমস্ত জিনিষই রোগীর নিকট অপরিচিত এবং অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়। যখন সে তাহার নিজের ঘরে প্রবেশ করে জিনিষপত্র সমুদয় অপরিচিত মনে হয় এবং কোথায় দেখিয়াছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না। এক এক সময় আবার অত্যন্ত বিষাদপূর্ণ অবস্থা

প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়—মনে করে মৃত্যু সন্নিকট হইয়া আসিয়াছে এবং এই আশঙ্কায় ভীত হয়। অনেকটা আর্সেনিক এবং একোনাইটে এইরূপ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেলেও কিন্তু একোনাইটের ন্যায় মৃত্যুর সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলা অর্থাৎ অমুক সময়ে মারা যাইব ইত্যাদি আমরা প্ল্যাটিনায় দেখিতে পাই না। ইহা ব্যতীত অনেক সময় রোগী হিষ্টিরিকেল (Hysterical) ভাবাপন্নও হয়—কখন হাঁসে কখন কাঁদে কিংবা কখন বিমর্ষ হইয়া বসিয়া থাকে (ইগ্নেসিয়া, ক্রোকাস, পালসেটিলা)। এই প্রকার মানসিক লক্ষণসমূহ অনেকটা লিঙ্গ সম্বন্ধীয় উত্তেজনার উপর নির্ভর করে বলিয়া বোধ হয়। সামান্য বিষয়েই রোগী অত্যন্ত বিরক্ত হয় এবং তদহেতু অনেকক্ষণ দুঃখিত হইয়া বসিয়া থাকে।

প্ল্যাটিনায় আর একটি বিশেষ অদ্ভুত প্রকৃতির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে—বাহ্যিক লক্ষণের (physical symptoms) অবসানে মানসিক লক্ষণের প্রকাশ, আবার বাহ্যিক লক্ষণের প্রকাশে মানসিক লক্ষণের অবসান। এই লক্ষণটি বোধ হয় আমরা আর কোন ঔষধেই তেমন দেখিতে পাই না। ডাক্তার ন্যাস এই লক্ষণটি এবং আর আর মানসিক লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া একটি স্ত্রীলোকের উৎকট উন্মাদ রোগ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন, "I was led by it to prescribe the remedy in a very obstinate case of insanity which has resisted the skill of the several allopathic physicians of note and they finally decided that the case must be sent to the Insane Asylum. The parents however, who were quite, wealthy, could not consent to that and were induced to try Homoepathy. I gave her Platina on the strength of the mental indications coupled with another prominent symptoms which also appears under this remedy viz—"Physical symptoms disappear as mental symptoms appear and vice versa. The physical symptom was a pain in the whole length of spine. This was the symptoms alternating with the mental one. এই স্থলে বাহ্যিক

লক্ষণ ছিল রোগীর মেরুদণ্ডের সমুদয় স্থান ব্যাপিয়া যন্ত্রণা। ইহা পর্য্যায়ক্রমে মানসিক লক্ষণের প্রকাশে অবসান হইত আবার মানসিক লক্ষণের অবসানে প্রকাশ পাইত।

স্নায়ুশূল যন্ত্রণা—প্ল্যাটিনায় শরীরের নানা স্থানে স্নায়ুশূল যন্ত্রণা প্রকাশ পায় এবং স্নায়ুশূল যন্ত্রণায় কয়েকটি পরিষ্কার পরিচায়ক লক্ষণ থাকে। প্রথমতঃ যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয় এবং ধীরে ধীরে হ্রাস হয়। দ্বিতীয়তঃ যন্ত্রণা খিলধরা স্বভাবের (cramping character) এবং আক্রান্ত স্থান অবশ বোধ হয়। এই প্রকার যন্ত্রণা প্রায়ই মস্তকে বোধ হয়। নাসিকার মূলদেশে (root of the nose) ভীষণ যন্ত্রণা হয়—মনে হয় স্থানটি যেন জাঁতায় পিশিয়া ফেলিতেছে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে সুড় সুড় এবং অসাড় বোধ বর্ত্তমান থাকে (followed by tingling numbness) ইহার দ্বারা পরিষ্কার পরিচয় পাওয়া যায় যে যন্ত্রণা কোন শিরার মধ্যে হইতেছে। এই প্রকার ক্রমশঃ বৃদ্ধি এবং ক্রমশঃ হ্রাস হওয়া ষ্ট্যানামেও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ষ্ট্যানাম রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, প্লাটিনা তত দুর্ব্বল নয়। আবার যন্ত্রণার সহিত অবশ বোধ ক্যামোমিলার একটি বৃহৎ লক্ষণ বটে, কিন্তু ক্যামোমিলা রোগী খিটখিটে স্বভাবের, উভয় ঔষধের মানসিক লক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পরিষ্কার হইয়া যাইবে। প্ল্যাটিনার স্নায়ুশূল যন্ত্রণার সহিত বেলেডোনার কতক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়, উভয় ঔষধেই মস্তকে রক্তাধিক্য হয়, মুখমণ্ডল এবং চক্ষু লালবর্ণ হয় এবং প্রলাপ বকে কিন্তু যন্ত্রণা সম্বন্ধে ইহারা অত্যন্ত বিপরীত। প্লাটিনার যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয় এবং ধীরে ধীরে হ্রাস হয় আর বেলেডনার যন্ত্রণা হঠাৎ বৃদ্ধি হয় হঠাৎ হ্রাস হয়।

ক্যাপ্সিকাম—ইহাও স্নায়ুশূল যন্ত্রণার একটি উত্তম ঔষধ বটে, ইহা থলথলে শরীরযুক্ত লোকের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। মুখমণ্ডলে অত্যন্ত জ্বালাকর যন্ত্রণা হয়। সামান্য বায়ুর স্পর্শেই—শীতল কিংবা উষ্ণই হউক—যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

ভারভাসকাম—আক্রান্ত স্থান অল্পাধিক অবশ হয় এবং যন্ত্রণায় যেন পিশিয়া ফেলিতেছে এইরূপ মনে হয়। ইহা মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে অধিক ব্যবহার হয়। কথা বলায়, হাঁচিতে, উত্তাপের পরিবর্ত্তনে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় এবং প্রত্যহ প্রাতে ৯টা হইতে অপরাহ্ন ৪টার মধ্যে হয়।

আর্সেনিক—ইহা মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলের একটি উত্তম ঔষধ বটে—যন্ত্রণা টাটানি, সূচবিদ্ধবৎ এবং জ্বালাযুক্ত, উত্তাপে উপশম বোধ করে। প্রত্যহ মধ্য দিবসে কিংবা মধ্য রাত্রিতে অধিক হয়।

ষ্ট্যাফালিয়াম—ইহাতেও স্নায়ুশূলের সহিত অবশভাব বর্ত্তমান থাকে কিন্তু ইহা সচরাচর নিম্নোদরের স্নায়ুশূলে প্রয়োগ হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় এবং কামোন্মাদ—প্লাটিনায় স্ত্রীজননেন্দ্রিয় অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য হয় এত অধিক যে সামান্য কাপড়ের কিংবা হস্তের স্পর্শ সহ্য হয় না, আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং সঙ্গম ক্রিয়াকালীন মূর্চ্ছার উপক্রম হয়। (Genitals excessively sensative, cannot bear to be touched will almost go into spasm from examination and almost faint during intercourse)। ইহা ব্যতীত যোনিপ্রদেশের বাইরে এবং ভিতরে সর্ব্বদা সুড় সুড় বোধ করে, সর্ব্বদা এইরূপ হওয়ায় এত অধিক উত্তেজনা উৎপন্ন হয় যে শেষে উহা কামোন্মাদে পরিণত হয়। কামোন্মাদে মত্ত হইয়া রোগী যাহাকে তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে চায়। সূতিকা অবস্থায় (lying-in women) এবং বিশেষতঃ কুমারী বালিকাদিগেতে ইহা অত্যধিক প্রবল হয়। মনে হয় সহবাস ইচ্ছার স্বাভাবিক বৃত্তি প্লাটিনায় সময়ের পূর্ব্বে অস্বাভাবিকরূপে অথবা অত্যন্ত অধিকরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। যোনিদেশের স্পর্শাধিক্যতা হেতু অনেক সময় ঋতুস্রাবকালীন নেকড়া রাখিতে পারে না। অত্যন্ত কামপ্রবৃত্তি হেতু বহুকালের বন্ধ্যাত্ব এই ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য হইয়াছে। অনেক সময় কামোন্মাদ যোনিপ্রদেশে ক্রিমি প্রবেশ করিয়া সুড় সুড় উৎপাদন বশতঃও হইয়া থাকে এবং তাহার পক্ষে ক্যালেডিয়াম উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেকে এইরূপ স্থলে সিনা প্রয়োগ করিয়া থাকেন কিন্তু সিনা ইহার প্রকৃত ঔষধ নয়। ইহা ব্যতীত ক্যালেডিয়াম যোনি প্রদেশ চুলকানিরও একটি উত্তম ঔষধ।

ঋতুস্রাব এবং ডিম্বাশয় প্রদাহ—ডিম্বাশয়দ্বয় বিশেষতঃ বাম ডিম্বাশয় স্পর্শাধিক্য এবং জ্বালাযুক্ত যন্ত্রণা হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, ডিম্বাশয়ে যন্ত্রণা হইয়া পুঁজোৎপাদন হইলে হেপার এবং ল্যাকেসিসে ভালরূপ কার্য্য না হইলে প্ল্যাটিনা প্রয়োগে আরোগ্য হইয়াছে। প্লাটিনায় ডিম্বাশয়

অর্ব্বুদ এবং cystic tumors আরোগ্য সংবাদও দেখা যায়। মাসিক ঋতুস্রাব অতি শীঘ্র, সময়ের পূর্ব্বে প্রচুর এবং বহুদিন স্থায়ী হয়। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ, ঘন এবং চাপ চাপযুক্ত, দুর্গন্ধ এবং রজ্জুবৎ লম্বা হয় (stringy), সঙ্গে সঙ্গে জরায়ু প্রদেশে ঠেলা মারা খিলধরা যন্ত্রণা বর্ত্তমান থাকে copious menstrual flow. The flow is dark, even black, and clotted with much fluid blood too early, too profuse and then generally of long lasting, with bearing down pains in uterus with twitching)। এতদ্ব্যতীত ঋতুস্রাব অনেক সময় ১৪ দিনে হয় এবং স্রাব অনেক দিন থাকে, আবার কোন কোন মাসে একেবারেই হয় না। প্লাটিনার খিলধরা যন্ত্রণার সহিত অনেকটা ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আড়ষ্টভাব (tetanic rigidity) এবং তাহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট থাকিতে দেখা যায়। এই প্রকার খিলধরা যন্ত্রণা সচরাচর হিষ্টিরিকেল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অধিক হয়। ডিম্বাশয়ের যন্ত্রণা, প্রচুর ঋতুস্রাবসহ জরায়ুভ্রংশ এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের অত্যন্ত স্পর্শাধিক্যতা এই ঔষধটির বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। (ovarian trouble and prolupses with the profuse menses and excessive sensativeness of the genitals to touch or coition)। ঋতুস্রাব কিংবা জরায়ু হইতে রক্তস্রাবের সহিত ডিম্বাশয়ে প্রদাহ, সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা ইত্যাদিও বর্ত্তমান থাকে।

ক্রোকাস—রক্তস্রাব কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ এবং রজ্জুবৎ লম্বা কিন্তু ক্রোকাশে নিম্নোদরে কোন সজীব পদার্থ যেন নড়িয়া বেড়াইতেছে এইরূপ লক্ষণ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে।

ক্যামোমিলা—ইহার রক্তস্রাবও কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ এবং ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত কিন্তু ইহার মানসিক লক্ষণ প্ল্যাটিনা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। রোগী অত্যন্ত খিট্‌খিটে।

মেলিফোলিয়াম এবং সেবাইনা—ইহাদের রক্তস্রাব উজ্জ্বল লালবর্ণ, কতক চাপ চাপ এবং কতক তরল।

ম্যাগনেসিয়া মিউর—স্রাব কৃষ্ণবর্ণ, চাপ চাপ এবং যন্ত্রণাযুক্ত। ম্যাগনেসিয়া মিউরে অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে।

জরায়ুভ্রংশ—জরায়ু কাঠিন্যসহ ভ্রংশে (prolapsus with induration of uterus) অরম মেটালিকামের ন্যায় প্লাটিনাও একটি উপযুক্ত ঔষধ (অরম মেটালিকামে আত্মহত্যাপ্রবণতা অত্যন্ত অধিক থাকে) কুচকি এবং পশ্চাতে সর্ব্বদা চাপ বোধ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে এবং যোনিপ্রদেশ অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য।

জরায়ু কঠিনতায়—সিপিয়া, অরম মেটালিকাম এবং হেলোনিয়াস উপযুক্ত ঔষধ।

সঙ্গমক্রিয়াকালীন স্পর্শাধিক্যে—সিপিয়া, বেলেডোনা (যোনির শুষ্কতা হেতু)।

সঙ্গমক্রিয়াকালীন রক্তস্রাবে—ক্রিয়োজোট।

সঙ্গমক্রিয়াকালীন হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণায়—ফেরাম, নেট্রাম মিউর, এপিস।

হস্তমৈথুন এবং মৃগীরোগ—যৌবনারম্ভের পূর্ব্ব হইতে হস্তমৈথুন বশতঃ রোগে প্লাটিনার প্রয়োগ দেখা যায়। রোগী বিষাদপূর্ণ এবং উক্ত কুক্রিয়া হেতু মৃগী রোগের ন্যায় খেচুনি হয়। খেঁচুনিকালীন মুখমণ্ডল ফ্যাকাসেবর্ণ হয় এবং চুপসিয়া যায় অথচ জ্ঞানশূন্য হয় না অর্থাৎ সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। হস্তমৈথুনের অভ্যাস নিবারণে ডাক্তার ভন গ্র্যাভোল প্লাটিনাকে অতি উচ্চস্থান প্রদান করেন। তিনি বলিতেছেন—I mean to subdue the morbid excitement which keeps up the habit of masturbation in young boys who have been induced into it.

দন্তোদ্গম—দন্তোদ্গমকালীন তরকায়ও প্লাটিনার ব্যবহার দেখা যায় শিশু রক্তশূন্য এবং ফ্যাকাসে, তরকাকালীন দাঁতে দাঁত লাগিয়া যায় (jaws are locked। তরকা কাটিয়া গেলে শিশু পা গুটাইয়া এবং হাঁটু ফাঁক করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে (after the spell the child lies on its back with flexed legs and knees widely separated)।

কোষ্ঠকাঠিন্য—পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের বৃথা চেষ্টা হয়। মল শক্ত পোড়া ঝামার মত অথবা চট্‌চটে কাদার ন্যায়, শীঘ্র মলদ্বার হইতে ছাড়ে না, আঠার ন্যায় লাগিয়া থাকে। অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা (এলিউমিনা) অথবা সীসার দ্বারা বিষাক্ত হওয়ার দরুণ এই প্রকার কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকাশ পায় এবং নাক্সভমিকায় উপকার না হইলে প্ল্যাটিনায় উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়। অনেকে প্ল্যাটিনাকে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক এবং পরিব্রাজকদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যের উত্তম ঔষধ বলেন।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩০, ২০০ অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধসমূহ—অরাম, ক্রোকাস, ইগ্নেসিয়া, কেলি ফস, পালসেটিলা, সিপিয়া, ভেলেরিয়ানা।

———

পেট্রোলিয়াম (Petroleum)

ইহার সাধারণ নাম কেরোসিন তৈল। আর একটি নামে ইহা পরিচিত হয়, তাহা হইতেছে নেপ্‌থা মণ্টেনা (Naptha Montana)। হ্যানিমানই ইহার সিদ্ধান্তকরণ সম্পাদন করেন।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। নিদ্রিত অথবা প্রলাপাবস্থায় রোগী মনে করে তাহার পদদ্বয় ডবল হইয়া গিয়াছে, তাহার পার্শ্বে আর একটি লোক শয়ন করিয়া অছে (ভেলেরিয়ানা)।

২। শিরঃপীড়া—মস্তকের পশ্চাদ্দেশে আরম্ভ হয়, সীসার ন্যায় ভার বোধ হয় (Headache in occiput, which is as heavy as lead).

৩। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায়—পাকস্থলী খালি বোধ হয়, পেটে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, রোগী এতদকারণ সর্ব্বদা আহার করিতে আকাঙ্ক্ষা করে (এনাকার্ডি, চেলিডো, সিপিয়া)।

৪। উদরাময়—জলবৎ তরল, পীতাভ, বেগের সহিত বহির্গত হয়, সর্ব্বদা দিনের বেলায় হয়।

৫। হস্তের চর্ম্ম খস্‌খসে, ফাটা ফাটা, অঙ্গুলির অগ্রভাগ ফাটা ফাটা, প্রত্যেক শীতকালেই চর্ম্মরোগ বৃদ্ধি হয়।

৬। পদদ্বয়ে, কক্ষতলে দুর্গন্ধ হয় (গ্র্যাফাইটিস, স্যানিক, সাইলিসিয়া)।

৭। চর্ম্মরোগ রসযুক্ত এবং অত্যন্ত চুলকায়।

৮। জহাজে, নৌকায়, গাড়ীতে আরোহণে শিরঃপীড়া হয়।

৯। লিঙ্গপ্রদেশে (স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই) দক্রসদৃশ ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত চুলকায়।

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী খিটখিটে, রাগী, ঝগড়াটে (নাক্সভমিকা)।

২। হস্তের চেটো এবং পদদ্বয়ের তলা উত্তপ্ত হয় এবং জ্বালা করে।

৩। হৃৎপিণ্ড শীতল বোধ করে (কার্ব্ব এনা, কেলি মিউর নেট্রাম মিউর)।

৪। সর্ব্বশরীরের গাত্রত্বক যন্ত্রণাযুক্ত হয়। গাত্রাবরণ রাখিতে পারে না, সামান্ত আঘাতেই পুঁজোৎপাদন হয়।

৫। লক্ষণসমূহ হঠাৎ আইসে হঠাৎ যায় (বেল, ম্যাগনেসিয়া ফস। প্ল্যাটিনা এবং ষ্ট্যানামের বিপরীত)।

মানসিক লক্ষণ—রোগীর মানসিক লক্ষণের অত্যন্ত বিকৃতি ঘটে, রোগীর নিকট সমুদয় জিনিষ, আত্মীয়স্বজন, বাড়ী ঘর অপরিচিত বলিয়া বোধ হয়। রোগী মনে করে, তাহার হস্ত পদ ডবল হইয়া গিয়াছে, তাহার পার্শ্বে যেন আর কেহ শুইয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোক প্রসবের পর মনে করে তাহার শিশুর পার্শ্বে আর একটি শিশু রহিয়াছে এবং সে ইহা ভাবিয়াই আকুল হয়, কি করিয়া এই দুইটি শিশুর সে যত্ন করিবে। পেট্রোলিয়ামের এই প্রকার লক্ষণ জ্বর, টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদিতে প্রলাপ অবস্থায় অথবা ঘুমের ঘোরে বলিতে থাকে। সাধারণতঃ পেট্রোলিয়াম রোগী খিটখিটে, ঝগড়াটে, অল্পতেই বিরক্ত (নাক্সভমিকা) এবং সমুদায় বিষয়েই রাগ।

ইকজিমা এবং চর্ম্মরোগ—পেট্রোলিয়ামের চর্ম্মের উপর কার্য্যই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহাতে নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ প্রকাশ

পায় কিন্তু যে সমুদয় চর্ম্মরোগ শীতকালে বৃদ্ধি হয়—তাহাতেই পেট্রোলিয়াম অধিক নির্ব্বাচিত হয়। যাহারা কেরোসিন তৈলের খনিতে কার্য্য করে—তাহাদিগের মধ্যে চর্ম্মরোগ প্রায়ই প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ফোস্কা সদৃশ ফুস্কুড়ি উৎপন্ন হইয়া তাহা পুরু মোটা পীত আভাযুক্ত মামড়িতে পরিণত হয় এবং রসযুক্ত থাকে। আবার সময় সময় ফুস্কুড়ি গুলিতে মামড়ি পড়ে ফাটিয়া গিয়া ভিতরে ভিতরে ঘা হইতে থাকে এবং গলিত ক্ষতে পরিণত হয়। এইপ্রকার অবস্থা আঙ্গুলে, অণ্ডকোষে, মুখমণ্ডলে এবং মস্তকের খুলির চর্ম্মেতে অধিক প্রকাশ পায়। মামড়িগুলি শুষ্ক হইয়া শক্ত হয় এবং চিড় খাইয়া যায় এবং রক্ত নিস্সৃত হয়।

হস্তের কিংবা পদের অঙ্গুলির অগ্রভাগ কিংবা হস্ত এবং পদের চেঁটো ও তলা কিংবা ধার কিংবা হস্তের পশ্চাতের চর্ম্ম চিরিয়া গেলে পেট্রোলিয়াম তাহার অতি উপযুক্ত ঔষধ। পেট্রোলিয়ামের চর্ম্ম খসখসে, ফাটা ফাটা, এবং ফাটিয়া রক্ত বহির্গত হয়। ইহার চর্ম্মরোগে আর একটি বিশেষত্ব দেখা যায়, তাহা হইতেছে অত্যন্ত চুলকায়। ভীষণ চুলকায়, রোগী না চুলকাইয়া স্থির থাকিতে পারে না। চুলকাইয়া চামড়া উঠিয়া যায়, রসযুক্ত হয়, জ্বালা করে এবং রক্ত বাহির হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত এই প্রকারও দেখা যায়, কোন প্রকার ফুস্কুড়ি প্রকাশ নাই অথচ স্থান অত্যন্ত চুলকায়।

পেট্রোলিয়ামে ইকজিমা মস্তকের খুলির চর্ম্মে বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাদ্দেশে অধিক প্রকাশ পায়। জননেন্দ্রিয়ে, ওষ্ঠে, মুখমণ্ডলে, দক্রুসদৃশ গুচ্ছাকারে চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায় এবং রসস্রাব হইতে থাকে। এই প্রকার অবস্থায়ও পেট্রোলিয়াম একটি উত্তম ঔষধ।

পেট্রোলিয়ামের চর্ম্মরোগে স্থান ফাটিয়া চিরিয়া যায়, রক্তস্রাব হয়, অথবা চিড় খাইয়া রক্ত নিঃসৃত হয়, সময় সময় পূঁজযুক্তও হয় ও মোটা পুরু মামড়ি পড়ে এবং শীতকালে বৃদ্ধি হয়।

পেট্রোলিয়ামের সহিত গ্র্যাফাইটিসের কতক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায় এবং এই উভয় ঔষধই ইকজিমায় অত্যন্ত অধিকরূপ প্রয়োগ হয়। এই উভয় ঔষধের ইকজিমার চর্ম্ম দেখিতে অনেকটা একরূপ কিন্তু পেট্রোলিয়ামের স্রাব

জলবৎ আর গ্র্যাফাইটিসের স্রাব ঈষৎ ঘন মধুবৎ এবং চট্‌চটে। অঙ্গুলির অগ্রভাগের বিদারণ, কঠিনতা ইত্যাদি উভয় ঔষধে যদিও বর্ত্তমান রহিয়াছে কিন্তু অঙ্গুলির বিদারণ হইয়া নখের বিকৃত অবস্থা উৎপন্ন করা একমাত্র গ্র্যাফাইটিসেই অত্যন্ত অধিক, পেট্রোলিয়ামে ইহা কিছুই নাই।

রাসটক্স—ইহার ইকজিমা স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েরই জননেন্দ্রিয়ে অধিক প্রকাশ পায়। অণ্ডকোষ, লিঙ্গ, যোনি কপাট ইত্যাদি স্থানে ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায়। রাসটক্সে জননেন্দ্রিয়ের চর্ম্মের ভীষণ প্রদাহ উৎপন্ন করে, প্রদাহ দেখিতে অনেকটা বিসর্প সদৃশ হয়, বড় বড় ফোস্কা দেখা দেয়। পেট্রোলিয়ামে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি প্রকাশ পায় এবং অত্যন্ত চুলকায় জ্বালা করে। পেট্রোলিয়াম এবং রাসটক্স জননেন্দ্রিয় এবং অণ্ডকোষের ফুস্কুড়ির বিশেষ প্রচলিত ঔষধ (Rhus produces violent inflammation of the skin of the gentials in male and female, erysipelatous inflammation, vesicles and large blebs. Petroleum produces small vesicles which itch and burn, Petroleum and Rhus are the most common remedies for these eruptions, for eruption on the scrotum and genitals.—Kent). অণ্ডকোষের চর্ম্ম বিদারণ হয়, রসস্রাব হয় এমন কি সময় সময় রক্ত পর্য্যন্ত বহির্গত হয়, ইহা ব্যতীত কখন কখন আবার রসস্রাব থাকে না শুষ্ক ফুস্কুরি প্রকাশ পায় এবং ভীষণ চুলকায় ও জননেন্দ্রিয়ের স্থান ঘর্ম্মাক্ত ও রসযুক্ত হয়।

ডাক্তার ন্যাস পেট্রোলিয়ামের চর্ম্মরোগ সম্বন্ধে একটি কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি মূল্যবান, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—There is one very marked characteristic symptom that guides to this remedy, out of a large list having similar eruptions, and that is that the *eruption is worse during the winter season* (Aloe, Alumina, Psorinum). There is no other remedy that has this so prominently.

হেপার সালফার—এই ঔষধটির সহিতও পেট্রোলিয়ামের সাদৃশ্য দেখা যায়। পেট্রোলিয়ামের ন্যায় ইহার রোগও ঠাণ্ডায় এবং শীতে বৃদ্ধি হয়

এবং এই উভয় ঔষধেই সামান্য ক্ষতেই পুঁজোৎপাদন হয় ও উভয়ই অত্যন্ত খিটখিটে কিন্তু হেপার সালফারে পুঁজের সঞ্চার অত্যন্ত অধিক, আর পেট্রোলিয়ামে রসের সঞ্চার অত্যন্ত অধিক এতদ্ব্যতীত চর্ম্মরোগও ইহাদের বিভিন্ন প্রকৃতির।

শিরঃপীড়া—মস্তকের পশ্চাদ্দেশের শিরঃপীড়ার পেট্রোলিয়াম একটি অতি উপযুক্ত ঔষধ। শিরঃপীড়া ভীষণ হয় মস্তকের পশ্চাতে যেন একটি ভারি দ্রব্য লাগিয়া রহিয়াছে, যন্ত্রণা মস্তকের পশ্চাদ্দেশেই লাগিয়া থাকে অথবা যন্ত্রণা মস্তকোপরি উঠিয়া কপালে কিংবা চক্ষুতে গিয়া শেষ হয় (সাইলিসিয়াতেও এই প্রকার লক্ষণ রহিয়াছে)। কার্ব্বন জাতীয় ঔষধগুলিতে (গ্রাফাইটিস, কার্ব্ব ভেজ, কার্ব্ব এনা) পশ্চাদ্দেশে শিরঃপীড়া অধিক প্রকাশ থাকে। মস্তকের পশ্চাদ্দেশে শিরঃপীড়া ব্যতীত মস্তকের পাশ্চাদ্দেশে গোলাকার আকৃতি জায়গা ব্যাপিয়া যন্ত্রণাও হয় এবং মস্তকের সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয় (circumscribed pain in the occiput, aggravated on shaking the head)।

শিরঃঘূর্ণন—জাহাজে, নৌকায়, গাড়ীতে চড়িলে কিংবা কোন চলন্ত জিনিষ দেখিলে মস্তক ঘুরাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বমির উদ্রেক হয় (ককুলাস), মস্তকের পশ্চাদ্দেশেও যন্ত্রণা হয়। এতদ লক্ষণের সহিত পাকস্থলী খালি খালি বোধ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। অন্ধকারে রোগী এতদ শিরঃপীড়া হইতে উপশম বোধ করে। মস্তকের পশ্চাদ্দেশের যন্ত্রণার সহিত শিরঃঘূর্ণন থাকিলেই পেট্রোলিয়াম অধিক নির্ব্বাচিত হয়।

ট্যাব্যাকাম—ইহাতে মস্তক ঘূর্ণনের সহিত বমনভাব অত্যন্ত অধিক থাকে ভীষণ বমনোদ্রেক হয়, মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হইয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয়, প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং ভীষণ অবসাদ বর্ত্তমান থাকে। পাখার বাতাসে, মুক্ত খোলা বায়ুতে, চক্ষু বুজিলে, স্থিরভাবে শয়নে এবং অন্ধকারে উপশম বোধ করে, উত্তাপে বৃদ্ধি হয়।

প্রমেহ—পুরাতন প্রমেহ রোগের সহিত মূত্রমার্গে অত্যন্ত চুলকানি থাকিলে পেট্রোলিয়াম উত্তম কার্য্য করে। পেট্রোলিয়ামের প্রমেহ রোগের সহিত

চুলকানিই হইতেছে বিশেষত্ব। লিঙ্গের অভ্যন্তর প্রদেশের পশ্চাদ্দিকে অর্থাৎ গোড়ার দিকে অধিক চুলকায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রমেহ স্রাব বর্ত্তমান থাকে। এত ভীষণ চুলকায় যে রোগী রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারে না। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকে। রোগী লিঙ্গ এবং লিঙ্গদেশে সর্ব্বদা চুলকানির জন্য হস্ত বুলাইতে থাকে। প্রমেহ স্রাব সাদা অথবা পীতাভ। প্রমেহের সহিত তরুণ কিংবা পুরাতন হউক চুলকানি থাকিলে পেট্রোলিয়ামের বিষয় চিন্তা করিবে।

মচকান এবং বাত—সন্ধি স্থলের মচকানর বিশেষতঃ বাত গ্রস্থ রোগীর পেট্রোলিয়াম একটি উত্তম ঔষধ। ইহা বিশেষভাবে বাতে অধিক নির্ব্বাচিত হয়—যখন হাঁটু আড়ষ্ট হয় এবং তৎসঙ্গে খোঁচাবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা ও গ্রীবার সন্ধিস্থলের আড়ষ্ট এবং মস্তক সঞ্চালনে খট খট শব্দ বর্ত্তমান থাকে।

কাশি—কাশি শুষ্ক রাত্রিতে শয়নে বৃদ্ধি হয়। এই প্রকার কাশি অনেক সময় শিশুদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাদিগের কাশির সহিত উদরাময় বর্ত্তমান থাকে। কাশি রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় এবং উদরাময় দিনে বৃদ্ধি হয়।

অক্ষিপুট প্রদাহ—অক্ষিপুট প্রদাহে, অক্ষিপুট বিদারণে, চক্ষুর কোনের চিড়নে (fissures in the corners of the eye) পেট্রোলিয়াম প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয়। পেট্রোলিয়ামে এতদ্‌সহ অত্যন্ত চুলকানি বর্ত্তমান থাকে। পেট্রোলিয়ামের এই চুলকানি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির রক্তাধিক্যতায় (congestion of mucous membrane) সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকে। অশ্রু প্রণালীর (lachrymal duct) প্রদাহে পূঁজোৎপাদন এবং নালী ক্ষত হইলে পেট্রোলিয়ামকে চিন্তা করিবে।

ঘর্ম্ম—পেট্রোলিয়ামের ঘর্ম্ম বিশেষতঃ পদদ্বয়ের এবং কুক্ষিতলের অত্যন্ত বদ গন্ধযুক্ত। এত অধিক দুর্গন্ধ যে রোগী ঘরে প্রবেশ করিলেই ঘরময় দুর্গন্ধ হইয়া যায়। পদদ্বয় এবং পদদ্বয়ের তলায় প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, ঘর্ম্মে পদদ্বয় ভিজিয়া যায় এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

উদরাময়—প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ইহা প্রায়ই নির্ব্বাচিত হয়। মল পীতাভ জলবৎ তরল দুর্গন্ধযুক্ত, অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্যে মিশ্রিত। অতি প্রত্যুষে উদরাময় আরম্ভ হয়। বেগের সহিত বহির্গত হয়। রোগী ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া পড়ে। সালফারের উদরাময় অতি প্রত্যুষেই হয় বটে কিন্তু দিনের বেলায় আর অধিক হয় না পেট্রোলিয়ামে সর্ব্বদা দিনের বেলায় হয়, রাত্রিতে কখন হয় না। ইহা ব্যতীত বাঁধাকপি খাইয়া উদরাময়ে পেট্রোলিয়াম উত্তম কার্য্য করে। দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময় হয়, পেটফাঁপা থাকে এবং বাঁধাকপির স্বাদযুক্ত উদ্গার উঠে।

পাকাশয় প্রদাহ—অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় পাকাশয় প্রদাহ হয়। যখনই পাকস্থলী খালি বোধ হয়, পেটে যন্ত্রণা হইতে আরম্ভ হয়, আহার করিলে উপশম বোধ করে, রোগী এই কারণ সর্ব্বদা খাই খাই করে (এনাকার্ডি, চেলিডো, সিপিয়া)। এই প্রকার যন্ত্রণা অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় প্রকাশ পায়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—সচরাচর ৩০, ২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়। কেহ কেহ নিম্নক্রম ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন কিন্তু আমরা উচ্চক্রমের পক্ষপাতী।

সমগুণ ঔষধসমূহ—কার্ব্ব ভেজ, কার্ব্ব এনামেলিস, গ্র্যাফাইটিস, সালফার।

অনুপূরক (Complementary)—সিপিয়া।

রোগের বৃদ্ধি—শীতকালে, গাড়ী জাহাজ ইত্যাদি আরোহণে।

রোগের উপশম——গ্রীষ্মকালে।

সিকেলিকর (Secale Cor)

ইহার সম্পূর্ণ নাম সিকেলি কর্ণিউটাম। এলোপ্যাথিকে ইহা আরগট (Ergot) নামে পরিচিত। সিকেলি করের পেশী তন্তুর (muscular Fibres) উপরে সঙ্কোচন উৎপন্ন করিতে যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়াছে বলিয়াই প্রসব যন্ত্রণাকালীন জরায়ুর সঙ্কোচন আনয়ন করিতে, প্রসবান্তে রক্তস্রাব বন্ধ করিতে এই ঔষধ অত্যন্ত অধিকরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। সিকেলি করের পেশীতন্তুর উপর যথেষ্ট সঙ্কোচন কার্য্য থাকিলেও কিন্তু প্রধানতঃ স্বাধীন পেশীতন্তুর (involuntary muscular fibres) উপর ইহার কার্য্য অধিক প্রকাশ পায় (Involuntary muscular fibres are those which carry on their works without the interference).

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। রোগী শীর্ণ, গাত্রত্বক শিথিল, শুষ্ক এবং কোঁচকান। চেহারা ধাতু বিকৃতিযুক্ত (chachectic)। খিট্ খিটে, স্নায়ু প্রধান, ফ্যাকাসে, মুখ চোখ চোপসান। স্ত্রীলোকে অধিক উপযুক্ত।

২। পেশী, পেশীতন্তু সমুদায়ই যেন শিথিল, আলগা, এবং কার্য্যশূন্য (everything seems loose and open, no action, vessels flabby)।

৩। নিশ্চেষ্ট রক্তস্রাব (passive haemorrhages) প্রচুর তরল কৃষ্ণবর্ণ জলবৎ রক্ত, সামান্য সঞ্চালনেই রক্তস্রাব বৃদ্ধি হয়।

৪। রক্তস্রাব প্রবণ ধাতুযুক্ত—(Haemorrhagic diathesis), সামান্য আঘাতেই প্রচুর রক্তস্রাব হয়, রক্ত শীঘ্র বন্ধ হয় না, অল্প

অল্প স্রাব প্রায় সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত লাগিয়া থাকে (ল্যাকেসিস, ফস্‌ফরাস), এতদ্ব্যতীত কলতানি সদৃশ তরল রক্তস্রাবও হয় এবং শীঘ্রই দুর্গন্ধ অবস্থায় পরিণত হয়। রোগী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুড় সুড় (tingling) বোধ করে এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়।

৫। উদরাময় প্রচুর জলবৎ পুতিগন্ধযুক্ত, কটাবর্ণ (brown) বেগের সহিত নির্গত হয় (গ্যাম্বো), অত্যন্ত দুর্ব্বল করে, যন্ত্রণাশূন্য এবং মলদ্বার ফাঁক হইয়া থাকে (এপিস, ফস্‌ফরাস)।

৬। গাত্রত্বক শীতল অথচ রোগী গাত্রাবরণ রাখিতে পারে না। (The skin feels cold to the touch, yet the patient cannot tolerate covering)।

৭। ঋতুস্রাব অনিয়ম, প্রচুর, কৃষ্ণবর্ণ, তরল এবং তৎসহিত নিম্নোদরে প্রসববৎ যন্ত্রণা, এতদ্ব্যতীত সকল সময় এমন কি আর এক ঋতুস্রাবের সময় পর্য্যন্ত অল্প অল্প জলবৎ ফ্যাকাসে রক্ত প্রায় লাগিয়া থাকে (Continuous discharge of watery blood until next period.)

৮। প্রসব যন্ত্রণা—অনিয়ম প্রকৃতির এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল, থাকিয়া থাকিয়া এক একবার সম্পুর্ণ জুড়াইয়া যায়। স্ত্রীজননেন্দ্রিয় অত্যন্ত শিথিল এবং আলগা কিন্তু—বহিষ্করণের ক্ষমতা শূন্য (everything seems loose and open but no expulsive action.)

৯। ভঁ্যাদাল ব্যথা অনেকক্ষণস্থায়ী, অত্যন্ত যন্ত্রণাযুক্ত ডামরিক সঙ্কোচনবৎ (Hour-glass contraction.)

১০। গাত্রদাহ—মনে হয় যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চারিদিক হইতে গাত্রে পতিত হইতেছে।

১১। গ্যাংগ্রিন—বার্দ্ধক্যাবস্থায় শুষ্ক গ্যাংগ্রিন, বাহ্যিক উত্তাপে বৃদ্ধি।

১২। অন্তঃসত্ত্বাবস্থার তিন মাসে গর্ভপাতের আশঙ্কা।

সাধারণ লক্ষণ

ফোঁড়া ক্ষুদ্র অথচ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এবং সবুজ পুঁজযুক্ত শীঘ্র পাকে না এবং আরোগ্যও হয় না। অত্যন্ত দুর্ব্বলকারক।

২। শ্বেতপ্রদর সবুজ অথবা কটাবর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

৩। উদরাময়ের সহিত ভীষণ অস্বাভাবিকরকম ক্ষুধা, অম্লস্বাদযুক্ত পাণীয় পান করিতে আকাঙ্ক্ষা।

৪। বৃদ্ধলোকদিগের অসারে মূত্রত্যাগ। প্রস্রাব জলবৎ কিংবা রক্তযুক্ত এবং মূত্ররুদ্ধ।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—ইহার কার্য্যকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ স্নায়বীয় বিধান সংক্রান্ত, দ্বিতীয়তঃ রক্তসঞ্চালন সংক্রান্ত। স্নায়বীক বিধান সংক্রান্ত সিকেলিকরে অদ্ভূত রকম খেঁচুনি (convulsion) উৎপন্ন হয় এবং এই খেঁচুনি সিকলিকরের একটি সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ—একবার শরীর আড়ষ্ট হইয়া শক্ত হয় পুনরায় শিথিল হয়, এই প্রকারে পেশীসমূহ পর্য্যায়ক্রমে (alternately) আড়ষ্ট এবং শিথিল হইতে থাকে—কিন্তু এইরূপ অবস্থা বিশেষভাবে হস্তের অঙ্গুলিতে অধিক প্রকাশ পায়। হস্ত মুঠা করে কিংবা হস্তের অঙ্গুলিসমূহ বহির্দ্দিকে বাঁকিয়া যায়। মুখমণ্ডলের পেশীর আনর্ত্তন হইতে থাকে এবং মুখমণ্ডলে খেঁচুনি আরম্ভ হইয়া সমুদায় শরীরময় ছড়াইয়া পড়ে। নিম্নোদরের পেশী খেঁচিয়া টানিয়া ধরে, মূত্র অবরোধ হয়, ভীষণ বমনোদ্রেক হয় অথচ বমন বিশেষ কিছুই হয় না, পাকস্থলী ভীষণভাবে সঙ্কোচন হইতে থাকে।

রোগী—সিকেলিকর রোগীর শারীরিক গঠন এবং আকৃতি বিশেষ লক্ষণ, ইহার উপর এই ঔষধের নির্ব্বাচন অত্যন্ত অধিকরূপে নির্ভর করে। শীর্ণ, দুর্ব্বল, লম্বা, গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক, কোঁচকান, মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে, চোপসান এবং চক্ষু কঠোরাবিষ্ট। জরায়ু শিথিল (flabby) থলথলে, expulsive action শূন্য, প্রসব যন্ত্রণা দুর্ব্বল, কিংবা সম্পূর্ণ অভাব। The constitution, temperament and age of the patient are of great importance for it is particularly adapted to feeble, thin, scrawny, cachectic women of lax muscular fibre subject to passive haemorrhages from any outlet of the body.)

গ্যাংগ্রিন (Gangrene)—সিকেলিকরে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ায় যে ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় তাহা রক্তবহা নাড়ীর, involuntary muscular fibres এর উপর উক্ত ঔষধের কার্য্য বশতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সিকেলিকর দ্বারা বিষাক্ত হইলে প্রথমতঃ সঙ্কোচন দ্বিতীয়তঃ প্রসারণ পরিলক্ষিত হয়। (The first effect is one of contraction while the secondary action produces dilatation)।

Capillary সমূহ অধিকক্ষণ সঙ্কোচন থাকার দরুণ রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সামঞ্জস্যভাবে সম্পাদন না হওয়ায় রক্ত শুষ্কাবস্থা (stasis) প্রাপ্ত হয়। কাজে কাজেই স্থানীয় শিরাগুলি উপযুক্ত খাদ্যাভাবে (nuitrition) শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়।

শুষ্ক গ্যাংগ্রিন (dry gangrene) বিশেষভাবে বৃদ্ধলোকদিগের পায়ের অঙ্গুলিতে হইলে সিকেলিকর অধিক নির্ব্বাচিত হয়। শুষ্ক গ্যাংগ্রিন ব্যতীত গলিত গ্যাংগ্রিনেও (moist gangrene) উত্তম কার্য্য করে। অঙ্গুলিসমূহ নীল আভা এবং কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়, মনে হয় যেন শৈরিক রক্তের সমাবেশ হইয়াছে। আক্রান্ত স্থানের চর্ম্ম কোঁচকাইয়া যায়, শুষ্ক হয়, স্পর্শ চেতনা থাকে না, ভীষণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বালা করে অথচ আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত বরফবৎ শীতল কিন্তু কোনপ্রকার উত্তাপ কিংবা আবরণ আদৌ সহ্য করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় উচ্চক্রম অধিক কার্য্য করে। রোগের গতিরোধ করিতে না পারিলে কিছুদিন পর আক্রান্ত স্থান সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকরূপে

ধ্বংস হইয়া খসিয়া পড়ে। সিকেলিকরের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার উপর এবং স্নায়বীক বিধানের উপর যথেষ্ট কার্য্য রহিয়াছে বলিয়াই আমরা এই প্রকার লক্ষণের প্রকাশ দেখিয়া থাকি। সিকেলিকর গ্যাংগ্রিনে বিশেষতঃ বৃদ্ধাবস্থায় এবং স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর অনিয়ম থাকিলে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। গ্যাংগ্রিনের আর্সেনিক একটি মহৎ ঔষধ বটে এবং সিকেলিকরের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্যও আছে, কিন্তু আর্সেনিক রোগী উত্তাপে উপশম বোধ করে আর সিকেলিকরে উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। অনেকে এইরূপ স্থলে আর্সেনিক এবং কার্ব্বভেজ পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন।

আক্রান্ত স্থানের চর্ম্ম শুষ্ক, কোঁচকান, অসুস্থ নীল আভাযুক্ত অথবা নীল নীল দাগযুক্ত বিশেষভাবে হস্তের পশ্চাতে, পদদ্বয় এবং জঙ্ঘাস্থিদ্বয়ে (Tibia) অর্থাৎ যে সমুদয় স্থানের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া মৃদু সেই প্রকার স্থানে উক্তপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এতদস্থানসমূহ অসার হইয়া শুষ্ক হইয়া যায় এবং সূচ ফোঁটান যন্ত্রণা হইতে থাকে। হস্তপদের প্রান্তদেশ সমূহ জ্বালা করে, সড় সড় করে যেন ত্বকের নিম্নে পীপিলিকা চলিতেছে। বিশেষতঃ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে অধিক হয়, বৃদ্ধাঙ্গুলি কৃষ্ণবর্ণ গ্যাংগ্রিনে পরিণত হয়। এইরূপ অবস্থা বৃদ্ধাবস্থায় রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়া যখন হ্রাস হইয়া আসিতে থাকে তখন প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা হয়।

সঙ্কোচন এবং আবদ্ধ ফুল (Contraction and retained placenta)—সিকেলিকরের সঙ্কোচন জরায়ুতেই অধিকরূপ প্রকাশ পায়, বিশেষরূপে অন্তঃসত্বাবস্থায় জরায়ুতে এবং বহু সন্তানবতী স্ত্রীলোকে ইহার প্রভাব অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। জরায়ুর পেশীতন্তু সমূহ (muscular fibres) যতই অধিক দ্বিগুণিত হয়, সিকেলিকরের কার্য্যও ততই অধিক প্রবল হয় (The more the uterine muscular fibres are multiplied the more powerful is the action of Ergot), আর একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, যে সমুদয় স্থানের পেশীতন্তুসমূহ সূক্ষ্ম সমান্তরাল নয় অর্থাৎ সোজা নয় (nonstriated) সেইরূপ স্থলেই সিকেলিকর অধিক কার্য্য করে। জরায়ু উক্ত প্রকার পেশীতন্তু স্থান বলিয়া কাজেকাজেই তাহাতে অধিক সঙ্কোচন উৎপন্ন হয়। সিকেলিকরের এতাদৃশ সঙ্কোচন উৎপন্ন

করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই আশঙ্কাজনক গর্ভস্রাবে গর্ভনষ্ট করিতে কিংবা ভ্রূণকে শীঘ্র বহিষ্করণ করিতে, প্রসব যন্ত্রণা অধিক বৃদ্ধি করিতে এবং সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পর ভ্রূণের অংশ ফুল ইত্যাদি বহির্গত করিতে অথবা জরায়ুর সঙ্কোচন আনয়ন করিতে প্রায় সকল চিকিৎসকই সিকেলিকরকে অতি উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন। সিকেলিকরের সঙ্কোচনের বিশেষত্ব হইতেছে জরায়ু সঙ্কোচন বহুক্ষণ স্থায়ী হয় অথচ যন্ত্রণা তত জোর হয় না। সিকেলিকরে আবদ্ধ ফুলে (Retained placenta) প্রায়ই জরায়ুর ডামরিক সঙ্কোচন (hour glass contraction) হইতে দেখা যায় (Hour glass contraction a form of irregular contraction of the transverse fibres of the uterus, causing it to assume the shape of an hour glass)। এইপ্রকার অদ্ভুত সঙ্কোচনে ফুল শীঘ্র বাহির হইতে পারে না কাজে কাজেই এইরূপ অবস্থায় অনেক চিকিৎসক প্রসবের পর হস্ত দ্বারা ফুল বাহির করিয়া থাকেন কিন্তু এবম্প্রকার প্রথা অত্যন্ত দায়িত্বজনক। সিকেলিকরকেই ইহার উপযুক্ত ঔষধ জানিবে এবং কয়েকমাত্রা সেবন করাইলেই ফুল আপনা হইতেই বাহির হইয়া আইসে।

প্রসব যন্ত্রণা (**labour**)—প্রসব যন্ত্রণার সিকেলিকর একটি বিশেষ পরিচিত ঔষধ এবং এতদবিষয়ে ইহার কার্য্য অনেকটা যদিও পালসেটিলার ন্যায় কিন্তু ইহাদিগের পার্থক্য অত্যন্ত অধিক এবং সিকেলিকরের বিষয় সম্যক জ্ঞান না থাকিলে ইহা ব্যবহারে বিপদে পতিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সিকেলিকরের একটি সর্ব্বপ্রধান এবং সার্ব্বজনীন লক্ষণ হইতেছে Expulsive efforts অর্থাৎ জরায়ুর মধ্যস্থিত সন্তান অথবা সন্তান প্রসবান্তে অবশিষ্টাংশ সমুদয় (যদি কিছু থাকিয়া যায়) ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেওয়া আর পালসেটিলায় প্রসব যন্ত্রণা স্বাভাবিক এবং বৃদ্ধি করতঃ সন্তান প্রসব করিয়া দেওয়া। বস্তুতঃ পক্ষে উভয় ঔষধেই যন্ত্রণা যথেষ্ট হয় অথচ সিকেলিকরে যন্ত্রণার সহিত expulsive effortsএর প্রাধান্য থাকে আর পালসেটিলায় কেবল যন্ত্রণা বৃদ্ধি এবং স্বাভাবিক করিবার ক্ষমতা অধিক থাকে। সিকেলিকরে এই প্রকার ক্ষমতা আছে বলিয়াই অনেক দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা গর্ভ নষ্ট করিতে সিকেলিকর এবং কুইনাইন (সিকেলিকর দ্বারা

সন্তান ঠেলিয়া বহির্গত করিয়া দিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় আর কুইনাইন দ্বারা যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়) এক যোগে ব্যবহার করে। কাজে কাজেই সিকেলিকর প্রসব যন্ত্রণায় প্রয়োগ করিতে হইলে সন্তানের অবস্থানের বিষয় এবং প্রসব দ্বার প্রসারণ হইয়াছে কি না, (পালসেটিলার ন্যায়) বিশেষরূপ জানিয়া লওয়া প্রয়োজন, নতুবা জরায়ুস্থ সন্তানের মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। কারণ এইরূপ দেখা গিয়াছে সন্তানের স্থান বৈপরীত্য থাকায় অথবা জরায়ুমুখ যথেষ্ট প্রসারণ না হওয়ায় সিকেলিকর প্রয়োগে সন্তানের মৃত্যু ঘটিয়াছে (It was found that if given before the os was dilated it caused violent, persistent, painful contractions. Which were not only useless to expel the child, but were the means of its death. The intense and unintermitting pressure cut off the foetal circulation and the child died of asphyxia in utero—Richardsen)। এতৎকারণবশতঃ আজকাল বিজ্ঞ এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণও বিশেষ বিবেচনা না করিয়া এই ঔষধ ব্যবহার করেন না। এই ঔষধ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে সন্তানের অবস্থান, জরায়ুমুখ প্রসারণ ইত্যাদির সহিত প্রসব পথের ক্ষুদ্রতা, শিশুর গঠন, (smallness of the passage, size of child) ইত্যাদির বিষয়ও চিন্তা করিবে। যদি সন্তানের বহিরাগমনের উল্লিখিত কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন না থাকে এবং রোগী যদি সিকেলিকরের গঠনযুক্ত হইয়া থাকে তাহা হইবে সিকেলিকর স্বচ্ছন্দচিত্তে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, আমি এই স্থলে সিকেলিকর নিম্নক্রম কিংবা মূল অড়িষ্ট ব্যবহারের কথাই বলিতেছি। এবং এই সম্বন্ধে ডাক্তার রিসার্ডসন কি বলিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া দিলাম —I must here protest against the absurd advice given by some writers of giving the 30th, 200th in such cases. As well we might expect to cure diarrhoea with the 200th. Only appreciable, material doses of Ergot will excite or originate uterine contractions. Any observation to the contrary are based on a delusion or coincidence অর্থাৎ এইরূপ স্থলে সিকেলিকর ৩০ কিংবা ২০০ প্রয়োগ করিলে কিছুই ফল ফলিবে না। প্রসব যন্ত্রণা এবং expulsive effort উৎপন্ন করিতে মূল অড়িষ্টই প্রয়োজন।

সিকেলিকরে প্রসব যন্ত্রণা অনেক সময় ভালমত প্রকাশ পায় না, যন্ত্রণা হইতে না হইতেই জুড়াইয়া যায়, আবার সময় সময় খুব জোরেও আইসে অথচ বহিষ্করণের (expulsive effort) চেষ্টার অভাব অথবা দুর্ব্বলতা থাকে। অনেক সময় এইরূপে ২।৩ দিন কাটিয়া যায়, তথাপি সন্তান প্রসব হয় না। আমরা এইরূপ অবস্থা শীর্ণ, দুর্ব্বল, গাত্র চর্ম্ম কোঁচকান গঠনযুক্ত স্ত্রীলোকেই অধিক দেখিতে পাই এবং এই প্রকার স্ত্রীলোকে এই ঔষধ উত্তম কার্য্য করে।

রক্তস্রাব—রক্তস্রাবের সিকেলিকর একটি অতি মহৎ ঔষধ। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ তরল রসানিবৎ (sanious liquid blood) এবং সামান্ত সঞ্চালনেই বৃদ্ধি হয়। অনবরত অল্পবিস্তর স্রাব হইতে থাকে জরায়ু কিংবা শরীরস্থ যে কোন গহ্বর (cavity) হইতেই—গলা, ফুস্‌ফুস্‌, মূত্রাশয়, মলদ্বার, নাসিকা ইত্যাদি হইতে রক্তস্রাব হউক না, রক্ত শীঘ্র বন্ধ হয় না, সকল সময়েই অল্প অল্প চুয়াইতে থাকে, যেন স্নায়ুগুলির সঙ্কোচক ক্ষমতা কিছুই নাই, অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং শিথিল। নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির জরায়ু রক্তস্রাবেই (passive haemorrhage) ইহা অধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ তরল এবং অতি অল্প সময়েই দুর্গন্ধযুক্ত হয়। সিকেলিকরের রক্তস্রাব চাপ চাপ হয় না, অর্থাৎ রক্তের (coagulating) জমাটে পরিণত হইবার ক্ষমতা থাকে না। রক্তস্রাববশতঃ রোগী এত অধিক দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় যে, রোগী সম্পূর্ণ রক্তশূন্য হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং সমস্ত শরীর হিম হইয়া যায় অথচ গাত্রে কাপড় থাকে না। সিকেলিকর রোগী অজ্ঞানাবস্থাপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে সমুদয় শরীরে পীপিলিকাবৎ সুড়সুড়িবোধ অনুভব করে এবং তদ্‌হেতুই নিকটস্থ শুশ্রূষাকারিণীদিগকে গাত্রে হস্ত বুলাইয়া দিতে অনুরোধ করে। সিকেলিকরের ইহা অর্থাৎ সুড়সুড়িবোধ (formication) একটি বিশেষ লক্ষণ, ইহা ব্যতীত হস্তপদের অঙ্গুলিগুলিতে অনবরত খিল ধরিতে থাকে। অঙ্গুলিগুলি বাহির দিকে ফাঁক হইয়া বাঁকাইয়া যায় (spreads asunder)। রোগীর হস্তপদের এই খিলধরা লক্ষণটি রোগীর পক্ষে রক্তস্রাব অপেক্ষাও অত্যন্ত অধিকরূপ কষ্টজনক হয় এবং সিকেলিকরকে চিনিবার ইহা একটি বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ। সিকেলিকর কদাচিত active post partem

haemorrhage অর্থাৎ প্রবল প্রসবান্তিক রক্তস্রাবে ব্যবহার হয়। নিশ্চেষ্ট রক্তস্রাবের প্রবণতা থাকিলে, প্রসবান্তিক রক্তস্রাব অথবা অন্য কোন প্রকার রক্তস্রাবের পর অল্প অল্প রক্ত লাগিয়া থাকিলে, স্নায়ু সমুদয় শিথিল মনে হইলে এবং রোগী শুষ্ক, শীর্ণ প্রকৃতির হইলে এই ঔষধকে সর্ব্বপ্রধান স্থান দিবে (If there is a tendency to passive haemorrhage, everything open and loose, no action in this scrawny, cachectic women there is no remedy.)

উষ্টিল্যাগো—ইহাকে জরায়ু রক্তস্রাবে সিকেলিকরের পার্শ্বে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহার স্রাব উজ্জ্বল লালবর্ণ, কতক তরল এবং কতক চাপ চাপ লাল বর্ণ ব্যতীত সময় সময় কৃষ্ণবর্ণ এবং বাদামী আভাযুক্ত। স্রাবের এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ঋতুস্রাব, প্রসব যন্ত্রণা, গর্ভস্রাব যে কোন অবস্থার রক্তস্রাবেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সিকেলিকেরের ন্যায় ইহাও passive congestion এ অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট রক্তাধিক্যতায় ব্যবহার হয়। সামান্য অবস্থাতেই, এমন কি অঙ্গুলি দ্বারা জরায়ু পথ (degital examination) পরীক্ষা করিতেই রক্ত বহির্গত হয়। ইহা ব্যতীত জরায়ুর পশ্চাদ্বক্রতা (retroflexion) বশতঃ রজোবাহুল্যেও (menorrhagia) ইহার প্রয়োগ সচরাচর দেখা যায়। সাধারণতঃ ৬ষ্ঠ ডাইলিউসনই ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা জরায়ু বল প্রাপ্ত হয়, তত অধিক শিথিল এবং থলথলে ভাব থাকে না, জরায়ুতে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার উন্নতি হয়।

বভিষ্টা—জরায়ু রক্তস্রাবে প্রয়োগ হয়, যখন জরায়ু রক্তে স্ফীত (engorged) হইয়া থাকে এবং বিশেষতঃ যখন কোন প্রকার সামান্য পরিশ্রমেই মাসিক ঋতুস্রাবের মধ্যবর্ত্তী সময়েই রক্তস্রাব হইতে থাকে (when there is a flow of blood between the menstrual periods from any little over exertion)। এম্ব্রাইসিয়াতেও ঠিক এই প্রকার লক্ষণ রহিয়াছে কিন্তু বভিষ্টার ঋতুস্রাব প্রধানতঃ কেবল রাত্রিতে কিংবা প্রত্যুষে হয়, ইহার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দিনে নানা প্রকার কাজকর্ম্মে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া ভালরূপ সম্পন্ন হওয়ায় জরায়ুতে অধিক রক্তের সমাবেশ হইতে পারে না তদ্‌হেতুই বিশ্রামকালীন জরায়ু রক্তাধিক্য হইয়া রাত্রিতে কিংবা প্রাতে

রক্তস্রাব প্রকাশ পায়। উষ্টিল্যাগোতে এবং সিকেলিতেও জরায়ু রক্তাধিক্য হইয়া রক্তস্রাব হয়।

ফেরামফস—Engorgement হইয়া রক্তস্রাব হইলে উত্তম কার্য্য করে। Engorgement এর উপর এই প্রকার কার্য্য আছে বলিয়াই ফুস্‌ফুসের Engorgement অবস্থায় ফেরামফস প্রয়োগ করিলে রোগ নিউমোনিয়ায় পরিণত হইতে পারে না। বক্ষঃস্থলে বেদনা হয়, টাটায়, নাড়ী ভরাটে এবং দ্রুত, (একোনাইটের ন্যায় দড়ির মত নয় not rope like as under Aconite)। গয়ের স্বল্প এবং রক্তমিশ্রিত। যখনই গয়েরের সহিত রক্ত থাকে এবং একোনাইটের ন্যায় জ্বর যদি প্রবল না হয় ফেরামফসই তাহার উপযুক্ত ঔষধ জানিতে হইবে। কখন কখন দেখা যায় শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে অন্ত্রের রক্তবহা নাড়ী ফুলিয়া অত্যন্ত স্ফীত হয় এবং শ্লেষ্মা ও রক্তমিশ্রিত জলবৎ তরল বাহ্য হইতে থাকে, মলত্যাগকালীন সামান্য বেগ থাকিতে পারে কিন্তু কোঁথানি থাকে না। কোঁথানি থাকিলে কিংবা মলে পূঁজ দেখা দিলে ফেরামফস আর নির্ব্বাচিত হয় না।

মাইচেলা রিপেন্স (Mitchella repens)—ইহাও angorged uterus এ প্রয়োগ হয় কিন্তু রক্তস্রাব ইহাতে সিকিলিকর উষ্টিলাগো ইত্যাদি ঔষধ অপেক্ষা অধিক হয় এবং রক্তস্রাব উজ্জ্বল লালবর্ণ ও রক্তস্রাবের সহিত মূত্রকৃচ্ছ্র লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

ট্রিলিয়াম পেণ্ডুলাম—ইহার রক্তস্রাব সচরাচর উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং প্রচুর। রক্তস্রাবের সহিত কুক্ষি (epigastrium) প্রদেশে দুর্ব্বলতা, পাছায় বেদনা, হস্তপদের শীতলতা, অবসন্নতা, নাড়ীর দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। (এই প্রকার লক্ষণ অনেকটা চায়নায় দেখিতে পাওয়া যায়) ট্রিলিয়াম পেণ্ডুলাম তরুণ রক্তস্রাবেই অধিক ব্যবহার হয়। বহুদিন স্থায়ী পুরাতন অল্প অল্প রক্তস্রাবে সিকেলিকরই উত্তম ঔষধ। সামান্য সঞ্চালনেই (movements) বেগের সহিত রক্ত নির্গত হয় এবং রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ প্রতি স্রাবেই রোগী মনে করে জঙ্ঘা ও পৃষ্ঠদেশ যেন খসিয়া পড়িবে তদহেতু রোগী বস্তিদেশ (pelvis) জোরে বাঁধিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। দন্ত উত্তোলনের পর গর্ত্ত (cavity) হইতে রক্তস্রাব বন্ধ করিতেও ট্রিলিয়াম একটি উপযুক্ত ঔষধ।

উত্তোলিত দন্তের গর্ত্ত পরিষ্কার করিয়া তদস্থানে ট্রিলিয়ামের মূল আরক তুলায় ভিজাইয়া লাগাইয়া রাখিলে অতি সত্বর রক্ত বন্ধ হয়। কেহ কেহ ইরিজারণও এইরূপ অবস্থায় উক্তরূপে বাহ্যিক প্রয়োগ করেন। নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে ইহাদের ব্যবহার দেখা যায়।

হেমামেলিস—রক্তস্রাবের ইহা একটি অতি মহৎ ঔষধ কিন্তু ইহা কৃষ্ণবর্ণ শৈরিক রক্তস্রাবেই (venous hæmorrage) প্রয়োগ হয় এবং ইহার কার্য্য শিরার উপরই অধিক প্রকাশ পায়। রক্তস্রাবের সহিত মস্তক বিশেষ-ভাবে কপালের দুই পার্শ্বে হাতুড়ি পেটার ন্যায় যন্ত্রণা হয়। রক্তস্রাবে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায় এবং যে স্থান হইতে রক্তস্রাব হয় তদস্থানে টাটানি যন্ত্রণা হয়।

ইরিজারন ক্যানাডেনসিস (Eriegeron Canadensis)—প্রস্রাবে যন্ত্রণাসহ জরায়ুর রক্তস্রাবেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। ইহার রক্তস্রাব থাকিয়া থাকিয়া (by fits and starts) হয়, হঠাৎ খুব বেগের সহিত আসে আবার বন্ধ হইয়া যায়।

কলেরা—সিকেলিকর কলেরার একটি মহৎ ঔষধ। রোগীর সর্ব্বাঙ্গ বরফবৎ শীতল হয়, নাড়ী লোপ পায়, শরীরের নানা স্থানের পেশীর আক্ষেপ হইতে থাকে। হস্ত ও পদের অঙ্গুলিসমূহ খিলধরায় পশ্চাদ্ভাগে বাঁকিয়া যায় কিংবা ফাঁক ফাক হয় (কুপ্রামের সম্পূর্ণ বিপরীত)। চক্ষু কোটরাবিষ্ট হয়, চেহারা চুপসে যায়। ভীষণ বমনোদ্রেক হয় (কিন্তু বমন অধিক হয় না)। এতদ্ব্যতীত গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক, খস্‌খসে, কোঁচকান শীতল, প্রস্রাব বন্ধ, সমুদয় শরীরময় সুড় সুড় বোধ। জলবৎ তরল ঈষৎ সবুজ আভাযুক্ত প্রচুর ভেদ, দুর্দ্দমনীয় পিপাসা। পাকাশয় প্রদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং দাহ। স্বরভঙ্গ এবং স্বরের হ্রাস ইত্যাদি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। সিকেলিকরের একটি বিশেষত্ব যে রোগীর গাত্র যদিও অত্যন্ত শীতল তথাপি গাত্রাবরণ রাখিতে কিংবা উত্তাপ লাগাইতে ইচ্ছা করে না। (Great coldness (objective) of the surface, yet the patient cannot bear to be covered") এই লক্ষণটি কলেরা এবং senile gangreneএ অধিক প্রকাশ পাইতে

দেখিতে পাওয়া যায়। হোমিওপ্যাথিক মতে কলেরায় সিকেলিকরের প্রয়োগ সর্ব্বপ্রথম ডাক্তার ফ্রেডারিক কুমেল প্রবর্ত্তন করেন এবং হ্যানিমানকে এই বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সাহায্যও করিয়াছিলেন। আক্ষেপ (spasmodic) প্রধান কলেরা হইলেই কিংবা ভেদ বমনের সঙ্গে সঙ্গেই আক্ষেপ আরম্ভ হইলেই সিকেলি ও কুপ্রামের বিষয় চিন্তা করিবে। আর একটি লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই যে, জল পান করা সত্ত্বেও মুখের এবং নাসিকারন্ধ্রের শুষ্কতা ঘুচে না। (Socale is preferred when any of the following symptoms are likewise present—considerable dryness of the mouth and nose, not relieved by drinking water ; vomiting of mucus, lumbrici or ascarides, vomiting affords relief vomiting without much effort—Dr. M. L. Sircar.) সিকেলিকর রোগীর শারীরিক গঠন এবং আকৃতি অত্যন্ত মূল্যবান লক্ষণ, ইহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে আশু ফল পাওয়া যায়।

সিকেলিকর এবং কুপ্রামের পার্থক্য—অধিকাংশ গ্রন্থে দেখিতে পাই খিলধরা কুপ্রামে উপশম না হইলে কিংবা কুপ্রাম ব্যবহারে সন্তোষজনক ফল না পাইলে সিকেলি প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। whatever the character of the spasms in any case of Cholera Secale may be given when they are not relieved or only partially relieved by Cuprum. আমার বোধ হয় ইহা অভিজ্ঞতা এবং ভুয়ো দর্শনের ফল, নতুবা এই দুইটি ঔষধে খিল ধরা (spasm), সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। প্রথমটিতে হস্ত পদ ভিতর দিকে গুটাইয়া ভাঙ্গিয়া দেয় দ্বিতীয়টিতে বাহির দিকে বক্র করিয়া ভাঙ্গিয়া দেয়— অর্থাৎ প্রথমটিতে সঙ্কোচকী পেশী সমূহ দ্বিতীয়টিতে প্রসারক পেশী সমূহ আক্রান্ত হয়। এতদ্ব্যতীত কুপ্রামে তরল দ্রব্য পানে গলদেশে ঢল ঢল শব্দ হয়, উষ্ণ খাদ্য সামগ্রী আহার কিংবা পান করিতে ইচ্ছা হয় সিকেলিতেও জল তৃষ্ণা থাকে এবং পান করে কিন্তু গলদেশে জলের কোন প্রকার শব্দ হয় না এবং উষ্ণ খাদ্য কিংবা পানীয় অথবা গাত্রাচ্ছাদন আদৌ সহ্য হয় না।—এতদ্ব্যতীত সিকেলিকরে কুপ্রাম অপেক্ষা আক্ষেপ (spasm)

অধিক ভীষণ রূপে বিকৃতি করিয়া দেয় এবং এমন কি রোগী আক্ষেপের ঝোঁকে সময় সময় জিহ্বা কামড়াইতে থাকে। কুপ্রামে এত অধিক লক্ষণ কিছুই থাকে না।

সিকেলিকর এবং আর্সেনিকের পার্থক্য—সিকেলিকরের সহিত আর্সেনিকের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়—কিন্তু প্রভেদ এই যে—সিকেলিতে প্রসারক পেশীর আক্ষেপ হয়, গাত্র শীতল তথাপি অনাবৃত গাত্রে থাকিতে চাহে উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না এবং সর্ব্বদা সুড় সুড় বোধ করে, অদম্য জলপিপাসা থাকে অথচ অধিক জল পান করে না এবং করিতেও চায় না, যেহেতু পাকস্থলীতে কষ্ট বোধ হয় অপর পক্ষে আর্সেনিকে হস্ত পদে খিল ধরে, আবৃত থাকিতে চায়—অদম্য জল পিপাসা থাকে এবং জল পান করে কিন্তু জল তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া উঠিয়া যায়। সুড় সুড় বোধ থাকে না। রোগী অত্যন্ত অস্থির এবং উদ্বিগ্ন প্রকৃতির।

সিকেলিকর এবং ক্যাম্ফর—ক্যাম্ফরের সহিত সিকেলির শৈত্যে সাদৃশ্য থাকিলেও, উপরোক্ত লক্ষণ সমূহ—এবং ও দুর্দ্দমনীয় পিপাসা ক্যাম্ফরে নাই। ক্যাম্ফর কলেরার কোলাপ্স অবস্থার প্রথম দিকে যতক্ষণ ভেদ ভীষণ দুর্গন্ধ অথবা কৃষ্ণবর্ণ হয় নাই—ততক্ষণ ব্যবহার হয় (Camphora seems to be most efficacious for the first stage or early in the course of the disease before the discharge have become offensive, putrid or dark colored.

সিকেলিকর এবং ভিরেট্রামে পার্থক্য—সিকেলিকরের ন্যায় ভিরেট্রাম এলবামেও সর্ব্বাঙ্গ বরফবৎ শীতল, নীলবর্ণ হওয়া এবং প্রচুর জলবৎ তরল ভেদ বর্ত্তমান থাকিলেও কিন্তু, ভিরেট্রামের কপালের ঘর্ম্ম সিকেলিকরে থাকে না—ইহাই হইতেছে এই দুইটি ঔষধের বিশেষ প্রভেদ। যদিও আর্সেনিকে ভিরেট্রামের ন্যায় কপালে কিছু ঘর্ম্ম হইতে দেখা যায় কিন্তু ভিরেট্রামে আর্সেনিকের ন্যায় তত অধিক অস্থিরতা থাকে না। ভিরেট্রামের কপালের ঘর্ম্ম এবং আর্সেনিকের অস্থিরতা কলেরার বিশেষ পরিচায়ক লক্ষণ।

আমরা সমস্ত মেটেরিয়া মেডিকা গ্রন্থে আক্ষেপ নিবারণের তিনটি বৃহৎ ঔষধ দেখিতে পাই তাহা হইতেছে, কুপ্রাম, সিকেলি এবং সিকিউটা ভিরোসা

কিন্তু শতকরা ৮০টি রোগীতেই কুপ্রাম ব্যবহার হয়। কুপ্রামের এবং সিকেলির বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছি। সিকিউটার আক্ষেপ বক্ষের পেশীতেই অধিক প্রবল হইয়া থাকে, তাহাতে ঘাড় পশ্চাদ্ভাগে বাঁকিয়া যায় ও হস্তের অঙ্গুলি সমূহের ক্রমাগত অনৈচ্ছিক স্পন্দন হইতে থাকে এবং প্রস্রাব হউক কিংবা নাই হউক ক্রমাগত প্রস্রাব করিবার ভয়ানক ইচ্ছা হয়।

ফোঁড়া—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের ফোঁড়া হয় এবং ভীষণ যন্ত্রণাযুক্ত, সবুজ পুঁজের সমাবেশ হয়। শীঘ্র পাকেও না এবং আরোগ্যও হয় না ইহাতে রোগীকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে।

সূতিকা জ্বর (Puerperal Fever)—ইহাকে অনেকে সূতিকা জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ বলেন। নিম্নোদর ফুলিয়া উঠে অথচ যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয় না। যোনিস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত এবং কটাবর্ণ। অত্যন্ত জ্বর থাকে সমুদায় গাত্র যেন আগুণে পুড়িয়া যাইতেছে মাঝে মাঝে কম্পযুক্ত শীত হয়। দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়ও থাকে, সময় সময় বদগন্ধ বমন হয়, প্রস্রাব পরিষ্কার হয় না—স্বল্প অথবা রুদ্ধ থাকে। পাকস্থলীতে যন্ত্রণা হয় এবং গাত্রত্বকে কাল কাল দাগ অথবা পীড়কা প্রকাশ পায়। রোগী অত্যন্ত অস্থির এবং রোগের যাতনায় প্রলাপ বকে এবং শয্যা হইতে উঠিয়া চলিয়া যাইতে চাহে।

বেলেডোনা—ইহাও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিম্নোদর অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য এবং যন্ত্রণাযুক্ত, হস্তের চাপ অথবা শয্যার সামান্য নড়াচড়া সহ্য করিতে পারে না। নিম্নোদর অত্যন্ত উত্তপ্ত, ক্লেদস্রাবরুদ্ধ অথবা দুর্গন্ধযুক্ত, মস্তক মুখ, চোখ ইত্যাদি রক্তাধিক্য।

ব্যাপ্টিসিয়া—টাইফয়েড লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে এবং রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে ক্লেদস্রাব দূষিত হইয়া অথবা দূষিত ক্লেদস্রাব শোষণ হইয়া জ্বর হয়।

পাইরোজেন—রোগ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইলে এবং অন্য ঔষধে উপকার না দর্শিলে পাইরোজেনকে চিন্তা করা উচিত। ক্লেদস্রাব তরল দুর্গন্ধযুক্ত, স্বল্প অথবা রুদ্ধ। অত্যন্ত প্রবল জ্বর গাত্র বেদনা, শয্যা শক্ত বোধ

এবং প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম। (In septic fevers especially puerperal pyrogen has demonstrated its great value as a Homœpathic dynamic antiseptic)।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—সিকেলিকরের ডাইলিউসন সম্বন্ধে অত্যন্ত মত ভেদ দেখা যায়। প্রসব যন্ত্রণায় সন্তান প্রসব করাইতে ডাক্তার রিচার্ডসন বলেন নিম্নক্রমই একমাত্র ফলপ্রদ (প্রসব যন্ত্রণা দেখ)। তিনি বলেন—আমি এইরূপ স্থলে উচ্চক্রম প্রয়োগের ভীষণ প্রতিবাদ করি এবং উচ্চক্রম কোনই কার্য্যকারী হইবে না। (I must protest against the absurd advice given by some writes of our school, of giving the 30. or 200.) আবার ডাক্তার হ্যাস এই প্রকার চিকিৎসককে হোমিওপ্যাথিক সমাজ হইতে বহির্গত করিয়া দিতে বলেন। তিনি বলিতেছেন—The practice of giving the fluid extract in such cases, as is done by some physicians calling themselves Homœpathic, ought to be sufficient cause for expelling them from homœpathic society.

ডাক্তার হিউজ বলিতেছেন—More difficult of belief are the statements of the practitioners I have mentioned as to efficacy of high potencies of the drug to restore labour pains, when these are flagging from general or uterine exhaustion. Experienced accouchers like Leadam, Crozerio and Guernsey however seem to have no doubt on the subject, and experience must always outweigh theory. I can only leave you to test the question for yourselves. হিউজ সাহেব নিজে একপ্রকার কিছুই না বলিয়া চিকিৎসক মণ্ডলীর উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন কিন্তু একস্থানে তিনি আবার লিখিতেছেন—প্রসব যন্ত্রণা আনয়ন করিতে এবং রক্তস্রাব বন্ধ করিতে উচ্চক্রম ২০০ শক্তি অধিক উপযোগী।

আমার অভিজ্ঞতায়ও দেখিয়াছি—সন্তান প্রসব করাইতে, জরায়ু মধ্যস্থিত ফুলের ছিন্ন অংশ বহির্গত করাইতে নিম্নক্রম ১x, ৩x অধিক ফলপ্রদ। রক্তস্রাব স্থগিত করিতে, প্রসবের কৃত্রিম যন্ত্রণা নিবারণ করিতে, আশঙ্কিত গর্ভস্রাব বন্ধ করিতে, উদরাময় আরোগ্য করিতে, পদের অঙ্গুলির গ্যাংগ্রিন উপশম করিতে, উচ্চ শক্তি ৩০, ২০০ অধিক ফলপ্রদ।

আবার ডাক্তার গারেন্সী, কাউপার্থওয়েট ইঁহারা প্রসব বেদনায় ২০০ শক্তি অধিক কার্য্যকারী মনে করেন।

সমগুণ ঔষধ সমূহ—সিনামন প্রসব যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে এবং প্রসবান্তিক রক্তস্রাবে অধিক রক্তস্রাব প্রকাশ পায় না—আর্গট অপেক্ষা ইহার ব্যবহার অনেকটা নিরাপদ।

রোগের বৃদ্ধি—উত্তাপে, গাত্রাবরণের উষ্ণতায়। সর্ব্বপ্রকার রোগই উত্তাপে বৃদ্ধি।

রোগের উপশম—শীতল ঋতুতে, আক্রান্ত স্থান অনাবৃতে এবং ঘর্ষনে।

রোগীর বিবরণ

১। এক এলোপ্যাথিক ডাক্তারের স্ত্রী বয়স ৩৫, দেখিতে মোটা, অত্যন্ত খিটখিটে। ৩ মাসে গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়। অথচ রক্তস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না, রক্তস্রাব অল্পবিস্তর লাগিয়াই থাকিত। একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, জরায়ু অত্যন্ত রক্তস্রাবী এবং শিথিল, অঙ্গুলির স্পর্শেই রক্তস্রাব হয়। অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া পরীক্ষা করিতেই পারা যায় না। স্পর্শ লাগিলেই রক্তস্রাব হয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ প্রায় ৩ মাস যাবৎ বহু প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিয়াও রক্তস্রাব বন্ধ করিতে না পারিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার স্ত্রীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ

করিতে বলিলেন। ইহা ব্যতীত আর একটি লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল যে পদদ্বয় সন্ধ্যার পর হইতে অত্যন্ত জ্বালা করিত এবং পদদ্বয় ক্ষণকাল স্থির রাখিতে পারিত না। প্রথমতঃ আমি তাহাকে সিকেলিকর একমাত্রা ২০০ শক্তি প্রয়োগ করি এবং তাহাতেই অনেকটা উপকার পাই, এই প্রকার কয়েক মাত্রা প্রয়োগ করায় রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। পদদ্বয়ের অস্থিরতার জন্য জিঙ্কাম প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল।

ম্যাগনেসিয়া কার্ব (Magnasia Carb)

ইহার পরিচয় অনেকেই অল্পবিস্তর কিছু জানেন—কোষ্ঠ কাঠিন্য এবং অম্ল রোগের এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের ইহা একটি অত্যন্ত বৃহৎ ঔষধ—কথায় কথায় ব্যবহার হইয়া থাকে। অত্যধিক পুনঃ পুনঃ ইহা প্রয়োগ হওয়ায় অন্ত্রে এমোনিয়া ম্যাগনেসিয়াম ফসফেটের (ammonia magnesiam Phosphate) স্তর পড়িয়া অনেক প্রকার অপকারও সাধিত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। স্নায়ুশূল যন্ত্রণা—বাম পার্শ্বে অধিক হয় (কলোসিন্থ), বিশ্রাম অবস্থায় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, উঠিয়া পায়চারি করিতে হয় (রাস)।

২। দন্তশূল—অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় প্রকাশ পায়, রাত্রিতে অধিক হয়।

৩। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে গলায় ব্যথা এবং সর্দ্দি হয়। প্রসববৎ ভীষণ যন্ত্রণা হয়, কেবল রাত্রিতে অথবা শয়নাবস্থায় স্রাব হয়, হাটাহাটিতে স্রাব বন্ধ থাকে, (এমন মি, ক্রিয়োজোট,—লিলিয়াম টাইগ্রিয়ামের বিপরীত)। স্রাব ক্ষতকারক, কৃষ্ণবর্ণ পিচের ন্যায়, ধুইলেও কাপড়ের দাগ যায় না।

৪। উদরাময়—মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে শূলযন্ত্রণা হয়, শিশু পদদ্বয় পেটে গুটাইয়া রাখে। মল সবুজ, ফেনা ফেনা পচা পুকুরের শেওলার ন্যায় (like skum of a frog pond), চর্ব্বির ন্যায় সাদা সাদা পদার্থ মলের উপর ভাসিতে থাকে।

৫। শিশুর দুগ্ধ পরিপাক হয় না।

৬। যাহা আহার করে তাহাই যেন অম্বলে পরিণত হয়, অম্বল উদ্গার, অম্বল বমন। সাধারণ খাদ্যদ্রব্য আহারেই পাকস্থলীতে যন্ত্রণা হয় এবং পেট ফাঁপিয়া ওঠে। পরিপাক ক্রিয়া দুর্ব্বল।

৭। শিশুর গাত্র টক্ গন্ধযুক্ত, গাত্র প্রক্ষালনেও টক্ গন্ধ কাটে না (হেপার রিয়ম)।

সাধারণ লক্ষণ

১। নিদ্রা ভাল হয় না, নিদ্রা ভঙ্গে শরীর সুস্থ বোধ না করিয়া বরং অসুস্থ ক্লান্ত বোধ করে (ব্রাই, কোনায়াম, হেপার, ওপি, সাল্ফার)।

২। টিউবারকিউলার রোগগ্রস্থ পিতামাতার শিশুর মাংস খাইবার অস্বাভাবিকরূপ আকাঙ্ক্ষা।

৩। মস্তকের তালুতে যন্ত্রণা, মনে হয় যেন কেহ চুল টানিতেছে কেলিবাই, ফস্ফ)।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব ঔষধটি সম্পূর্ণ পাঠ করিলে মনে হয় যেন সমুদয় লক্ষণই gastro-intestinal organs এর উপর কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এবং বাস্তবিক তাহাই। ঔষধটি বিশেষরূপে খিটখিটে এবং স্নায়বীক শিশুদিগের প্রতিই উত্তম কার্য্য করে। শিশু পরিপোষণ ক্রিয়ার দোষহেতু শুষ্ক এবং রুগ্ন। দুগ্ধ সহ্য হয় না। দুগ্ধ পানে পেটে যন্ত্রণা হয় এবং হজম না হইয়া বহির্গত হইয়া পড়ে। শিশুর কলোসিন্থের ন্যায় পেটকামড়ানি এবং শূল বেদনা প্রায়ই লাগিয়া থাকে। শিশু নিম্নোদরের যন্ত্রণার উপশম হেতু হাত পা গুটাইয়া রাখে এবং ইহা ব্যতীত সঞ্চালনেও উপশম বোধ করে।

উদরাময়—ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের উদরাময়ের বিশেষত্বই হইতেছে মল সবুজ, তরল, ফেনা ফেনা, পচা পুকুরের সবুজ সেওলা সদৃশ, (with green scum like that of a frog pond), হড়হড়ে এবং টক গন্ধ। এতদ্ব্যতীত সবুজ জলবৎ তরল মলে সাদা সাদা চর্ব্বির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ভাসিতে থাকে (white lumps, like masses of tallow, floating in the green watery stool), সময় সময় মলে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মাও থাকে এবং টক গন্ধযুক্ত প্রচুর জলবৎ তরল ভেদও হয়, কখন কখন মলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুধ ছেঁড়া ছেঁড়া (flakes of curdled milk) দেখা দেয়। রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা সবুজ জলবৎ তরল মলের সহিত মিশান থাকে এবং তরল মলের নিম্নে অর্থাৎ পাত্রের নিম্নে (bottom of the vessel) পড়িয়া থাকে।

ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের উদরাময় সচরাচর গ্রীষ্ম ঋতুতে এবং শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালীন অধিক প্রকাশ পায়। মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট অত্যন্ত কামড়ায় এবং ডাকে, শিশু পেটের যন্ত্রণায় পদদ্বয় পেটেতে গুটাইয়া রাখে। ম্যাগনেসিয়া জাতীয় সমুদায় ঔষধগুলিতেই পেটে যন্ত্রণা হয়। ইহাতে মলত্যাগের সময়ে এবং পরেও কুন্থন (tenesmus) থাকে)।

কলোসিন্থ—ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের পেটের যন্ত্রণার সহিত কলোসিন্থের তারতম্য নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পরে কিন্তু ইহাদের মল এক প্রকারের নয় ইহা ব্যতীত কলোসিন্থের যন্ত্রণা অত্যন্ত প্রবল।

রিয়ম—ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের সহিত বরং রিয়মের খুব নিকট সাদৃশ্য রহিয়াছে, উভয়েতেই মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে শূল যন্ত্রণা হয় এবং উভয়েরই মল ও সমুদয় শরীর টক গন্ধযুক্ত থাকে কিন্তু ম্যাগনেসিয়ায় মলের সবুজ রং এবং রিয়মের অম্ল গন্ধ অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক লক্ষণ (with Magnesia carb, the green stool stands first and with Rheum the sourness.) রিয়মের মল প্রায়ই ঘোর পীতবর্ণ, কদাচিৎ সবুজ বর্ণের হয়। এই দুইটি ঔষধের পার্থক্য নিরূপণের গোলযোগ হইলে প্রথমতঃ রিয়ম দেওয়াই কর্ত্তব্য। রিয়মে ফল না পাইলে ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব প্রয়োগ করিবে, ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের কার্য্য রিয়ম অপেক্ষা অধিক গভীর।

ক্যামোমিলা—ইহার সহিত বিশেষতঃ শিশুরোগে ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়—উভয় ঔষধেই মল সবুজ. বর্ণ এবং যন্ত্রণাযুক্ত, উভয় ঔষধেই অস্থিরতা এবং মানসিক উদ্বিগ্নতা অত্যন্ত অধিক, উভয় ঔষধেই সঞ্চালনে উপশম বোধ (relief from moving about)। উভয় ঔষধেই মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট কামড়ায় (griping pain) এবং উভয় ঔষধেই খাওয়ার অনিয়মতা হেতু রোগ হয় কিন্তু ইহাদিগের পার্থক্যতা মলে (stool) দেখিতে পাওয়া যায়। ক্যামোমিলার মল অনেকটা জলবৎ তরল (watery) এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের মল অনেকটা চটচটে হড়েহড়ে (slimy) এবং অম্লগন্ধযুক্ত।

মার্কিউরিয়াস সলের মলও সবুজ চট্‌চটে কিন্তু কুন্থনযুক্ত (tenesmus)।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে, উভয়েরই মল অম্ল গন্ধযুক্ত, উভয়েতেই দুগ্ধ তুলিয়া ফেলে এবং উভয়েতেই পোষণ ক্রিয়ার অভাব রহিয়াছে কিন্তু ক্যালকেরিয়া কার্ব্বে মস্তকে মুখমণ্ডলে, মস্তকের খুলির ত্বকে ঘর্ম্ম, পদদ্বয় শীতল স্যাঁৎসেতে এবং নিম্নোদর বৃহৎ ইত্যাদি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণে ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব হইতে ইহা পৃথক হইয়া গিয়াছে।

রোগের প্রবল অবস্থায় ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বে শিশুর পরিপোষণ ক্রিয়ার অত্যন্ত অভাব দেখা যায় এবং মুখের ভিতর সাদা সাদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘা হয় (aphthae)। শরীরের এইরূপ অসুস্থ অবস্থা পরিপোষণ ক্রিয়ার দোষজনিত হইয়া থাকে (these are simply indications of the impoverished state of the system from defective nutrition)। শিশু দুধ তুলিয়া ফেলে, দুগ্ধ সহ্য করিতে পারে না, পেটে যন্ত্রণা হয়, অম্ল বমন হয়, নিম্নোদর ঠোস মারিয়া ফুলিয়া ওঠে, পেট ডাকে, সমুদায় গাত্রে টক গন্ধ করে, গাত্র পরিষ্কার করা সত্ত্বেও টক গন্ধ কাটে না (হেপার)।

ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বে সবুজবর্ণ তরল মল ব্যতীত অজীর্ণ দুগ্ধবৎ সাদা অনেকটা পুটিনের ন্যায় মলও দেখা যায় (Magnisia Carb stool

composed of putty-like undigested milk. The white, hard stool is quite another symptom, and the soft, semi-fluid white stool leads to another class of remedies, but this pasty stool, looking as if it could be moulded into any kind of shape, is a Magnesia Carb stool.—Kent.) মল খুব শক্তও নয় এবং খুব নরমও নয়, এই প্রকার মল শীর্ণ ও কৃশ বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাদ্দেশ অধিক ভিতরে কোটরাগত শিথিল এবং কুঞ্চিত পেশীযুক্ত শিশু-দিগেতে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। দুগ্ধপানে শিশুর অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা অথচ দুগ্ধ সহ্য করিতে পারে না, দুগ্ধ পুটিনের ন্যায় আকারে বহির্গত হইয়া যায়। টিউবারকিউলাস (tuberculous) পিতামাতার শিশুদিগেতে উক্ত প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব শিশুদিগের উপরই অধিক ব্যবহার হয় এবং শিশুদিগের অজীর্ণ রোগের একটি মহৎ ঔষধ। শিশুর মাংস খাইবার ভীষণ আকাঙ্ক্ষা হয়। যুবা কিংবা পৌঢ় লোকের gastric এবং hepatic (পাকস্থলী এবং যকৃৎ) সম্বন্ধীয় লক্ষণ প্রাধান্য থাকে। রোগী acid dyspepsia অর্থাৎ অম্বল, ঢেঁকুর, বুকজ্বালা ইত্যাদি রোগে ভোগে যাহা আহার করে তাহাই যেন অম্বলে পরিণত হয়, সাধারণ খাদ্য আহারেই উদরে যন্ত্রণা হয়, আহারের পর পেট ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে। পরিপাক ক্রিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল। বাঁধাকপি, আলু, সাধারণতঃ শ্বেতসারময় খাদ্য (starchy food) রুটি ইত্যাদি পাকস্থলীর উক্তরূপ অবস্থায় পরিপাক হয় না। আহারকালীন উদ্বিগ্ন এবং শরীর উষ্ণ বোধ করে। রাত্রিকালীন এত অধিক হয় যে রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না তথাপি কিন্তু গায়ে ঠাণ্ডা লাগাইতে ভয় করে (yet he dreads exposure)।

া—অন্তঃসত্তা স্ত্রীলোকের দন্তশূলে ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের প্রয়োগ দেখা যায়। যন্ত্রণা সকল সময় লাগিয়া থাকে, মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বে অধিক হয়। গর্ভাবস্থা ব্যতীত দন্তশূল ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়েও হয়। দন্ত অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য, স্পর্শ করাই যায় না, দাঁতে দাঁতে চাপ দিতেও পারে না। অন্তঃসত্তাবস্থায় দন্তশূলে যখন কোন বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ থাকে না, ম্যাগনেসিয়া

কার্ব্ব এবং চায়না এই দুইটি ঔষধকে সচরাচর উচ্চ স্থান দেওয়া হয় (Magnasia Carb and China, when no other symptoms are present, are prominent remedies among the affections of the teeth during pregnancy.—Kent)। একটি কথা এই স্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব যদিও দাঁতের স্পর্শাধিক্যে ব্যবহার হয় কিন্তু ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বে দাঁতের গোড়া অধিক আক্রান্ত হয়। দাঁতের স্পর্শাধিক্যে এন্টিম ক্রুডামকে চিন্তা করিবে। বিশ্রাম অবস্থায় বৃদ্ধি হয়; রোগীকে শয্যা হইতে উঠিয়া ইতস্ততঃ হাঁটিতে হয়, স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। It is recommended by Hahneman himself for the *tooh ache of pregnancy.* The pain Dr. Guernsey says, is characteristically insupportable during repose, the patient must get up and walk about. দন্তশূল রাত্রিতে বৃদ্ধি মার্কিউরিয়াস সলের একটি প্রধান লক্ষণ কিন্তু মার্কিউরিয়াসে শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি হয় (worse from the heat of the bed while Magnasia Carb is worse from quiet)। ডাক্তার ফ্যারিংটন তাহার গ্রন্থে গর্ভাবস্থায় দন্তশূলের একটি রোগীর বিবরণ দিয়াছেন এবং তাহা র‍্যাটেনিয়ায় (Ratahnia) আরোগ্য হইয়াছিল। আমি এই স্থলে সেই রোগীর বিবরণ তুলিয়া দিলাম। তিনি বলিতেছেন—Some years ago a physician of this city was treating a lady in the first month of pregnancy, who suffered terribly from tootache. He gave her Magnesia Carb and other remedies. Still this pain continued. Dr. Lippe was called in consultation, and he thought of Ratahnia which has toothache at night, compelling patient to get up and walk about. This remedy promptly cured the case. (কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় জনৈক বিজ্ঞ ডাক্তার গর্ভাবস্থার প্রথম মাসেই দন্তশূলে ভীষণ কষ্ট পাইতেছে এইরূপ একটি স্ত্রীলোকের দন্তশূল চিকিৎসা করিতেছিলেন। তিনি ম্যাগনেসিয়া এবং অন্যান্য অনেক ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও ফল না পাইয়া ডাক্তার লিপিকে পরামর্শের জন্য লইয়া আসেন। ডাক্তার লিপি সেই রোগীকে র‍্যাটেনিয়া দেন, কারণ র‍্যাটেনিয়াতেও

ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের ন্যায় যন্ত্রণা রাত্রিকালীন বৃদ্ধি এবং যন্ত্রণায় রোগীকে শয্যা হইতে উঠিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় এইরূপ লক্ষণ রহিয়াছে। র‍্যাটেনিয়া দেওয়াতেই রোগীর দন্তশূল অতি অল্প সময়েই উপশম হয়)। তাই বলিতে-ছিলাম গর্ভাবস্থায় দন্তশূল শুনিলে র‍্যাটেনিয়ার কথা স্মরণ করিবে। ইহার সহিত ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের খুব সাদৃশ্য আছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যামোমিলার বিষয়ও চিন্তা করিবে, কারণ ক্যামোমিলা ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের complementary (অনুপূরক) ঔষধ। এই প্রকার দন্তশূলে ডাক্তার ন্যাস ২০০ ক্রম ব্যবহার করিতেন।

ঋতু (Menses)—মাসিক ঋতুস্রাব সাধারণতঃ স্বল্প এবং বিলম্বে হয়। ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের ঋতুস্রাবের বিশেষত্ব যে রাত্রিতে অথবা শয়নে অথবা প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিবার সময় অধিক হয়, দিবসে কম থাকে এবং এমন কি অপরাহ্নে সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়, কিছুই থাকে না। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে সর্দ্দি, গলায় ব্যথা (sore throat) মাথা ভার ভার বোধ হয়। রোগী ঋতু-স্রাবের সময় হইলেই বুঝিতে পারে (I know my menstrual period is coming on, because I have a cold in the head). স্রাবকালীন অত্যন্ত যন্ত্রণা, কোমরে ব্যথা ইত্যাদি হয়। স্রাব ক্ষতকারক (acrid) এবং দেখিতে কাল আলকাতরার ন্যায় হইলেও সহজে রং ছাড়ে না (মেডরহিনাম)। সমস্ত ম্যাগনেসিয়াতেই ঋতুস্রাব অত্যন্ত কাল হয়। (In all Magnasia salts the menstrual flow is dark or black almost like pitch.)

বাত—ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব সন্ধিস্থলের বাতে ব্যবহার দেখা যায়। দক্ষিণ স্কন্ধের বাতের ইহা একটি উপযুক্ত ঔষধ। সেঙ্গুনেরিয়াও দক্ষিণ স্কন্ধের পেশীর (right deltoid muscles) বাতে খুব প্রয়োগ হয়। রোগী হস্ত অধিক উত্তোলন করিতে পারে না এবং রাত্রিতে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়।

স্নায়ুশূল যন্ত্রণা—ভীষণ স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়, যন্ত্রণায় রোগী অত্যন্ত অস্থির বোধ করে, অস্থিরতায় রোগী একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, একবার এখানে একবার ওখানে পায়চারি করিতে থাকে। সঞ্চালনে উপশম বোধ করে (relieved by motion)। এই প্রকার রাত্রিতে মস্তকে এবং

মুখমণ্ডলে বিশেষরূপে বামপার্শ্বে অধিক হয়, রোগী শয্যা হইতে উঠিয়া পায়চারি করিতে থাকে। রোগী সকল সময় সঞ্চালন অবস্থায় থাকে, সঞ্চালন বন্ধ করিলেই যন্ত্রণা ভীষণ হয়, যেহেতু সঞ্চালনে যন্ত্রণা উপশম বোধ করে (Keeping him in constant motion. As soon as he stops moving the pain become very severe, shooting, tearing and cutting).

নাক্স মশ্চেটা—বাম স্কন্ধের পেশীর বাতে (left deltoid muscle) ব্যবহার হয়।

ছানি (Cataract)—ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বে ছানি (cataract) আরোগ্য হয় এইরূপ লিখিত রহিয়াছে। Dr. Priel of Ricey কিছুকাল পূর্ব্বে কতকগুলি ছানির রোগী ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বে আরোগ্য করার সংবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি এমন কি ২২টীর মধ্যে ১৩টীর অল্প বেশী উপকার করিয়াছিলেন। (Dr. Priel of Ricey published sometimes ago a number of cases of cataract in which it had been given with effect, 13 out of 22 patients finding improvement more or less marked from its use--Hughes). তিনি ৬ষ্ঠ ক্রম ব্যবহার করিয়াছিলেন।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—৩০ এবং ২০০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়।

অনুপূরক (Complementary)—ক্যামোমিলার কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিলে ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব তাহার অনুপূরকরূপে ব্যবহার হয়।

রোগের বৃদ্ধি—প্রত্যেক তিন সপ্তাহে, বিশ্রামে, দুগ্ধপানে, ঋতুস্রাবে।

রোগের উপশম—উষ্ণ বায়ুতে (কিন্তু উষ্ণ শয্যাতে বৃদ্ধি হয়—লেডাম, মার্কি। উষ্ণ শয্যাতে উপশম—আর্সেনিক)। সঞ্চালনে।

ম্যাগনেসিয়ার অপব্যবহার (Abuse of Magnesia)— ম্যাগনেসিয়া অপব্যবহারের দরুণ অম্লগন্ধ ও শ্লেষ্মাযুক্ত উদরাময় হইলে এবং কুন্থন থাকিলে রিয়ম প্রয়োগ করিবে। এইরূপ লক্ষণে কোন কোন স্থলে পালসেটিলাও ব্যবহার হয়। অত্যন্ত পেট কামড়ানি থাকিলে এবং ম্যাগনেসিয়ার অপব্যবহারহেতু হইলে কলোসিন্থ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, অথবা যদি স্নায়ুশূল যন্ত্রণা হয়, তাহা হইলে ক্যামোমিলাকে তাহার উপযুক্ত ঔষধ মনে করিবে।

ম্যাগনেসিয়া মিউর (Magnesia Mur)

ইহার অপর নাম ক্লোরাইড অব ম্যাগনেসিয়া (Chloride of Magnesia)। ইহা একটী বৃহৎ এন্টিসোরিক (deep acting antipsoric) ঔষধ। সচরাচর স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগের রোগেই অধিক ব্যবহার হয়, বিশেষতঃ হিষ্টিরিকেল স্ত্রীলোক এবং স্ক্রফিউলাস ধাতুগ্রস্থ শিশুদিগেতে উত্তম কার্য্য করে। হিষ্টিরিকেল হইলেও কিন্তু ইহার সহিত অধিকাংশ স্থলেই কোন না কোন প্রকার জরায়ু এবং যকৃতের রোগ সংযুক্ত থাকে।

ম্যাগনেসিয়া মিউর রোগী অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির এবং উদ্বিগ্নতাপূর্ণ, গোলমাল সহ্য করিতে পারে না। লবণাক্ত জলপানে কিংবা স্নানে রোগ বৃদ্ধি হয় এবং অস্বস্থি বোধ করে, বক্ষঃস্থলের কষ্ট, যকৃত, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি সমুদায় লক্ষণ অধিক হয় কিন্তু ব্রোমিনে সমুদ্রের অর্থাৎ লবণাক্ত জল হইতে উপকূলে আসিলে রোগ বৃদ্ধি হয় (Bromine has complaints in sailor when they come on shore and Mag Mur when going to sea).

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। কোষ্ঠকাঠিন্য—মল শক্ত, শুষ্ক, স্বল্প, গুট্‌লে গুট্‌লে ছাগলের নাদির ন্যায়, সহজে বহির্গত হয় না। মলদ্বারে বহির্গত হইতে হইতে ভাঙ্গিয়া যায় (crumbling at the verge of anus—(Amnon Mur, Nat. M.)। দন্তোদ্গমকালীন শিশুদিগের এই প্রকার কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায়।

২। যকৃত শক্ত, বৃহৎ এবং যন্ত্রণাযুক্ত। হাটাহাটিতে, স্পর্শে, এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি হয়।

৩। শিশু দন্তোদগমকালীন দুগ্ধ জীর্ণ করিতে পারে না। পাকাশয়ে যন্ত্রণা হয় এবং অজীর্ণ অবস্থাতেই বহির্গত হয়। শিশু ক্ষুদ্র পুঁয়ে পাওয়া, বালাস্থি বিকৃতি (Puny, Rachitic)।

৪। ঋতুস্রাব চাপ চাপ কাল পিচের ন্যায় এবং যন্ত্রণাযুক্ত।

৫। শ্বেতপ্রদর স্রাব—কাজকর্ম্ম এবং প্রত্যেক মলত্যাগের পর বৃদ্ধি হয়।

৬। স্ত্রীলোক হিষ্টিরিয়াপ্রবণ, জরায়ু রোগগ্রস্থ, যাহারা বহুদিন যাবৎ অজীর্ণ এবং পিত্তাধিক্য রোগে ভুগিতেছে তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে।

৭। মূত্রাশয়ের দুর্ব্বলতা বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে, নিম্নোদরে চাপ না দিলে মূত্র নির্গত হইতে চাহে না।

সাধারণ লক্ষণ

১। প্রত্যেক ছয় সপ্তাহে, কপালে এবং চক্ষুর চারি পার্শ্বে বিদীর্ণবৎ শিরঃপীড়া হয়। সঞ্চালনে এবং খোলা বাতাসে বৃদ্ধি হয়। শয়নে, জোরে চাপে এবং উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা জড়াইয়া রাখিলে উপশম হয় (সাইলিসিয়া)।

২। মুখে সর্ব্বদা সাদা সাদা ফেনা উঠে।

৩। পচা ডিম্ব অথবা পলাণ্ডুবৎ স্বাদযুক্ত উদগার উঠে।

৪। দন্তশূল—দাঁতে খাদ্যদ্রব্যের স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না।

৫। হৃৎকম্পন এবং হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণা উপবেশনকালীন বৃদ্ধি হয় এবং সঞ্চালনে উপশম হয় (জেলসিমিয়াম)।

হিষ্টিরিয়া এবং মানসিক লক্ষণ—ম্যাগনেসিয়া মিউর স্ত্রীলোকদিগের হিষ্টিরিয়া রোগে প্রায়ই প্রয়োগ হয় এবং দেখা যায় অধিব

ভোজনের পর অর্থাৎ মধ্যাহ্ন এবং রাত্রির আহারের পর অর্থাৎ যখন আমরা সাধারণতঃ অধিক আহার করিয়া থাকি গা বমি বমি করিয়া উদ্গার এবং কম্পন হইয়া হিষ্টিরিকেল মুর্চ্ছায় আক্রান্ত হয়। মুর্চ্ছাকালীন মুখমণ্ডল ফ্যাকাসেবর্ণ হয়, সবুজ এবং লাল আলো দেখে। সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে, উদ্গারে উপশম বোধ করে। জরায়ুতে যন্ত্রণা এবং সঙ্কোচন হয়, কোমরে ব্যথা এবং প্রদর স্রাব দেখা দেয়, রোগী অতিশয় উদ্বেগপূর্ণ এবং অস্থির প্রকৃতির গোলমাল সহ্য করিতে পারে না। অস্থিরতা এবং মানসিক উদ্বিগ্নতা সচরাচর মানসিক পরিশ্রমে এবং রাত্রিতে নিদ্রাকালীন বৃদ্ধি হয়। রোগীর পাকস্থলী হইতে গুল্মবায়ুবৎ বায়ুর গোলা গলায় ঠেলিয়া ওঠে, ইহা উদ্গারে উপশম হয় (ইহা উদরে বায়ু সঞ্চার হেতু হইয়া থাকে)।

শিরঃপীড়া হয় এবং রোগীর মনে হয় মাথার ভিতর যেন ফুটন্ত গরম জল রহিয়াছে অথবা মস্তকের সমুদায় অংশ অসাড় হইয়া গিয়াছে। হস্তদ্বারা জোরে চাপ দিলে কিংবা কাপড় জড়াইয়া রাখিলে উপশম হয়।

ডাক্তার গারেন্সি ম্যাগনেসিয়া মিউরের হিষ্টিরিয়া সম্বন্ধে একস্থানে লিখিতেছেন—Mag Mur is one of the most important remedies in Hysterical condition—sleeplessness, the characteristic constipation and frequent fainting attacks and which seem to start from the stomach are his main indication for it অর্থাৎ হিষ্টিরিয়ার ফিট পাকস্থলী হইতেই আরম্ভ হয় এবং তৎসহিত কোষ্ঠকাঠিন্য, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে।

ম্যাগনেসিয়া মিউরে কয়েকটি লক্ষণের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়—তাহা হইতেছে জরায়ুর দোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, যকৃৎ বিবৃদ্ধি এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে অক্ষমতা, ইহা পরস্পরের সহিত পরস্পর সংযোগ থাকে। ডাক্তার ক্লিফটন মাসিক হোমিওপ্যাথিক রিভিউয়ের ২১ সংখ্যায় পর পর ৮টি রোগীর বিবরণ দিয়াছেন এবং সমুদায়গুলিই স্ত্রীলোকদিগের হইয়াছিল।

কোষ্ঠকাঠিন্য—ম্যাগনেসিয়া মিউরকে পাকস্থলীর রোগ সম্বন্ধে ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিলেই হয়, কারণ ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের উদরাময়, অজীর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ যেমন অধিক, ম্যাগনেসিয়া মিউরে কোষ্ঠকাঠিন্য

তেমন অত্যন্ত প্রবল। মলত্যাগে অত্যন্ত কষ্ট হয়, মল শক্ত, গুটলে গুটলে ছাগলের নাদির ন্যায়, অত্যন্ত শুষ্ক, মল নির্গত হইবার সময় মল বহির্গত হইতেই ভাঙ্গিয়া যায়। (The stools are hard, difficult, slow, insufficient, knotty, like sheeps dung and crumble at the verge of anus—Ammon Mur, Nat. M.)। ম্যাগনেসিয়া মিউরের কোষ্ঠকাঠিন্য একটি বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। অনেক স্থলে ইহার উপরই ঔষধের নির্ব্বাচন নির্ভর করে। জরায়ু রোগের সহিত এই প্রকার কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ম্যাগনেসিয়া মিউর তাহার একটি অব্যর্থ ঔষধ জানিবে।

দন্তোদ্গমকালীন শিশুদিগের কোষ্ঠকাঠিন্যে ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের ন্যায় সাদা খড়িমাটির ন্যায় মল হয় (constipation of infants during dentition, chalky stools like—Mag. Carb).

ঋতুস্রাব—ম্যাগনেসিয়া মিউরের ঋতুস্রাবও ম্যাগনেসিয়া কার্ব্বের ন্যায় রাত্রিতেই বৃদ্ধি হয়। ঋতুস্রাব ঘোর কাল পিচের ন্যায়, চাপ চাপ যন্ত্রণাযুক্ত (black pitch like, colotted)। ভ্রমণকালীন কোমড়ে এবং উপবেশনকালীন জানুদ্বয়ে বেদনা হয়। ম্যাগনেসিয়া মিউরে ঋতুস্রাব কিংবা জরায়ু গোলযোগের সহিত উক্ত প্রকার কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে, ইহা এই ঔষধের বিশেষত্ব বলিলেই হয়।

যকৃত—যকৃতের রোগের ম্যাগনেসিয়া মিউর একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যকৃৎ বৃহৎ এবং শক্ত হয় ও নিম্নোদর ফুলিয়া উঠে, গাত্রত্বক পীত আভাযুক্ত হয়, যকৃতের যন্ত্রণা থাকে, স্পর্শে, হাঁটাহাঁটিতে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি হয় (মার্কিউরিয়াস)। জিহ্বা বৃহৎ পীতলেপাবৃত এবং দন্তের চাপে জিহ্বাতে দাগ বসিয়া যায় (takes the imprint of teeth)। Portal circulation অর্থাৎ যকৃত প্রদেশে রক্তসঞ্চালনের দোষহেতু পদদ্বয় প্রায় ফুলিয়া উঠে, হৃৎস্পন্দন এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয়। শেষোক্ত লক্ষণ দুইটী যকৃতের গোলযোগ হইতে উত্থিত প্রত্যাবৃর্ত্ত লক্ষণ (reflex symptom) ব্যতীত এইরূপ স্থলে আর কিছুই হইতে পারে না। এতদ্বিষয়ে ম্যাগনেসিয়া মিউরের সহিত মার্কিউরিয়াস সলের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়, কারণ উভয়

ঔষধেই দন্তের চাপে জিহ্বাতে দাগ হয় এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে যকৃতের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় কিন্তু মার্কিউরিয়াসে ম্যাগনেসিয়া মিউরের ন্যায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে না বরং কুন্থনযুক্ত উদরাময়, আমাশয় কিংবা ছাইএর ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট (grey or ashy colour) মল থাকে, ইহা ব্যতীত মার্কিউরিয়াস সল যকৃতের তরুণ রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয়। ম্যাগনেসিয়া মিউর পুরাতন রোগে অধিক নির্ব্বাচিত হয় (Mercurius is best adapted to acute affectious of this organ (liver). Mag. Mur is more to the chronic)।

টেলিয়া (Ptelea)—ইহাও একটি যকৃতের রোগের ঔষধ কিন্তু ইহাতে বামপার্শ্বে শয়নে যকৃতের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় এবং দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে উপশম হয়।

দন্তশূল—দাঁতে খাদ্যদ্রব্যের স্পর্শ লাগিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়।

শৈশব যকৃত (Infantile Liver)—যে সমুদায় শিশুর উপযুক্তরূপে শরীরের বৃদ্ধি (growth) হয় না, ক্ষুদ্র, শুষ্ক এবং পুঁয়ে পাওয়া এবং চর্ম্মরোগ-বিশিষ্ট তাহাদিগের যকৃত বৃদ্ধিতে প্রায়ই ম্যাগনেসিয়া মিউর নির্ব্বাচিত হয়। অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, এমন কি ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত মলত্যাগ হয় না (Frequently we find Mag. Mur indicated in the enlarged liver of children who are puny in their growth in the rachitic. They suffer too from skin affections)। ম্যাগনেসিয়া মিউরের চর্ম্মরোগের বিশেষত্ব আছে—ইহাতে যে চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায় তাহাকে ইংরাজীতে tinea ciliaries বলে অর্থাৎ চুলের গোড়াতে বিশেষভাবে অক্ষিপুটে একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি হয় এবং ফুস্কুড়িযুক্ত স্থানের চুল পড়িয়া যায়, এতদ্ব্যতীত চুলের চারি পার্শ্বে মামড়ি অর্থাৎ আঁসযুক্ত (scaly eruptions) ফুস্কুড়ি দেখা দেয় এবং ঘা হয় ও তদস্থলের চুলও পড়িয়া যায়। এই প্রকার অবস্থার সহিত মুখমণ্ডলেও ফুস্কুড়ি (Pimples) হয়। নাসিকা লালবর্ণ হয় এবং ফুলিয়া উঠে এবং তদসহিত নাসারন্ধ্রে ক্ষয়কারক ক্ষত দেখা দেয় ও এতদ লক্ষণের সহিত পদদ্বয়ে ঘর্ম্ম বর্ত্তমানে থাকে।

পদদ্বয়ের ঘর্ম্ম সাইলিসিয়াতেও বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং সাইলিসিয়ার সহিত ম্যাগনেসিয়া মিউরের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্যও রহিয়াছে উভয় ঔষধই স্ক্রফিউলাস রোগীতে উত্তম কার্য্য করে, উভয় ঔষধেই পদদ্বয়ে ঘর্ম্ম হয়। যকৃত বৃদ্ধি হয়, শিশু বালাস্থিবিকৃতি হয়। নাসিকায় ক্ষয়কারক ক্ষত হয়। শিরঃপীড়া গরম কাপড় শক্ত করিয়া জড়াইলে উপশম হয় কিন্তু সাইলিসিয়ার পদদ্বয়ে এবং মস্তকে ঘর্ম্ম দুর্গন্ধযুক্ত—এই লক্ষণেই এই দুইটি ঔষধ পৃথক হইয়া গিয়াছে।

হৃৎস্পন্দন ও মুত্রাশয়ের রোগ—ম্যাগনেসিয়া মিউরে কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ উভয়েরই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হয় এবং এই হৃৎস্পন্দনের আবার বিশেষত্ব যে, যখন রোগী স্থির থাকে তখন বৃদ্ধি হয়। যখন এদিক ওদিক পায়চারি করে তখন উপশম হয়। (A general characteristic of Mag. Mur belonging to either men or women, is palpitation of heart, which is worse when the patient is quiet and better from moving about) ইহা ব্যতীত আর একটি অস্বাভাবিক লক্ষণ আমরা প্রায়ই অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে দেখিতে পাই তাহা হইতেছে নিম্নোদরে চাপ না দিয়া প্রস্রাব করিতে অক্ষমতা (inability to pass urine without pressing the abdominal walls)। মুত্রাশয়ের শক্তি অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যায়। কাজে কাজেই মূত্রাশয়ে চাপ না দিলে প্রস্রাব বহির্গত হয় না। এমন কি সময় সময় এত অধিক হয় যে স্রাবের বেগ অনুভব করিতেই পারে না এবং এই দুর্ব্বলতা মূত্রপথ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

জরায়ু আক্ষেপ—জরায়ু অক্ষেপ (uterine spasm) ম্যাগনেসিয়া মিউরের প্রয়োগ সময় দেখা যায় কিন্তু কলোফাইলাম এবং সিমিসিফিউগাকে এতদ্ বিষয়ে সচরাচর প্রাধান্য দেওয়া হয়। ডাক্তার ফ্যারিংটন এ বিষয়ে কলোফাইলমকেই সর্ব্বোচ্চস্থান প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি বলেন একমাত্র সিকেলি ব্যতীত জরায়ুর এই প্রকার অবিরাম আক্ষেপ অবস্থা উৎপন্ন করিতে পারে কলোফাইলাম ছাড়া আমি আর কোন ঔষধ জানি না (I know of no other drug that produces such conti-

nued spasmodic condition of the uterus unless it be Secale—Dr. Farrington).

শিরঃপীড়া—শিরঃপীড়া প্রত্যেক ৬ সপ্তাহে কপালে এবং চক্ষুর চারিধারে হয়। মনে হয় যেন কপাল ফাটিয়া যাইবে। নাড়াচাড়ায় এবং খোলা বাতাসে বৃদ্ধি হয়। শয়নে জোরে চাপ দিলে এবং উষ্ণ কাপড় জড়াইয়া রাখিলে উপশম হয় (সাইলিসিয়া)

শ্বেতপ্রদর—শ্বেতপ্রদর স্রাব পরিশ্রমের পর এবং বিশেষতঃ প্রত্যেক মলত্যাগকালীন কিংবা প্রাতঃকালে প্রস্রাব ত্যাগের পর হয়। সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর আক্ষেপ বর্ত্তমান থাকে এবং তৎপর জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হয়। প্রায়ই মাসিক ঋতুস্রাবের দুই সপ্তাহ পর শ্বেতপ্রদর দেখা দেয় এবং ৩।৪ দিবস থাকে (বভিষ্টা, কোনায়ম)।

পরিপাক ক্রিয়া—সন্ধ্যার সময় পাকাশয় প্রদাহ হয়। খাদ্যদ্রব্য সহজে পরিপাক হয় না। ইহা ম্যাগনেসিয়া মিউরের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। পাকস্থলী, ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া আইসে কিছুই হজম হয় না। আহার করিলেই কষ্ট হয়। দুর্গন্ধ পচা ডিম্বের স্বাদযুক্ত উদ্গার উঠে। যখন সহজে শিশুদিগের দন্তোদ্গম হয় না শিশু দুগ্ধজীর্ণ করিতে পারে না (during difficult dentition, unable to digest milk) পাকস্থলীতে যন্ত্রণা হয় এবং অজীর্ণ অবস্থাতেই দুগ্ধ বহির্গত হইয়া পড়ে। শিশু ক্ষুদ্রকায়, কৃশ এবং বালাস্থি বিকৃতি (Puny, delicate and rachitic)।

প্রয়োগবিধি

ডাইলিসন—৩০ এবং উচ্চ ক্রমই অধিক প্রয়োগ হয়।

সমগুণ ঔষধ—ক্যামোমিলা (শিশুদিগের রোগে)।

রোগেরবৃদ্ধি—আহারের অব্যবহিত পর, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে, সমুদ্র স্নানে।

রোগের উপশম—চাপে, সঞ্চালনে, মুক্ত খোলা বাতাসে (শিরঃপীড়া ব্যতীত)।

আইওডিন (Iodine)

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং শীর্ণতাসহ নিস্তেজ ধাতু বিকৃতি (Scrofulous diathesis, low cachectic condition with profound debility and great emaciation).

২। সিঁড়িতে উপরে উঠিতে ভীষণ দুর্ব্বলতা এবং শ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট হয়। (Remarkable and unaccountable sense of weakness and loss of breath on going upstairs).

৩। অত্যন্ত ক্ষুধা, সকল সময় খাই খাই করে এবং পুনঃ পুনঃ খায় কিন্তু ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে, গায়ে মাংস ধরে না (Ravenous hunger, eats often and much, but loses flesh all the time).

৪। আহারের পর কিংবা আহার কালীন উপশম বোধ করে (feels relieved after eating or while eating).

৫। শক্ত কঠিন গলগণ্ড (Goitre).

৬। প্রচুর জরায়ু রক্তস্রাব এবং জরায়ুর কর্কট রোগ। (Profuse uterine haemorrhages and cancer of uterus)

৭। পুরাতন শ্বেত প্রদর, প্রচুর স্রাব হয় এবং এত অধিক ক্ষয়কারক যে কাপড়ে লাগিলে কাপড় খাইয়া ছিদ্র হইয়া যায়।

(Chronic leucorrhoea, which is abundant and so corrosive as to eat holes in the linen).

৮। গ্রন্থি স্ফীতি বিশেষতঃ মধ্যান্ত্র এবং গলদেশের (swelling of glands, especially mesenteric and thyroid).

৯। কৃত্রিম ঝিল্লি বিশিষ্ট ঘুংড়ি কাশি, শুষ্ক, সাঁই সাঁই কড়াত চালনা শব্দযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস। শিশু কাশি কালীন গলা চাপিয়া ধরে। ইহা বিশেষতঃ কৃষ্ণ বর্ণ চক্ষু এবং চুল বিশিষ্ট বালকদিগের পক্ষে ভাল কাজ করে। (membranous croup wheezing, sawing respiration, dry barking cough, specially in children with dark eyes and hairs, child grasps the throat with the hand when (coughing).

১০। সাধারণতঃ উষ্ণ গৃহে রোগের বৃদ্ধি। অতি ক্ষুধা, আহারান্তে উপশম এবং তৎসহ ক্রমশঃ শরীরের শীর্ণতা। (aggravation in general from warm room, the remarkable hunger relieved by eating with progressive emaciation is the first importance).

উপরোক্ত লক্ষণের মধ্যে ইহাই (অর্থাৎ উষ্ণ গৃহে রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি) সর্ব্ব প্রধান বিশেষত্ব।

সাধারণ লক্ষণ

১। হৃৎস্পন্দন সামান্য পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়। (ডিজিটালিস। সামান্য মানসিক পরিশ্রমে—ক্যালকেরিয়া আর্স।)

২। মনে হয় হৃৎপিণ্ড যেন জোরে সঙ্কুচিত করা হইতেছে।

৩। কোষ্ঠ কাঠিন্য মলত্যাগের বৃথা চেষ্টা, শীতল দুগ্ধ পানে উপশম।

৪। ফুস্‌ফুসের নিম্নে চুলকানি উৎপন্ন হইয়া কাশি প্রকাশ পায়।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—আইওডিনের প্রধান কার্য্যই হইতেছে শোষণ (absorption)। ইহার শোষণ ক্রিয়া অত্যন্ত অধিক এবং গ্রন্থির উপরই বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়। তদহেতুই এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ কোন স্থানের গ্রন্থি স্ফীত হইলেই কথায় কথায় আইওডিন টিংচার প্রলেপ দিতে ব্যবস্থা দেন। উহা যে কেবল গ্রন্থির উপরই কার্য্য করে তাহা নয়, অন্যান্য টিসু সমূহেতেও এমন কি স্নায়বীক বিধানের (nervous structures) উপরও ইহার কার্য্য বিস্তারিত হয়। কাজে কাজেই কোন ব্যক্তি আইওডিন দ্বারা বিষাক্ত হইলে শীর্ণতা অর্থাৎ শুষ্কতা (emaciation) লক্ষণ অত্যন্ত পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পায়। স্ত্রীলোক হইলে তাহার স্তনের গ্রন্থি (mamary gland) এবং ডিম্বাশয় (ovaries) শুষ্ক হইয়া যায়। পুরুষ হইলে তাহার অণ্ডকোষ (testicles) শুষ্ক হইয়া যায় এবং সঙ্গম ক্রিয়ার ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। শরীরের চর্ম্মও পর্য্যন্ত ঘোর পীত বর্ণ (tawny) এবং শুষ্ক হইয়া আইসে। চক্ষুর স্বচ্ছাবরকে (sclerotica) মুখমণ্ডল এবং শরীরের নানা স্থানে পীতবর্ণ দাগ প্রকাশ পায়। ক্ষুধা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় সকল সময় খাই খাই করে এবং ক্ষুধা আহারে উপশম হইলেও কিন্তু রোগী ক্রমশঃ শীর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে অর্থাৎ রোগী যতই আহার করুক না কেন ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে। আইওডিনের ইহা একটি বিশিষ্ট লক্ষণ জানিবে। আহারে যে কেবল ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় তাহা নয়, শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং ব্যাধি পর্য্যন্ত আহার কালীন উপশম বোধ করে। এই প্রকারে ধীরে ধীরে অল্প সময়ের মধ্যে সমুদায় স্নায়বিক বিধান আক্রান্ত হয় এবং ক্রমশঃ কম্পন (tremor) আসিয়া উপস্থিত হয়। কাজে কাজেই সামান্য ঘটনাতেই রোগী nervous ও উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং কাঁপিতে থাকে। আইওডিন রোগী খোলা বাতাস অধিক পছন্দ করে, আইওডিনের অপব্যবহার হেতু উপরিউক্ত অবস্থায় হেপার সালফার একটি উৎকৃষ্ট বিষঘ্ন ঔষধ। কোন কোন স্থানে সালফারও দেওয়া হইয়া থাকে।

মানসিক লক্ষণ—আইওডিন রোগী অত্যন্ত ব্যস্ত, অল্পতেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে, বিষাদ পূর্ণ, খামখেয়ালী হঠাৎ যা তা কাজ করিয়া ফেলিতে উদ্যত হয় এবং সমুদায় কার্য্যেই যেন তাড়াতাড়ি ভাব। আইওডিন রোগীর এই প্রকার ব্যস্ততা মানসিক এবং শারীরিক উভয়েতেই প্রকাশ পায়—স্থির হইয়া একদণ্ড থাকিতে পারে না—স্থির হইয়া থাকিলে যেন সমুদায় শরীরময় একটা কম্পনের অনুভূতি প্রকাশ পায়—শরীরের সঞ্চালন কিংবা স্থানের পরিবর্ত্তণ না করিলে অর্থাৎ শরীরকে না নাড়াইলে ইহার উপশম হয় না। কাজে কাজেই আইওডিন রোগী অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির। যতই স্থির হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে ততই উদ্বিগ্নতা (anxiety) বৃদ্ধি হইবে, এবং স্থির হইয়া থাকিলে মনে নানান প্রকার impulse আসিয়া তোলপার করিয়া ফেলে—সমুদায় জিনিষ পত্র ছিঁড়িয়া ছুড়িয়া ফেলিবে, কাহাকে খুন করিবে অথবা নিজকে হত্যা করিবে এইরূপ অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার উপস্থিত হয়—কাজে কাজেই আইওডিন রোগী সর্ব্বদা দিন রাত পায়চারি করিতে থাকে। আইওডাইড অফ পটাসিয়াম (Iodide of potassium) রোগীও এইরূপ সর্ব্বদা পায়চারি করে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে আইওডাইড অফ পটাসিয়াম রোগী বহুদূর চলাফেরা করিতে পারে অথচ ক্লান্ত হয় না কিন্তু মানসিক উদ্বিগ্নতার শান্তি বোধ করে। আর আইডিন রোগী অল্পতেই অতি সহজেই অল্প চলা ফেরাতেই ক্লান্ত এবং ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পড়ে।

আইডিন রোগীর ন্যায় impulsive অর্থাৎ মানসিক আবেগ অনেকটা আর্সেনিক এবং হেপারেও দেখিতে পাওয়া যায়। আর্সেনিক এবং হেপার রোগী বিরক্তের কোন কারণ নাই অথচ খুন করিতে উদ্যত হয়। আওডিন, আর্সেনিক এবং হেপার ইহাদের পার্থক্য নিরূপণে কোন ভ্রম হওয়া উচিত নয়—কারণ আইডিন রোগী উষ্ণ শোণিত (warm blood) ধাতুযুক্ত আর আর্সেনিক এবং হেপার শীতকাতুরে (chilly)। আইওডিন রোগী উত্তাপ সহ্য করিতে পারেনা, আর্সেনিক এবং হেপার উত্তাপ পছন্দ করে যে impulse এর কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি ইহা হঠাৎ আইসে। ক্রোধ বিরক্তির কিংবা কোন কারণের সহিত সংস্রব নাই, হঠাৎ করিয়া বসে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে—"আমি কিছুই জানি না।" ইহাকে

উন্মাদের লক্ষণ বলা যাইতে পারে। হেপারে এইরূপ উল্লিখিত আছে— নাপিত ক্ষৌর কার্য্য করিতে করিতে হঠাৎ মানসিক impulse এ গলা কাটিয়া ফেলিল। নাক্সভমিকা রোগী নিজের সন্তানকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিল, স্বামীকে খুন করিয়া ফেলিল। হঠাৎ মনে একটি impulse এর উদয় হইয়া মনকে উন্মাদ করিয়া তোলে রোগী আত্মকর্তৃত্বহীন হইয়া পড়ে। আইওডিন রোগীর এতদসমুদায় impulse স্থির হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই অধিক বৃদ্ধি হয় এবং মনকে তোলপার ও উদ্বিগ্ন করিয়া ফেলে। কাজে কাজেই রোগীকে সর্ব্বদা চলা ফেরা করিতে হয় অথবা ব্যস্ত থাকিতে হয়। যদি তাহাকে বলা হয় বিশ্রাম কর, "শরীর খারাপ হইয়া গিয়াছে"। রোগী বলে আমি ব্যস্ত আছি, তাই বাঁচিয়া আছি, যে দিন বিশ্রাম গ্রহণ করিব সেই দিন মৃত্যু হইবে।"

আইওডিন রোগীতে ইহাও দেখা যায় অত্যন্ত স্মরণ শক্তি হীন, কোন কথা মনে রাখিতে পারে না, অল্পতেই ভুলিয়া যায়।

থাইসিস—Phthisis pulmonalis এ আইওডিনকে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। অল্পবয়স্ক বারস্ত প্রকৃতির যুবকদিগের যাহাদিগের বক্ষঃস্থলে পুনঃ পুনঃ রক্তাধিক্যের সঞ্চার হয় (frequent congestion of the chest) এবং যাহারা নিয়মিত আহারাদি সত্বেও ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। এই প্রকার রোগীর কাশি সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে এবং সমুদায় বক্ষঃস্থল কিংবা ফুসফুসের নিম্নপর্য্যন্ত সুড় সুড় করিয়া কাশির উদ্রেক হয় এবং রোগী উষ্ণ গৃহ (warm room) সহ্য করিতে পারে না। আইওডিন রোগীর গরমে সমুদয় লক্ষণই বৃদ্ধি হয়—ইহা এই ঔষধের একটি বিশেষত্ব। গয়ের রক্তমিশ্রিত এবং চট্‌চটে, বক্ষঃস্থল অত্যন্ত দুর্ব্বল সামান্য শ্বাসপ্রশ্বাসে বিশেষতঃ উপরে উঠিতে হাঁপাইয়া পরে। (There is a remarkable and unaccountable sense of weakness and loss of breath on going up stairs)। রোগীর ক্ষুধা খুব ভালই থাকে এবং আহারে সমুদয় লক্ষণের উপশম হয় কিন্তু তথাপি দিন দিন শীর্ণ হইতে থাকে—উক্তপ্রকার বারস্ত প্রকৃতির যুবকদিগের Phthisis এর ফসফরাসও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু আইওডিন এবং ফসফরাস রোগীর শীর্ণতা বিষয়ে

প্রভেদ আছে। ফসফরাসে আহারাদিসত্ত্বেও শীর্ণতা বিশেষ পরিজ্ঞাপক লক্ষণ নয়।

হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধিতেও আইওডিনের ব্যবহার হয়। সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেতেই হৃৎস্পন্দন হয়। (সামান্য মানসিক পরিশ্রমে হৃৎস্পন্দন হয়—ক্যালকেরিয়া আর্স)

ডাক্তার হিউজেস বলেন—Its potent action on the lungs, its modifying influence over scrofula and the hectic character its emaciation and fever would make it from a Homeopathic point of view the most hopeful of remedies for this disease—ফুস্‌ফুস্‌, স্ক্রফিউলা, শীর্ণতা ইত্যাদির উপর ইহার যে প্রকার কার্য্য আছে, তাহাতে আইওডিন যে যক্ষ্মাকাশের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ হইবে তাহা সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত। ডাক্তার কাফকা বলেন—অল্প বয়স্ক হৃষ্টপুষ্ট যুবকদিগের গণ্ডমালা ধাতু হেতু ক্ষয়কাশি হইলে আইওডিনই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ—(more than any other remedy it affects curative result, specially if tuberculosis is the result of scrofulosis in the case of young and robust individuals) ডাক্তার টিসিয়ার এবং জুসেট (Tessier and Jouset) ক্ষয় কাশে সালফার এবং আইওডিন উচ্চক্রম কিছুদিন নিয়মিতরূপে প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন, কডলিভার তৈলে আইওডিন বর্ত্তমান আছে বলিয়াই যক্ষ্মাকাশের ইহা এক বিশেষ আনুসাঙ্গিক ঔষধ এবং তদহেতু সকলপ্রকার চিকিৎসকই ইহার ব্যবস্থা অনুমোদন করেন। হৃৎপিণ্ডকে অত্যন্ত শক্ত করিয়া ধরিয়া চিপিয়া ফেলিতেছে এইরূপ মনে হয়। সময়ে সময়ে আবার হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল অনুভব হয়, মনে হয় কিছুই নাই (goneness) সম্পূর্ণ অবসন্ন ভাব। রোগী এত অধিক দুর্ব্বল হয় যে কথা বলিতে কিম্বা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না। বিড়ালের ঘড় ঘড় শব্দকালীন হস্ত দ্বারা টোকা দিলে যে প্রকার শব্দ হয় হৃৎপিণ্ডের উপর ঠিক সেই প্রকার সূক্ষ্ম কম্পন শব্দের অনুভূতি হয়।

স্পাইজেলিয়াতেও হৃদপিণ্ডের উপর ঠিক উক্ত প্রকার কম্পন শব্দ হয়।

নিউমোনিয়া—নিউমোনিয়াতে আইওডিনের প্রয়োগ অনেক স্থলে দেখা যায় এবং কেহ কেহ ইহাকে ভিরেট্রাম ভিরেডি, ফসফরাস ইত্যাদির

নিম্নেই স্থান দিয়াছেন। ১৯৪০ সালে বিলাতে যে হোমিওপ্যাথিক কংগ্রেস হয়, তাহাতে নিউমোনিয়ার বিষয় আলোচনাকালীন ডাক্তার বডমেন (Dr. J. H. Bodman) বলেন—In cases which did not abort under Veratrum Viride and Phosphorus in the course of a day or two and where there was evidence of consolidatien, he thought that in the majority of cases it was great help to turn to Iodine. He used the 3× tincture। তিনি আরোও বলেন—"There was the case of a school sometime ago where there was an epidemic of Pneumonia, about half the cases were under homœopathic treatment and the reminder under allopathic. In the case of those under Homæopathy Iodine was the principal remedy employed and the nurses were struck by the much better progress that they made. In ono of the most threatening cases that he had seen in a child the temperature dropped to normal within twenty four hours atter Iodine was given. কিন্তু নিউমোনিয়ায় আমরা এই ঔষধের প্রয়োগ খুব বেশী দেখিতে পাই না। আইওডিন বিশেষতঃ নিউমোনিয়ায় যখন plastic exudation আরম্ভ হয় তখন প্রায় প্রয়োগ হইয়া থাকে। অত্যন্ত কাশি এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসেরও কষ্ট হইতে থাকে, মনে হয় বক্ষঃস্থল যেন প্রসারণ হইবে না (chest wauld not expand) এবং ফুসফুসের কতক অংশ শক্ত হইয়া আইসে। নিউমোনিয়ার শেষ অবস্থায় যখন পুঁজোৎপাদনের সহিত বিলেপী জ্বর (hectic fever) এবং শীর্ণতা (emaciation) উপস্থিত হয় তখনও আইওডিন প্রয়োগ হয় এবং রোগী উষ্ণ ঘর অপেক্ষা খোলা ঠাণ্ডা বাতাস অধিক পছন্দ করে।

গ্রন্থি বিবৃদ্ধি (Eelargement of glands)—আইওডিন গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ (scrofulous) লোকের বিশেষ উপযুক্ত ঔষধ এবং তাহাদিগের প্রতি ইহা উত্তম কার্য্য করে। ইহাতেও গ্রন্থিসমূহ অত্যন্ত শক্ত এবং বিবৃদ্ধি হয় কিন্তু ব্রোমিন এবং কার্ব্ব এনামেলিস হইতে ইহার বিশেষত্ব যে আইওডিনের গ্রন্থির বিবৃদ্ধির সহিত প্রায়ই কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকে না। গ্রন্থি

অত্যন্ত শক্ত এবং বিবৃদ্ধি হয় অথচ যন্ত্রণাশূন্য এবং আইওডিনের গ্রন্থির স্ফীতির আর একটি বিশেষত্ব যে অত্যন্ত torpid এবং sluggish প্রকৃতির। (There is a chracteristic of Iodine which is universal and that characteristic is torpidity and sluggishness, the very indolence of the disease is suggestive of Iodine) ইহাতে যে প্রকার গ্রন্থি বিবৃদ্ধি হয় আবার সেই প্রকার গ্রন্থি অত্যন্ত শুষ্কতা প্রাপ্তও হয়। স্ত্রীলোকের স্তন এবং পুরুষের অণ্ডকোষ শুষ্ক হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ বালকবালিকা যাহাদিগের পুনঃ পুনঃ আহার করা সত্ত্বেও শরীর শীর্ণ হইতে থাকে তাহাদিগের প্রতি আইওডিন অধিক নির্ব্বাচিত হয়। আইওডিনের ইহাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। এই প্রকার শিশু সকল সময় খোলা বাতাসে ভাল থাকে, আবদ্ধ কিংবা উষ্ণ ঘরে বৃদ্ধি হয়। Mesenteric গ্রন্থিসমূহ বৃদ্ধি হইয়া tabes mesenterica রোগে পরিণত হয় এবং শিশুদিগের tabes mesentericaর মধ্যান্ত্রিক ক্ষয়রোগের (wasting of the body in consequence of scrofulous disease of mesenteric glands) আইওডিন একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আইওডিন রোগীতে প্লীহা, যকৃৎ, ডিম্বাশয়, অণ্ডকোষ, লসিকা গ্রন্থি, গ্রীবাদেশের গ্রন্থি ইত্যাদি সমুদয় বিবৃদ্ধি এবং শক্ত হয় কিন্তু একমাত্র স্তনের গ্রন্থি বৃদ্ধি না হইয়া ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। আইওডিনে নিম্নোদর এবং মধ্যান্ত্রপ্রদেশের গ্রন্থি অধিক আক্রান্ত হয় (The enlargement of glands is specially observed among the lymphatic glands of the abdomen, the mesenteric glands).

গলগণ্ড (Goitre)—স্মরণাতীতকাল হইতে আইওডিন গলগণ্ডের (goitre) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধরূপে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। ভৈষজ্য-বিজ্ঞান পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় ইহার দ্বারা নূতন এবং পুরাতন সকল প্রকার গলগণ্ড আরোগ্য হয়। উক্ত বিষয় ডাঃ গুলন (Dr. Goullone) খুব স্পর্দ্ধার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, একটি ১৫ বৎসরের পুরাতন গলগণ্ড, শিশুর মস্তক সদৃশ বৃহৎ, আইওডিন ৬ ক্রম ৫ মাস ক্রমান্বয় ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরাগ্য হয়। এই প্রকার বহু আরোগ্য সংবাদ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। Dr. Lippe বলেন—গলগণ্ডে ইহা পূর্ণিমার পর অথবা চন্দ্রের ক্ষয় প্রাপ্তি কালীন প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। Dr. Nash অনেক গলগণ্ড

রোগী c. m. ক্রম প্রত্যেক রাত্রিতে একবার করিয়া চার রাত্রি এই প্রকার প্রয়োগে আরোগ্য করিয়াছেন।

উপদংশ—উপদংশের আইওডিন Iodide of Potassium* রূপে ব্যবহারে বেশ ফল পাওয়া যায়। মার্কিউরিয়াস সল এবং নাইট্রিক্ এসিড যেমন উপদংশের প্রথম অবস্থায় উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিচিত, সেই প্রকার পটাসিয়াম আইওডাইড উপদংশের tertiary অবস্থায় অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

উদরাময়—আইওডিনের উদরাময় এক অদ্ভুত প্রকৃতির। মল সাদা ঘোলের ন্যায় (white whey like)। প্লীহা বিবৃদ্ধি, শক্ত এবং স্পর্শাধিক্য (sensative to touch) সঙ্গে সঙ্গে যকৃতের কার্য্যও গোলমাল হয়, কারণ মল সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণ—ইহা Pancreasএর রোগবশতঃই উৎপন্ন হয় বলিয়া মনে হয়, কারণ আইওডিনের অন্যান্য গ্রন্থির ন্যায় pancreatic glandও আক্রান্ত হয়। যক্ষ্মা কিংবা শীর্ণতা (phthisis and marasmus) রোগসহ উদরাময়েও আইওডিন প্রয়োগ হইয়া থাকে। স্ক্রফিউলাস ধাতুগ্রস্থ শীর্ণ শিশুদিগের পুরাতন প্রাতঃকালীন উদরাময়ের আইওডিন একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ডিম্বাশয় শোথ—আইওডিনের শোষণ (absorption) গুণ আছে বলিয়াই ডিম্বাশয় শোথেও (ovarian dropsy) সময় সময় প্রয়োগ হয় কিন্তু ডিম্বাশয় শোথে এপিস, কলোসিন্থ ইত্যাদির প্রয়োগ প্রায়ই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আইওডিন প্রয়োগ করিতে হইলে আইওডিনের প্রধান লক্ষণগুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য এবং ইহা কিছু বেশী দিন ব্যবহার না করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না এবং অর্ব্বুদও (tumor) হ্রাস হয় না। স্ত্রী জননেন্দ্রিয় গ্রন্থির প্রদাহ, বিবৃদ্ধি (induration and inflammation of the glands of the generative system) এবং জরায়ুর অর্ব্বুদ (tumor) ইত্যাদির আইওডিন একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এইরূপ স্থলেও ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে রোগী গণ্ডমালা (scrofulous) জাতীয় হইলেই অধিক ফল পাওয়া যাইবে। জরায়ু, ডিম্বাশয় ইত্যাদির tumorএ আইওডিন নির্ব্বাচিত হয়, যখন রোগীর ধাতুগ্রস্থ আইও-

ডিনের ন্যায় হয়। স্তনগ্রন্থি ঝুলিয়া পড়িলে আইওডিন প্রয়েগে উত্তম কার্য্য পাওয়া যায়, স্তনে মাংস উৎপন্ন হইয়া দৃঢ় করে (It has cured the dwindling of mammary glands and caused them to grow plump with an increase of flesh upon dwindling patients—Kent).

শ্বেতপ্রদর (**Leuc orrhoea**)—পুরাতন শ্বেতপ্রদরে আইওডিন অধিক নির্ব্বাচিত হয়। স্রাব পীতবর্ণ এবং ভীষণ ক্ষতকারক (carrosive) কাপড়ে দাগ লাগে এবং কাপড় খাইয়া যায়। ঋতুস্রাবকালীন অত্যন্ত প্রচুর স্রাব হয়। জানুদ্বয়ের চর্ম্ম হাজিয়া ক্ষত হইয়া যায়। আইওডিনের অন্যান্য লক্ষণ. পুনঃ পুনঃ ক্ষুধা, শীর্ণতা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগের আশু উপশম হয়।

কর্কট রোগ (**Cancer**)—জরায়ু এবং জরায়ু গ্রীবার কর্কট রোগেও আইওডিনের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় বিশেষতঃ প্রচুর রক্তস্রাব লক্ষণ (haemorrhage) বর্ত্তমান থাকিলে উত্তম কার্য্য করে এবং প্রত্যেক মলত্যাগকালীন রক্তস্রাব হয়।

হাইড্রাসটিস—জরায়ুর কর্কট রোগে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক উভয় প্রকারেই ব্যবহার হইয়া থাকে। কুক্ষি-প্রদেশে কিছুই নাই (goneness) এই ঔষধটিতে এই প্রকার লক্ষণ অত্যন্ত প্রকাশ থাকে এবং মলত্যাগের পর হৃদ্স্পন্দন হয়। আইওডিন এবং ব্রোমিন উভয়ের ক্ষতে (ulcer) প্রয়োগ দেখা যায়। আইওডিন বরং scrofulous জাতীয় ক্ষতে উত্তম কার্য্য করে, ক্ষতের ধারগুলি স্পঞ্জের ন্যায় হয় এবং যে স্রাব নির্গত হয় তাহা রক্তযুক্ত ক্ষতকারক (ichorous) কিংবা পুঁজসদৃশ। ব্রোমিনের ক্ষত পুতিগন্ধযুক্ত এবং গলিত (gangrenous)। ক্ষতের চারিধারের চর্ম্ম পীত আভাযুক্ত। এই প্রকার ক্ষতের ব্রোমিন একটি উপযুক্ত ঔষধ কিন্তু রোগী গণ্ডমালা (scrofulous) ধাতুগ্রস্থ হইলেই ভাল হয়।

ঘুংড়ি কাশি—কণ্ঠনালী এবং বায়ু নলীর (trachea) রোগের আইওডিন একটি অতি মূল্যবান ঔষধ বলিয়া পরিচিত, বিশেষতঃ শ্লৈষ্মিক পর্দ্দাযুক্ত ঘুংড়ি কাশিতে (membranous croup) ইহা স্পঞ্জিয়ার পরিবর্ত্তে

অনেক স্থলে প্রয়োগ হইয়া থাকে। ডাঃ এল্‌ব (Dr. Elb) প্রকৃত ঘুংড়ি কাশি (croup) হইয়াছে জানিতে পারিলেই সর্ব্ব প্রথমেই ৬ষ্ঠ ডাইলিউসন আইওডিন ব্যবহার করিতেন। তিনি ইহা প্রয়োগে ভৌতিক সদৃশ ফল পাইতেন যেন জলন্ত অগ্নিতে জল নিক্ষেপ করা হইত। (Like the sudden subsidence of a storm, Dr. Elb writes—so wondetfully quick is its action, the anxiety and imminent suffocation and whistling cough ceases as if by magic and the dyspnoea becomes so much diminished that we may safely wait an hour before giving a dose of Aconite, which speedily procures remission of tho fever with perspiration. He then continues the two every hour alternately). উদ্বিগ্নতা, শ্বাসকষ্ট, সিসযুক্ত কাশি সমুদয় মুহূর্ত্তের মধ্যেই হ্রাস হইয়া যায় এবং তৎপর তিনি একোনাইট এবং আইওডিন প্রতি ঘণ্টায় পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহা ব্যতীত ডাঃ আরনল্ড এবং ড্রেক (Dr. Arnold and Drake) রোগ অত্যন্ত ভীষণ হইলে আইওডিনের আঘ্রাণ লইতেও ব্যবস্থা দেন। শিশু শ্বাসকষ্টের জন্য হাত দিয়া গলা চাপিয়া ধরে।

শিরঃপীড়া—আইওডিন মস্তকের কষ্ট যন্ত্রণাতেও ব্যবহার হয় কিন্তু ইহার বিশেষত্ব যে রোগী শারীরিক এবং মানসিক উদ্বিগ্নতা সঞ্চালনে উপশম বোধ করে অথচ শিরঃপীড়া কিংবা মস্তকের যন্ত্রণা—সঞ্চালনে বৃদ্ধি হয়। ফস্‌ফরাস রোগীতেও এই প্রকার লক্ষণ অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেছে রোগী মস্তকে এবং পাকস্থলীতে ঠাণ্ডা চায়—তদহেতু রোগী জানালা দিয়া মস্তক বাহিরে বহির্গত করিয়া রাখে অথচ বক্ষঃস্থলের উপসর্গ ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হয়।

শীর্ণতা (Marasmus)—আইওডিন রোগী সকল সময় ক্ষুধা বোধ করে—সকল সময় খাই খাই করে এবং যখন তখন খায় অথচ রোগী শীর্ণ হইতে থাকে—বিশেষত্ব হইতেছে রোগী যখন আহার করে তখন যেন তাহার কোন রোগই নাই, খুব সুস্থ বোধ করে পাকস্থলীর যন্ত্রণা পেট খালি থাকিলেই বৃদ্ধি হয় এবং আহারে উপশম বোধ করে। আইওডিনে দুইটি

লক্ষণের বিশেষরূপ প্রকাশ দেখা যায়—প্রথমতঃ হইতেছে সঞ্চালনে উপশম, দ্বিতীয়তঃ হইতেছে আহারে উপশম (while in motion and while eating)। উদর যতক্ষণ পূর্ণ ততক্ষণ রোগী সুস্থ বোধ করে, যেন কোন রোগই নাই, উদর খালি হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় উপসর্গের বৃদ্ধি হয়। আইওডিন রোগী না খাইয়া অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না (any of the complaints of Iodine will likely tc be increased by fasting) ; অথচ খাওয়া সত্বেও রোগী শীর্ণ হইতে থাকে (living well yet growing thin)। পূর্ব্বেও বলিয়াছি আইওডিনের সমুদয় রোগ উত্তাপে বৃদ্ধি হয়। পালসেটিলাতেও এই লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু পালসেটিলা রোগীর আহারে অরুচি এবং ক্ষুধামান্দ্য থাকে। শরীর শীর্ণ না হইয়া বরং মাংসাসী হইতে থাকে।

পরিপাক ক্রিয়া—পরিপাক ক্রিয়ায় আইওডিনের ব্যবহার দেখা যায়। অত্যধিক আহারহেতু পরিপাক ক্রিয়ার গোলমাল হয়। যাহাই আহার করে, অম্লে পরিণত হয়। অম্ল উদ্গার, পেট ফাঁপা, অজীর্ণ জলবৎ ঘোলের ন্যায় উদরাময় প্রকাশ পায় অথচ রোগী খাইতে ছাড়ে না, খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল থাকে অথচ রোগী শীর্ণ হইতে থাকে। এই প্রকার অজীর্ণ রোগে ভুগিতে ভুগিতে প্লীহা এবং যকৃৎ বিবৃদ্ধি এবং শক্ত হইয়া আসে এবং রোগী ন্যাবা রোগ সদৃশ হয়। এমতাবস্থায় মল শক্ত, গুট্‌লে, সাদা অথবা বর্ণহীন অথবা কাদার ন্যায় হয় এবং সময় সময় চট্‌চটে নরমও হয়। মলে পিত্ত যেন কিছুই থাকে না। এই প্রকারে ক্রমশঃ নিম্নোদর চুপসিয়া গিয়া যকৃত এবং লসিকাগ্রন্থি (lymphatic gland) সমূহ বিবৃদ্ধি হইয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে। আইওডিন mesenteric glandsএর টিউবার কিউলার অবস্থাতেও নির্ব্বাচিত হয় এবং গ্রন্থিসমূহ শক্ত গিট গিট অবস্থা প্রাপ্ত হয় ইহার সহিত উদরাময় বর্ত্তমান থাকিতেও পারে। রোগের প্রারম্ভেই অর্থাৎ শারীরিক গঠনের পরিবর্ত্তন অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পুর্ব্বে আইওডিন প্রয়োগ করিতে পারিলে রোগ অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

প্রয়োগ বিধি

ডাইলিউসন—ইহা সচরাচর ৩০ এবং ২০ শক্তি অধিক প্রয়োগ হয়। কোন কোন স্থলে ১০০০ শক্তিও প্রয়োগ করা হয়। শ্লৈষ্মিক পর্দ্দাযুক্ত ঘুড়িং কাশিতে ৬ষ্ঠ ক্রম পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা হয়।

অনুপূরক (Complementary)—লাইকোপোডিয়াম, ব্যাডিয়াগা।

আইওডিয়ম—হেপার এবং মার্কিউরিয়াসের পর উত্তম কার্য্য করে। গলগণ্ডে পূর্ণিমার পর (after fullmoon) কিংবা when the moon is waning উত্তম কার্য্য করে।

রোগের বৃদ্ধি—উত্তাপে, মস্তক জড়াইয়া রাখিলে, (হেপারের বিপরীত) স্থির অবস্থায়, দক্ষিণ পার্শ্বে।

রোগের উপশম—চলাফেরায়, মুক্ত বায়ুতে, আহারকালীন।

ফেরাম মেটালিকাম (Ferrum Metallicum)

লৌহকে ফেরাম মেটালিকাম বলা হয়। ইহা লৌহ চূর্ণ হইতে প্রস্তুত হয়।

সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ

১। মুখগহ্বর, ওষ্ঠদ্বয়, দাঁতের মাড়ি এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিযুক্ত স্থানসমূহ অত্যন্ত ফ্যাকাশে রক্তশূন্য অথচ শারীরিক কিংবা মানসিক সামান্য চঞ্চলাতেই অত্যন্ত লালবর্ণ হইয়া ওঠে (extreme paleness of the face, lips and mucous membranes, which become red and flushed on the least pain, emotion and exertion)।

২। শরীরের যে সমুদয় স্থান স্বভাবতঃই লালবর্ণ—যেমন জিহ্বা, মুখবিবরের শ্লৈষ্মিকঝিল্লি, ওষ্ঠদ্বয়, মুখমণ্ডল ইত্যাদি রক্তিমাভাযুক্ত স্থানসমূহ সাদা ফ্যাকাশে হয় (Red parts become white)।

৩। উদরাময় রাত্রিতে কিংবা আহারকালীন হয় (diarrhoea at night or while eating or drinking—Croton)। ভেদ অজীর্ণ যন্ত্রণাশূন্য। যক্ষ্মাকাশযুক্ত রোগীদিগের এই প্রকার উদরাময়ে অধিক উপযুক্ত।

৪। যন্ত্রণা রাত্রিতে ১২টায় বৃদ্ধি হয় এবং যে কোন প্রকার যন্ত্রণা হউক ধীরে ধীরে পায়চারি করিলে উপশম হয় (relieves walking slowly about.)

৫। ঋতুস্রাব অত্যন্ত শীঘ্র, প্রচুর এবং অধিক দিন স্থায়ী। স্রাব ফ্যাকাশে বর্ণ, জলের ন্যায় পাতলা এবং দুর্ব্বলকারক। স্রাবকালীন মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়। স্রাব ২।৩ দিন বন্ধ হইয়া পুনরায় আবার হয়।

৬। জরায়ু রক্তস্রাব—লাল উজ্জ্বলবর্ণ, অতি অল্পতেই চাপ বাঁধিয়া যায়। স্রাবকালীন মুখমণ্ডল অত্যন্ত লালবর্ণ হইয়া ওঠে। ইপিকাকের ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হইতে থাকে।

৭। বমন—ঠিক মধ্য রাত্রির পরই হয়। (immediately after midnight)। খাওয়ামাত্রই সমস্ত ভুক্ত দ্রব্যই এক সঙ্গেই বমি হইয়া উঠিয়া যায়, পুনরায় খাইতে বসে। বমনের স্বাদ অম্লযুক্ত।

৮। জ্বরে শীত অবস্থায় মুখমণ্ডল লালবর্ণ হয়।

৯। শিরঃঘূর্ণন—প্রবাহিত জল দর্শনে, অথবা জলের উপর ভ্রমণে অথবা নদীর উপর পুল অতিক্রমে অথবা উচুস্থান হইতে নিম্নে অবতরণে শিরঃ ঘূর্ণন হয়।

সাধারণ লক্ষণ

১। রোগী খিটখিটে, রাগী, অতি সহজেই বিরক্ত হয়, সামান্য কাগজ ছেঁড়া শব্দেই উত্তেজিত হয়।

২। স্ত্রীলোক দুর্ব্বল, নীলপাণ্ডু রোগগ্রস্থ অথচ মুখমণ্ডল অগ্নিবৎ লালবর্ণ।

৩। শিরঃপীড়া—হাতুড়ি পেটার ন্যায় যেন কত হাতুড়ির আঘাত হইতেছে, রোগী শুইয়া পড়ে, আহাড়ে রুচি থাকে না, এক একবার হইলে অনেক দিন থাকে।

৪। ভুক্ত দ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায়—অথচ বমন ভাব থাকে না।

৫। কাশি—কেবল দিবসে হয় (ইউফ্রে), শয়নে উপশম হয়, আহারে বৃদ্ধি হয়, (স্পঞ্জিয়া)।

ফিজিওলজিকেল কার্য্য—(১) ইহার বিষাক্তে রক্তের এলবিউমেন হ্রাস হইয়া জলীয় অংশ বৃদ্ধি এবং লোহিত রক্ত কনিকা হ্রাস করে।

(২) সুস্থ এবং অসুস্থ এই উভয় অবস্থাতেই ইহা তাপ বৃদ্ধি করে।

(৪) ইহা প্লীহার কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটায় সুতরাং প্লীহা রক্ত প্রস্তুত করিতে পারে না, রক্তহীনতা লক্ষণ প্রকাশ করে।

রোগী এবং মানসিক লক্ষণ—ফেরাম মেটালিকাম রোগী—ঝগড়াটে, খিটখিটে অল্পতেই বিরক্ত হয়, সামান্য প্রতিবাদেই রাগান্বিত হয়—এবং মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি হয়। সামান্য শব্দেতেই এমন কি কাগজ ছেঁড়ার শব্দতেই বিরক্ত হয়। স্ত্রীলোক দুর্ব্বল, রুগ্ন, নীলপাণ্ডু রোগগ্রস্থ তথাপি সামান্য চঞ্চলাতেই মুখমণ্ডল অগ্নিবৎ লাল হইয়া উঠে। ফেরাম মেটালিকাম সচরাচর অল্পবয়স্ক :স্ত্রীলোক কিংবা পুরুষ যাহাদিগের রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া অসামঞ্জস্যরূপে সম্পাদন হয় তাহাদিগের প্রতি উত্তম কার্য্য করে। (who are subject to irregular distribution of blood)। গণ্ডযুগল সামান্য উত্তেজনা কিংবা পরিশ্রমেই লাল আভাযুক্ত হইয়া উঠে কিন্তু এই লালবর্ণের কিছুমাত্র মূল্য নাই, ইহা কেবলমাত্র সাময়িক এবং অস্থায়ী। উত্তেজনা ভাব চলিয়া গেলেই পুনরায় ফ্যাকাসে এবং মৃত্তিকাবৎ রং হয়। এই ঔষধে রক্তসঞ্চালনের অনিয়মতা অনেক প্রকারে প্রকাশ পায়—হঠাৎ ভীষণ শীরঃপীড়া হয় যেন মস্তকে কত হাতুড়ির আঘাত হইতেছে। ইহা আবার সর্ব্বদা হয় না কখন কখন (Periodical) হইয়া থাকে—রাত্রি ১২টার সময় অধিক হয়। সর্দ্দিকালীন নাসিকা কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ রক্তে ভরিয়া থাকে।

হাঁপানি—হাঁপানিতে বক্ষঃস্থলে রক্তের উত্তেজনা হয় এবং রাত্রি ১২টার সময় বৃদ্ধি হয় তখন রোগী বক্ষঃস্থলের কাপড় খুলিয়া শয্যায় উঠিয়া বসে। বক্ষঃস্থলকে শীতল করিবার নিমিত্ত বস্ত্র শিথিল করে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সুবিধার জন্য উঠিয়া বসে ও উপশম পাইবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে পায়চারি করে।

রক্তকাশ এবং রক্তস্রাব—রক্ত কাশেও ফেরাম মেটালিকাম প্রয়োগ হয় এবং বিশেষ ভাবে অল্প বয়স্ক বালক এবং বালিকাদিগের যাহাদিগের মধ্যে ক্ষয়কাশের প্রবণতা দেখা যায় এবং কেবলমাত্র আক্রমণ করিয়াছে এইরূপ প্রারম্ভ অবস্থায় ইহা একটি উপযুক্ত ঔষধ। এই প্রকার স্থানীয় রক্তাধিক্য (local congestion) ফেরাম মেটালিকামের একটি অত্যন্ত পরিজ্ঞাপক লক্ষণ এবং এই হেতুই প্রায়ই নাসিকা, ফুসফুস, জরায়ু, মূত্রগ্রন্থি ইত্যাদি স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে কাজে কাজেই ফেরাম মেটালিকামকে রক্তশূন্য এবং দুর্ব্বল লোকদিগের রক্তস্রাবের একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা হয়। রক্তস্রাব, রক্তসঞ্চালনের অনিয়মতা ইত্যাদি প্রায় সমুদায় লক্ষণই মানসিক উদ্বেগ (emotion)—ক্রোধ, উত্তেজনা ইত্যাদিতে বৃদ্ধি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ক্লান্তিভাব বর্ত্তমান থাকে।

রক্তশূন্যতা (anaemia)—ফেরাম মেটালিকাম রক্তশূন্যতার একটি বৃহৎ ঔষধ। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ রক্তশূন্যতায় ফেরাম মেটালিকাম অর্থাৎ লৌহ মিশ্রিত ঔষধ ম্যালেরিয়ায় কুইনাইনের ন্যায় কথায় কথায় প্রয়োগ করেন কিন্তু আমাদিগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এইরূপ অসঙ্গত প্রথা প্রচলিত নাই। (homeopathy aims to correct the defective supply of haematine which lies back for the want of iron in the blood অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক মতে রক্তেতে লৌহের অভাব হেতু রক্তের লোহিত বর্ণকারক উপাদান পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, যথোপযুক্তরূপে সরবরাহ হয় না ফেরাম মেটালিকাম সেই সরবরাহের দোষ মোচন করে। ইহা খাদ্যদ্রব্যে লৌহের অভাব হেতু হয় না ইহা পরিপাক শক্তির সমিকরণের অভাব হেতু হয় (This dificiency is due not to the want of iron in the food taken but to the want of

power on the part of the system to assimilate it)। ফেরাম মেটালিকাম যে রক্তহীনতার একটী অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হিউজ সাহেব এক স্থানে বলিতেছেন—The malady does not ordinarily arise from any failure of the quantity of iron supplied in the food. If the element is deficient in the blood the fault lies in the assimilative process. ডাক্তার রিডেইল বলেন—that in anaemia there is no change whatever in the amount of iron present in the blood. However few the corpuscles they contain within them the full proportion of the metal normal to health, and though under the influence of iron itself they increase to double and triple their number they yield no more iron. কাউপারথওয়েট বলেন—"It is also true that when iron is introduced into the system in large quantities with a view to supplying a deficiency of iron in the blood that it is not assimilated, but may be almost entirely obtained from the fæces, having been eliminated by the intestines. It is evident, therefore, that iron does not act as a curative agent by virtue of its absorption as a constituent of the blood, but rather as we are led to conclude from its physiological effect upon the organs and tissues of the body that it owes its therapeutic virtues to the same essential dynamic agency possessed by their drugs and its application is subject to the same therapeutic law. ডাক্তার হিউজ তাহার পুস্তকের আর এক স্থানে লিখিয়াছেন—The treatment of anaemia by iron is one of the few satisfactory and certain things in modern medicines. From whatever cause this condition may arise, whether it be the chlorosis of defective menstruation, or the simple poverty of blood induced by haemorrhages, deficiency of air, light, and

suitable food or by exhausting disease, Iron is one remedy. এই কথাগুলি শুনিলে মনে হয় লৌহই রক্তহীনতার যে কোন কারণবশতঃই হউক এক মাত্র ঔষধ কিন্তু ডাক্তার হিউজ few কথাটি ব্যবহার করিয়া অনেকটা সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, যেন কথায় কথায় ইহা প্রয়োগ না হয়।

এক্ষণে কোথায় কিরূপ রক্তহীনতারোগে প্রয়োগ হওয়া কর্ত্তব্য তাহার লক্ষণসমূহ নিম্নে উল্লেখ করিতেছি :—

মুখমণ্ডল, ওষ্ঠদ্বয়, জিহ্বা এবং মুখগহ্বরে বিশেষতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি অত্যন্ত ফ্যাকাসে, মোমের ন্যায় হয় এবং সামান্য যন্ত্রণা, পরিশ্রমে, মানসিক আবেগে, আনন্দে কিংবা দুঃখে, কাহারো হঠাৎ গৃহপ্রবেশে কিংবা কোন অপরিচিত লোকের সাক্ষাতে মুখমণ্ডল লাল আভাযুক্ত হইয়া ওঠে, অর্থাৎ কোন কারণবশতঃ মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলেই মুখমণ্ডল লাল হইয়া ওঠে, চাঞ্চল্যভাব কাটিয়া গেলে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা ফ্যাকাসে বর্ণ প্রাপ্ত হয়। (Extreme paleness of the face, lips, mucous membranes especially that of the cavity of the mouth and all these become red flushed on the least pain, emotion or exertion or sudden entrance of anyone into the room, the meeting of a stranger and in fact, anything that is calculated to disturb the mind, causes flushing up of the face)। লালবর্ণযুক্ত স্থানসমুদয় রক্তাল্পতায় ফ্যাকাসে-বর্ণ প্রাপ্ত হয়—যেমন, জিহ্বা, ওষ্ঠদ্বয়, মুখগহ্বরে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ইত্যাদি এবং সামান্য মানসিক কিংবা শারীরিক চাঞ্চল্যেই পুনরায় লালবর্ণ হয় (Red parts became white-face, lips, tongue and mucous membrane of mouth)। সময় সময় রক্তহীনতা এত অধিক হয় যে পদদ্বয়ের স্ফীতি আরম্ভ হয়। (নেট্রাম মিউর দেখ)।

পরিপাক ক্রিয়া—ফেরাম যে কেবল রক্তহীনতা, রক্তস্রাব ইত্যাদির একটি বৃহৎ ঔষধ তাহা নয়। ইহা পাকস্থলীর গোলযোগেরও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং উক্ত সম্বন্ধে ইহার কতকগুলি পরিজ্ঞাপক এবং অস্বাভাবিক লক্ষণ রহিয়াছে—রোগী সকল সময় খাই খাই করে আবার অনেক

সময় কিছুমাত্র ক্ষুধাও থাকে না। সকল খাদ্যদ্রব্যের বিশেষতঃ মাংসের প্রতি অত্যন্ত অরুচি হয়। আহারে বসিয়া এমন কি খাইতে খাইতেই কিংবা ঠিক রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর বমি হইয়া সমুদায় ভুক্তদ্রব্য একসঙ্গে বহির্গত হইয়া যায় অথচ বমির লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না food goes into the stomach and is vomitted without nausea—simply emptied out)। ফস্-ফরাসও এই লক্ষণের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ—পাকস্থলী খালি না হওয়া পর্য্যন্ত বমন হইতে থাকে। পুনরায় খাইতে বসে। বমন অম্লস্বাদযুক্ত হয় কিংবা খাদ্যদ্রব্যের উদ্গার তুলিতে থাকে। পকেস্থলী ভার ভার হইয়া থাকে এবং সকল সময় পাকাশয়ে শূলযন্ত্রনাও হয়। রুটি মাখন খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে কিন্তু মাংস পছন্দ করে না (নেট্রাম মিউরের বিপরীত)। মদ, চা ইত্যাদিও সহ্য হয় না। খাদ্যদ্রব্য সমস্ত দিন পাকস্থলীতে পড়িয়া থাকে হজম হয় না। রাত্রিকালীন প্রায় ১২ টার সময় বমি হইয়া উঠিয়া যায়। পেটে টাটানি যন্ত্রণা হয়, মনে হয় কোন আঘাত লাগিয়াছে কিংবা কোন বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা হইয়াছে। রাত্রিতে কিংবা আহারকালীন যন্ত্রণাশূন্য ভেদ হয়। (ক্রোটন, চায়না) (canine hunger, alternaning with loss of appetite. Regurgitation of food as soon as food is taken leaves the table suddenly and with one effort vomits every-thing eaten or eructations after eating. Wants bread and butter meat disagrees (opposite Nat M). Beer or tea also disagrees. Food lies in the stomach all day and is vomited at night. Bowels feel sore as if bruised or as if he had taken cathartics, undigested painless stools at night or while eating or drinking. (Croton. China).

পুং জননেন্দ্রিয়—রক্তহীনতাজনিত glans penis শুষ্ক এবং লিঙ্গত্বকের ন্যায় সাদা অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ঋতুস্রাব—মাসিক ঋতুস্রাব প্রচুর অতি শীঘ্র শীঘ্র এবং অধিক দিন স্থায়ী হয়। রক্ত ফ্যাকাসে জলের ন্যায় চাপযুক্ত এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলকারক।

ঋতুস্রাবের সহিত তলপেটে প্রসব বেদনার ন্যায় অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। স্রাবকালীন মুখমণ্ডল লালবর্ণ হইয়া ওঠে এবং স্রাবের দরুণ কর্ণ ভোঁ ভোঁ করে (চায়না), অনেক সময় দেখা যায় ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া শ্বেতপ্রদর স্রাব হইতে থাকে।

শিরঃপীড়া—ফেরাম মেটালিকাম রোগী প্রায়ই রক্তাধিক্য শিরঃপীড়ায় (congestive headache) ভোগে। মস্তকে দপ্‌দপানি যন্ত্রণা হয় এবং সচরাচর মধ্যরাত্রির পর বৃদ্ধি হয়। যন্ত্রণাকালীন মুখমণ্ডল অত্যন্ত লালবর্ণ হয় এবং পদদ্বয় ঠাণ্ডা থাকে। ইহা অনেকটা বেলেডনার ন্যায় কিন্তু বেলেডনা ফেরাম মেটালিকাম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থায় প্রয়োগ হয়। ধীরে ধীরে পায়চারি করিলে মস্তক হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিলে, শিরঃপীড়া উপশম বোধ করে, দ্রুত অথবা হঠাৎ মস্তক সঞ্চালনে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। ফেরাম মেটালিকাম রোগী প্রায়ই মস্তক ঘূর্ণনে কষ্ট পায়।

হৃদস্পন্দন—হৃদ্‌স্পন্দন (palpitation of the heart) রক্তকাশ ইত্যাদি সমুদায়ই এই প্রকার ধীরে ধীরে পায়চারি করিলে উপশম হয়।

কাশি—কাশি কেবল দিনের বেলায় হয়, শয়নে উপশম হয় এবং আহারের পর বৃদ্ধি হয় (স্পঞ্জিয়া) এবং ভুক্তদ্রব্য বমি হইয়া উঠিয়া যায়। কাশিতে কাশিতে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয় বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাদ্দেশে (occipital region) যন্ত্রণা বোধ করে।

মূত্রাশয়—মূত্রাশয় (bladder) অত্যন্ত দুর্ব্বল, মূত্র ধারণে অক্ষম। যখন মূত্রাশয় মূত্রে পূর্ণ হইয়া উঠে, নড়াচড়ায় মূত্র ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে থাকে, নড়াচড়া বন্ধকালীন এবং স্থির হইয়া থাকিলে মূত্র পড়া স্থগিত থাকে (In little children the urine dribbles all the day. Just as long as the child plays, the urine dribbles and keeps the clothing wet, but this is better while keeping perfectly quiet).

বাতযন্ত্রণা—বাত কিংবা যন্ত্রণায় ফেরাম মেটালিকামের বিশেষ লক্ষণ হইতেছে ধীরে ধীরে পায়চারিতে এবং উত্তাপে রোগের উপশম

(walking slowly about relieves)। দ্রুত সঞ্চালনে এবং ঠাণ্ডায় রোগের বৃদ্ধি ও রোগী দুর্ব্বল রক্তশূন্য তথাপি রোগের যন্ত্রণা হইতে উপশম পাইবার নিমিত্ত কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে হাঁটিতে থাকে, আবার বসে, আবার হাঁটে•এইরূপ করিতে থাকে। হৃৎস্পন্দন, রক্তকাশ হাঁপানি, বাত যন্ত্রণা অর্থাৎ যে কোন রোগই হউক সমুদয়ই ধীরে ধীরে পায়চারি করিলে রোগী উপশম বোধ করে—ইহা ফেরাম মেটালিকামের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। জানু দেশের সন্ধিস্থলের যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে এবং রাত্রিতেই অধিক হয়, রোগী শয্যা হইতে উঠিয়া পায়চারি করিতে বাধ্য হয়। যতক্ষণ পায়চারি করে তৎক্ষণাৎ উপশম (feels relief while walking slowly)।

ক্যামোমিলা—ইহাতেও যতক্ষণ শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া পায়চারি করা যায় ততক্ষণ রোগী স্থির এবং শান্তিতে থাকে—কিন্তু ক্যামোমিলা শিশুদিগেতে বিশেষতঃ পরিপাক ক্রিয়ার রোগে নির্ব্বাচিত হয় এবং ইহার কার্য্য শিশুদিগের মধ্যেই অধিক আবদ্ধ। কাজে কাজেই ইহার সহিত ফেরাম মেটালিকামে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা দেখি না। ফেরাম মেটালিকাম doltoid muscle অর্থাৎ ত্রিকোণ পেশী অধিক আক্রান্ত হয় (Pains through the deltoid muscls are spoken of more prominently than pains in other parts. রোগী এতদযন্ত্রণা হেতু বাহু উত্তোলন করিতে কিংবা উত্তোলন করিয়া মস্তকে তুলিতে পারে না—যন্ত্রণা অনেকটা আংশিক পক্ষঘাত সদৃশ, রোগী হস্ত তুলিতে বল পায় না। মনে করে হস্তের জোর কমিয়া আসিতেছে। কাহারো কাহারো বাম স্কন্ধে যন্ত্রণা অধিক হয়, কিন্তু ডাক্তার কেণ্ট বলেন কোন পার্শ্বের বিশেষত্ব নাই বাম এবং দক্ষিণ উভয় স্কন্ধই আক্রান্ত হয় (Rheumatic pains the deltoid muscles of either side)। ফেরাম মেটালিকামের যন্ত্রণা বিশেষতঃ শয়নাবস্থায় অধিক হয়। কারণ রোগী তখন স্থির থাকে (Rest brings on the Ferrum pains) দিনের বেলায় কাজে কর্ম্মে রোগী আস্তে ধীরে চলা ফেরা করে তজ্জন্য যন্ত্রণা তত অধিক বোধ করে না।

পুনরায় লিখিতেছে—ফেরামের উপশম এবং বৃদ্ধি বিষয়ে এই কয়েকটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—Pains and sufferings

come on during rest. The palpitation sometimes comes on during rest, the dyspnoea comes on during rest and even the weakness. The patient is ameliorated by moving gently about, but any exertion tires and causes faintness. Any rapid motion aggravates the complaints. The pains are ameliorated by moving about the house slowly, so that the exertion does not excite fatigue.

রাসটক্স—ইহাও ফেরাম মেটালিকামের একটি সমকক্ষ ঔষধ এবং ইহার সহিত ভ্রম হইবার সম্ভাবনা হইতে পারে—কিন্তু রাসটক্সে ধীরে ধীরে সঞ্চালন এই প্রকার কোন বিশেষ লক্ষণ নাই ; সঞ্চালনেই উপশম এবং ঠাণ্ডায় ও বিশ্রামে বৃদ্ধি ইহাই হইতেছে ইহার পরিজ্ঞাপক লক্ষণ। ফেরাম মেটালিকাম নির্ব্বাচন করিতে হইলে—রক্তাল্পতার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

পালসেটিলা—ইহার যন্ত্রণা অনেকটা ফেরাম মেটালিকামের ন্যায় ধীরে ধীরে পায়চারিতে যন্ত্রণা উপশম হয়। ফেরাম রোগী অত্যন্ত শীতল, উত্তাপে উপশম বোধ করে এবং মুক্ত বায়ুতে ঠাণ্ডায় ভীত হয় কিন্তু পালসেটিলা রোগী মুক্ত বায়ু পছন্দ করে এবং ঠাণ্ডায় উপশম বোধ করে।

শিরোঘূর্ণন (Vertigo)—পুল, নালা ইত্যাদি অতিক্রমকালীন জলের স্রোত দৃষ্টে, গাড়ীতে ভ্রমণে, শয়ন অবস্থা হইতে হঠাৎ উপবেশনে, এবং উপর হইতে নিম্নে অবতরণে শিরোঘূর্ণন হয়। মস্তক দুলিতে থাকে মনে হয় (with balancing sensation as if on water)। কোন কোন চিকিৎসক ফেরাম মেটালিকাম আহারের পুর্ব্বে প্রয়োগ না করিয়া পরে প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন।

থাইসিস—ফেরাম মেটালিকামের রক্তের চাঞ্চল্যতা উৎপন্ন করা স্বভাব হেতু (arising from its tendency to produce ebullitions

of blood) Phthisis floridaতে ব্যবহার হয়; টিউবারকিউলার ধাতুগ্রস্থ অল্পবয়স্ক লোকদিগেতে অধিক নির্ব্বাচিত হয় এবং এই বিষয়ে ইহা ফস্‌ফরাসের সমকক্ষ ঔষধ। ফস্‌ফরাস অপেক্ষা ইহার প্রয়োগ অনেক সময় অধিক দেখা যায়। যখন সামান্য পরিশ্রমেই বক্ষঃস্থলে কষ্ট হয় এবং রক্তাতিশয্য Plethora বর্ত্তমান থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাস কালীন নাসিকারন্ধ্র প্রসারিত হয় (dilate), প্রায়ই নাসিকা এবং ফুস্‌ফুস হইতে রক্তস্রাব হয়। রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং চাপ চাপ। কাশি শুষ্ক খক্‌খকে এবং উষ্ণ পদার্থ পানে বৃদ্ধি হয় এই লক্ষণসমূহের সহিত বক্ষঃস্থলে এবং মস্তকের পশ্চাদ্দেশে বেদনা এবং টাটানি যন্ত্রণা থাকে। এইপ্রকার লক্ষণযুক্ত থাইসিস্‌ ব্যতীত থাইসিসের শেষ অবস্থায় যখন গয়ের পুঁজ সংযুক্ত সবুজ আভাযুক্ত এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয় ও গয়েরের সহিত রক্তের রেখা থাকে তখনও প্রয়োগ হয়।

যক্ষাকাশের শেষ অবস্থায় উদরাময়ের ফেরাম মেটালিকাম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পুস্তকে লিখিত দেখিতে পাই। ইহাতে উক্ত অবস্থায় উদরাময় বন্ধ হয় বটে কিন্তু রোগী অধিক দিন বাঁচে না। (Ferrum will stop the diarrhoea. But it is stopped, the patient will not live long)। এইরূপ ক্ষয়কাশের শেষ অবস্থায় উদরাময়ে—স্যাকারাম ল্যাকটিসই হইতেছে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ—ইহা মুল চূর্ণ ব্যবহার হয় এবং পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয় (The best remedy for diarrhoea in the last stages of cousumption is Sacharum-lactis in the crude form, given in small quantities and repeated as often as is required by the patient—Kent)।

এইরূপ স্থলে ডাক্তার সুসলারের ফেরাম ফসের কথা মনে পড়ে—ডাক্তার সুসলার ফেরাম ফসকে exudation অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে সকল প্রকার প্রদাহে প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন। ফেরাম ফসকে জেলসিমিয়াম এবং একোনাইট, এই দুইটি ঔষধের মধ্যে স্থান দেওয়া যাইতে পারে এবং একোনাইটে খুব সাদৃশ্য আছে। ডাক্তার সুসলার একোনাইটের স্থলে ফেরাম ফসকে স্থান দেন। ফেরাস ফসে নারী ভরাটে, মোটা, কিন্তু কোমল, প্রদাহ exudation অবস্থায় তখনও উপনীত হয় নাই। যদি কোন শ্লৈষ্মিক স্থান আক্রান্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে স্রাবে রক্তের রেখা দেখা দেয় অর্থাৎ ফেরাম

ফস surchard blood vesselsএর উপযুক্ত ঔষধ। যদি থাইসিস রোগগ্রস্থ রোগী ঠাণ্ডা লাগিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং গয়েরে (sputum) রক্ত দেখা দেয়, তাহা হইলে ফেরাম ফস এইরূপ অবস্থায় এমন কি ২০০ শক্তিতেও আশু উপকার পাওয়া যায়।

উদরাময়—উদরাময়েও ফেরাম মেটালিকামের প্রয়োগ দেখা যায়। রোগীর আহারকালীন (while eating and drinking—Croton) ভেদ হয়। মল যন্ত্রণাশূন্য এবং রাত্রিতেই বৃদ্ধি হয়, অজীর্ণ খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত। শিশুদিগের গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে কিংবা শৈশবে বিসূচিকায় উপরোক্ত লক্ষণ দ্বিপ্রহর রাত্রির পরই প্রায় নিয়মিতরূপে প্রত্যহ হইতে দেখা যায়। এই প্রকার উদরাময়ের সহিত সময় সময় বমিও বর্ত্তমান থাকে। বমন অম্লস্বাদ-যুক্ত, ফেরাম মেটালিকামের উদরাময়ের সহিত চায়না, আর্সেনিক এবং ওলিয়েণ্ডারের কিছু সাদৃশ্য আছে। শেষোক্ত ঔষধটিতে আহারের কয়েক ঘণ্টা পর উক্ত প্রকার ভুক্তদ্রব্যমিশ্রিত ভেদ হয়। শিশু অদ্য যাহা আহার করিয়াছে তৎপর দিন তাহা সেই অবস্থাতে ভেদ হয়। চায়না এবং আর্সেনিকে আহারকালীন অপেক্ষা আহারের পরই ভেদ হয় এবং আর্সেনিকে আহারের পরই ভেদ হয়, এবং আর্সেনিকে রাত্রি ১২টা হইতে ২টা বৃদ্ধি হয়। উদরাময়ের সহিত বেশ ক্ষুধাও থাকে। ক্ষয় কাশ রোগীদিগের মধ্যে এই প্রকার অবস্থা প্রায়ই দেখা যায়। চায়নাতেও যন্ত্রণাশূন্য অজীর্ণ উদরাময় রহিয়াছে কিন্তু চায়নায় পেট ফাঁপা লক্ষণ অত্যন্ত প্রবল থাকে। চায়না এবং ফেরাম মেটালিকাম এই উভয় ঔষধই অবস্থা বিশেষে পরস্পর বিষঘ্ন এবং অনুপূরক (antidote and complementary) রূপে কার্য্য করে। দুর্ব্বলতার উপর দৃষ্টি রাখিয়াই এই দুইটি ঔষধের পার্থক্য নিরূপণ করা উচিৎ।

কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation)—অন্ত্রের দুর্ব্বলতাহেতু কোষ্ঠবদ্ধ (from intestinal atony), মল শক্ত এবং মলত্যাগের পর কোমরে এবং সরলান্ত্রে (rectum) এ বেদনা হয়। শিশুদিগের সরলান্ত্র বহির্গত হইয়া (prolapsus rectai of children) রাত্রিতে মলদ্বার চুলকায়।

জরায়ু রক্তস্রাব (Uterine hæmorrhages)—রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং চাপ চাপযুক্ত সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল লাল আভাযুক্ত হইয়া উঠে।

মুখমণ্ডলের রং সাধারণতঃ ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য কিংবা মৃত্তিকাবৎ। স্রাবকালীন গভীর লাল কিংবা লাল আভাযুক্ত হয় এবং ইপিকাকের ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হইতে থাকে। নাড়ীর গতিও অত্যন্ত দ্রুত হয়। রক্তস্রাবে ফেরাম মেটালিকামকে চায়না এবং ইপিকাকের মধ্যবর্ত্তী ঔষধ বলা যাইতে পারে। চায়নার ন্যায় ইহা স্বভাবতঃ রক্ত শূন্য অত্যন্ত দুর্ব্বল রোগীর উপযুক্ত আবার ইপিকাকের ন্যায় ইহা শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টযুক্ত অত্যন্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাবে উপযুক্ত। ইপিকাকের রক্তস্রাব বেগের সহিত নির্গত হয়, সঙ্গে সঙ্গে বমির ভাব না থাকিতেও পারে কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত এবং জোরের সহিত হইতে থাকে।

শোথ (Dropsy)—জীবনীশক্তির অপচয় (loss of vital fluids) কিংবা কুইনাইনের অপব্যবহার কিংবা জ্বর অবরুদ্ধ হেতু শোথে ফেরাম মেটালিকাম প্রায় নির্ব্বাচিত হয়।

জরায়ুভ্রংশ—জরায়ু ভ্রংশেও কখন কখন ফেরাম মেটালিকামের প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু এই বিষয়ে ফেরাম আইওডাইডই উৎকৃষ্ট। নিম্নোদরের প্রাচীরে টাটানি যন্ত্রণা হয়। উপবেশন করিলে মনে হয় যেন কি একটা জিনিষ জোনিদেশের উপর দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে।

জ্বর

ফেরাম মেটালিকাম intermittent fever এ প্রায়ই ব্যবহার হয় বিশেষতঃ কুইনাইনের অপব্যবহারের পর। দাহ অবস্থায় দেখা যায় যে শিরাগুলি বিশেষভাবে কপালে স্ফীত হইয়া উঠে, মাথায় যন্ত্রণা হয়, প্লীহা বৃদ্ধি হয় এবং এমন কি শোথ পর্য্যন্ত দেখা দেয়।

সময়—বিশেষ নির্দ্দিষ্ট নাই, প্রাতে ৭টা কিংবা ১২টা কিংবা ৩টা।

পূর্ব্বাবস্থা—যেমনি শীত আসিতে থাকে ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া যায়।

শীতাবস্থা—পিপাসা থাকে। শীতকালীন মুখমণ্ডল অত্যন্ত লাল হয়। হস্ত এবং পদদ্বয় ঠাণ্ডা থাকে (সিড্রন, সাইমেক্স, সিপিয়া)। পদদ্বয় অত্যন্ত শীতল হয়, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি বরফের মত ঠাণ্ডা হয়, হাতের অঙ্গুলিগুলি আরষ্ট হইয়া থাকে (feel very cold, toes cold as ice, fingers stiff)।

দাহ অবস্থা—পিপাসা থাকে না। হাতের চেটো এবং পায়ের তলা খুব গরম হয় (great heat of palms of hands and soles of feet) মুখমণ্ডল অত্যন্ত লাল হয়। গণ্ডযুগলও লালবর্ণ হয় কিন্তু মস্তকে যন্ত্রণা থাকে না (মস্তকে যন্ত্রণা থাকে—বেলেডনা)।

ঘর্ম্মাবস্থা—একদিন পর একদিন প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম হয় এবং এই প্রকার ঘর্ম্ম হইবার পূর্ব্ব হইতেই শীরঃপীড়া হয় (from early morning till noon every other day)। ঘর্ম্ম প্রচুর এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। অনেক সময় কাপড়ে ঘর্ম্মের হলদে দাগ হয়। ঘর্ম্মকালীন সমুদয় লক্ষণই বৃদ্ধি হয় (উপশম হয়—নেট্রাম মিউর)। ডাক্তার পিয়ার্সন বলেন—ঘর্ম্মকালীন বমনভাব হয় (nausia during sweat—Pearson)।

জিহ্বা—সাদা লেপাবৃত। ওষ্ঠদ্বয়, দাঁতের মাড়ি, জিহ্বা, মুখমণ্ডলের সমুদায় স্থান ফ্যাকাসে এবং রক্তশূন্য। সমস্ত দ্রব্য তিক্ত বোধ হয়, কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা করে না।

Iron is evidently one of the most precious remedies against the cachectic condition, but I admit that its action is due to neither the chemical reasons that have imagined and which have been current even on the lips of our school, nor the massive dose which naturally flow from these consideration, it is by its dynamic virtues that Ferrum acts and confers all its benefits.—Dr. A. Charge.

ডাক্তার ন্যাস জ্বর সম্বন্ধে ২।১টি বেশ পরিষ্কার কথা বলিয়াছেন—It is one of the very few remedies having red face during chill and has more than once led to the cure of intermittent

fever on that symptoms. Again it is one of the remedies found in intermittents that have been abused by Quinine. In these cases very often find the spleenic region sore on pressure and much swollen.

প্রয়োগবিধি

ডাইলিউসন—রক্তশূন্যতায় নিম্নক্রম ২য় হইতে ৬ষ্ঠ অধিক প্রয়োগ হয়, রক্তস্রাব ইত্যাদিতে ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবহার হয়।

চায়নার সহিত ফেরাম মেটালিকামের খুব নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, প্রায় সমস্ত রোগেই তরুণ এবং পুরাতন অবস্থায় ফেরাম মেটালিকামের পর প্রয়োগ হইতে পারে। ফেরাম মেটালিকাম উপদংশে কখনই প্রয়োগ করা উচিত নয়, ইহাতে অত্যন্ত বৃদ্ধি করে।

রোগের বৃদ্ধি—রাত্রিতে, বিশ্রাম অবস্থায় বিশেষতঃ যখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

রোগের উপশম—ধীরে ধীরে পায়চারি করিলে।

রোগীর বিবরণ

১। একজন বিধবা স্ত্রীলোক, বয়স ২৮ হইবে, অত্যন্ত শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতেছিল। অনেক প্রকার ঔষধ ব্যবহার করা হইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই উপশম হয় নাই—অথচ রোগীর ঋতুস্রাব, ক্ষুধা, পরিপাক-শক্তি ইত্যাদির কোন ব্যতিক্রম ছিল না। শিরঃপীড়া এত অধিক হইত যে, শয্যা হইতে মস্তক তুলিতে পারিত না এবং এক দিনের জন্যও তাহার শিরঃপীড়ার বিরাম ছিল না। রক্ত-হীনতার জন্য তাহার যে এই প্রকার শিরঃপীড়া হইতে পারে, চেহারা দেখিয়া ডাক্তারের সেই প্রকার কোন কারণ মনে হয় নাই—মুখমণ্ডল

লাল, চেহারা হৃষ্টপুষ্ট, আহারে রুচি ইত্যাদি সমুদায় ভালই ছিল। শিরঃপীড়া অথচ মস্তক রক্তাধিক্য ছিল না। মুখ-গহ্বর এবং চক্ষু পরীক্ষা করিয়া রক্তাল্পতার পরিচয় পাওয়ায় এবং হাতুড়ী পেটার ন্যায় শিরঃপীড়া হওয়ায় ডাক্তার ক্লোটার মুলার তাহাকে কয়েক মাত্রা ফেরাম মেটালিকাম সেবন করাইয়া অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন। (Dr. Clotar Muller).

২। একজন অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোক স্কন্ধে পেশীর বাতের দরুণ অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, হস্ত উপরে অধিক তুলিতে পারিত না। রাসটক্স, ব্রাইওনিয়া ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া উপকার না হওয়ায়, ডাক্তার মিলার তাহাকে ফেরাম মেটালিকাম দ্বারা আরোগ্য করেন। (Dr. Miller).

৩। একবার একটি রক্তশূন্য ফ্যাকাসে স্ত্রীলোকের বাহুতে অত্যন্ত যন্ত্রণা ছিল এবং তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল প্রায় এক সপ্তাহ চিকিৎসা করিয়া কোন উপকার করিতে না পারিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—"যখন রাত্রিতে যন্ত্রণা প্রবল হয় তখন শয্যা হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে পায়চারি করিলে যন্ত্রণার উপশম পাই।" ডাক্তার ন্যাস এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ফেরাম মেটালিকাম ১০০০ ক্রম একমাত্রা দিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন এবং তদবধি তাহার আর যন্ত্রণা হয় নাই। (Dr. Nash).

সূচীপত্র

ঔষধের নামানুযায়ী।

সূচীপত্র

রোগের নামানুযায়ী।

বিষয়	পৃষ্ঠা

ক্লিনিক্যাল মেটেরিয়া মেডিকা

এণ্ড

থেরাপিউটিক্স।

ষষ্ঠ খণ্ড।

দ্বিতীয় সংস্করণ

কেণ্ট হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যক্ষ

এবং বহুদর্শী ডাক্তার

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত।

প্রকাশক—এস্, এন, রায় এণ্ড কোং

রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসি

৮৫।এ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা